নীলতন্ত্রম্

নীলতন্ত্রম্

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ)

জ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

মূল্য : পনের টাকা

নীলতন্ত্রম্

[মূল ও অনুবাদ সমেত]

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

বক্ষ্যমাণ তন্ত্রখণ্ড বিষ্ণুক্রান্তার চৌষট্টিখানা তন্ত্রের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থোক্ত-নীলাদেবী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারাদেবীরই রূপভেদমাত্র। প্রত্যেক মহাবিদ্যাই এক অখণ্ড মহাবিদ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। বহিঃপ্রকাশরূপে রূপভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও মহাবিদ্যাগণ প্রত্যেকেই সেই আদ্যি মহামাতৃকাশক্তিরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। বহিঃপ্রকাশে রূপ-বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও মূলতঃ ইঁহারা এক মাতৃকাশক্তিরই প্রস্ফুট বিস্তার। কেবল রূপভেদে ধ্যান ও মন্ত্রভেদ। আলোচ্য তন্ত্রখণ্ডের সপ্তদশ পটলের অন্তর্গত পূজাক্রম এবং তোড়লতন্ত্রান্তর্গত তৃতীয় পটলের দ্বাবিংশতি শ্লোক হইতে পঞ্চবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত শ্লোক-চতুষ্টয় অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

চন্দ্রবীজং সমুচ্চার্য্য আদ্য বহ্নি-সমাগতম্।
বামনেত্রেন্দু-সংযুক্তং মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ২২

প্রথমে চন্দ্রবীজ (স) উচ্চারণ করিয়া আদ্যকে (ত-কে) বামনেত্র (ঈ), ইন্দু (ঁ) ভূষিত ও বহ্নি (র) সংযুক্ত করিবে। ইহাকে (স্ত্রীঁ-কে) তারার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জানিবে। এই একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রিলোকে পূজিতা হইয়া থাকেন।

ঈশানং বিন্দু-সংযুক্তং বামকর্ণবিভূষিতম্।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা মন্ত্ররাজ দ্বিতীয়কম্ ॥ ২৩

ঈশানকে (হ-কারকে) বামকর্ণ (উকার) ভূষিত ও বিন্দু (ং অনুস্বার) সংযুক্ত করিবে। উহাতে মন্ত্রটি হইবে হূঁ। ইহা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারার-ই একাক্ষরী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

শিবং বহ্নি-সমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্।
আদ্য-বীজং দ্বিতীয়ঞ্চ অস্ত্রমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
প্রণবাদ্যা যদা বিদ্যা সোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪

শিবকে (হ-কে) বহ্নি (র) সংযুক্ত এবং বামনেত্র (ঈ) ও ইন্দু (ং অনুস্বার) ভূষিত করিয়া আদ্যবীজ (স্ত্রীং) ও দ্বিতীয় বীজ (হূং) উচ্চারণ করিয়া অস্ত্র-মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ করিবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে। এই মহাবিদ্যা যখন প্রণবাদি হইবেন, তখন তিনি উগ্রতারা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন।

বিতারৈকজটা প্রোক্তা মহামোক্ষ-প্রদায়িনী।
তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল-সরস্বতী ॥ ২৫

যখন এই মন্ত্রটি বি-তার অর্থাৎ প্রণব-রহিত হয়, তখন ইনি একজটা এবং তখন ইনি মহামুক্তি প্রদান করেন। প্রণব ও অস্ত্র (ফট্) রহিত মন্ত্রটি মহানীল সরস্বতী।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, প্রয়োজনভেদে একই মহাশক্তি বিভিন্ন-রূপে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন মন্ত্রে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

উপাসনা প্রয়োগবিষয়ে কালী, তারা, শ্রীবিদ্যা (ষোড়শী, ত্রিপুরাসুন্দরী), ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির প্রকৃতি (শক্তি) বিকৃতিভাব (বিকাশ ও রূপান্তর) থাকিলেও ইঁহারা সকলেই এক পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি; তজ্জন্য তাঁহাদের মহিম্নও তুল্যমূল্য অর্থাৎ অনুরূপ ও সমান—কেবল রূপান্তরের নামভেদ ও মন্ত্রভেদ মাত্র।

মহানগরীর প্রাত্যহিক বিদ্যুৎসঙ্কট, গ্রন্থমুদ্রোণোপযোগী কাগজের দুর্মূল্যতা এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা, ছাপাখানার সমস্যা প্রভৃতি কারণে এই তন্ত্রগ্রন্থের প্রকাশন বিলম্বিত হইল।

গ্রন্থ সম্পাদক দীর্ঘ অসুস্থতাজনিত দৈহিক অপটুতা হেতু গ্রন্থের প্রথম পটল হইতে ষোড়শ পটলের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত মূল শ্লোকসমূহ ও পাঠান্তর এবং বঙ্গানুবাদের প্রুফ্ সংশোধনাদি স্বয়ং করিতে না পারায় উক্ত অংশে কিছু ভুলপ্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। এজন্য প্রকাশক দুঃখিত। সুধী সাধক পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের নিকট প্রকাশকের সানুনয় আবেদন, তাঁহারা এই প্রমাদজনিত স্খলনদোষ মার্জ্জনা করিবেন এবং প্রবিষ্ট ভুলের বিশুদ্ধ প্রকার লিখিয়া প্রকাশকের গোচরীভূত করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে ভুলত্রুটিগুলি পুনর্মুদ্রণকালে সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইবে।

ষোড়শ পটলের শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাবিংশ পটলের শেষ পর্য্যন্ত অংশের মূল ও পাঠান্তর সংশোধন এবং শ্লোকগুলির পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন, আমাদের বিশেষ অনুরোধে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়। এজন্য প্রকাশক উক্ত পণ্ডিতপ্রবরের নিকট কৃতজ্ঞ এবং গ্রন্থাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী নীলসরস্বতীর শ্রীচরণসরোজে প্রকাশকের সর্ব্বান্তঃকরণে সতত প্রার্থনা—তিনি পণ্ডিতমহোদয়কে সুস্থ সবলদেহে শতায়ু প্রদান করুন। অলমতিবিস্তরেণ—

সূচীপত্র

———

নীলতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমস্তারায়ৈ[১]।

[বিদ্যা-কথনম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ পঞ্চক্রতু-বিনায়ক[২]।
সর্ব্বজ্ঞ ভক্তি-সুলভ শরণাগত-বৎসল ॥ ১
কুলেশ পরমেশান করুণাময়-বারিধে।
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ[৩]।
তন্মে বদ মহাদেব যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ২

শ্রীভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩
সর্ব্ববিদ্যাপ্রধানা তু[৪] কথিতেঽয়ং সুরেশ্বরি।
অতিগুহ্যতরং হ্যেতজ্ জ্ঞানাত্মকং সনাতনম্ ॥ ৪

ওঁ শ্রীমৎ তারাদেবীকে প্রণাম।

[বিদ্যা-কথন]

দেবী কহিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টিবিধায়ক, সর্ব্বজ্ঞ ও শরণাগতবৎসল এবং ভক্তি দ্বারাই সহজে আপনাকে লাভ করা যায়। ১

হে মহাদেব ! হে কুলেশ ! হে পরমেশান ! আপনি দয়ার সাগর। হে দেবেশ ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে কি উপায়ে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। ২

ভৈরব কহিলেন—হে দেবি ! তুমি আমাকে (যাহা) জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহার শ্রবণমাত্রে লোক সংসার থেকে মুক্ত হয়। হে সুরেশ্বরি ! এই বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা প্রধানা, অতিগুহ্য, জ্ঞানাত্মক ও সনাতন। ৩-৪

১। ওঁ নমো গণেশায়। ২। বিধায়ক। ৩। ভববারিধৌ। ৪। প্রধানস্তু।

অতীব চ সুগোপ্যঞ্চ কথিতুং নৈব শক্যতে।
অতীবাসীৎ প্রিয়া যস্মাৎ তস্মাত্তৎ কথয়ামি তে ॥ ৫

রূপাণি বহুসংখ্যানি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি।
তেষাং মধ্যে প্রধানং তু নীলরূপং মনোহরম্[১] ॥ ৬

বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদম্।
নীলতন্ত্রং মহাতন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭

তস্য উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ বরুণঃ কুবেরোঽগ্নিস্তথাপরঃ ॥ ৮

দুর্ব্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বে দেবা উপাসকাঃ ॥ ৯

প্রাতঃকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে[২]।
উত্থায় চোত্তরে যামে চিন্তয়েত্[৩] তারিণীম্ ॥ ১০

ইহা অতীব গোপনীয় এবং বাচাতীত বিধায় (হওয়ায়) ইহাকে বর্ণনা করার শক্তি আমার নাই। যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তজ্জন্য ইহা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৫

হে ভাবিনি! প্রকৃতির বহু রূপ এবং উহার সংখ্যাও বহু। ঐ সকল রূপের মধ্যে নীলরূপ মনোহর সর্ব্বপ্রধান। (পাঠান্তর মতে—প্রকৃতিরূপা বিদ্যামধ্যে নীলরূপা মনোহরাই সর্বপ্রধানা)। ৬

বিশেষতঃ কলিযুগে নীলরূপা এই মহাবিদ্যাই মানবগণের ভোগ ও মুক্তি প্রদায়িনী। নীলতন্ত্র একটি মহাতন্ত্র এবং সর্ব্বোত্তম তন্ত্র হইতেও শ্রেষ্ঠতর তন্ত্র। ৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিও এই মহাবিদ্যার উপাসক। চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণ এবং দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয় ও বৃহস্পতি-প্রমুখ ঋষিগণ, আর বহুলোক্তি ত্যাগ করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত দেবতাগণই এই বিদ্যার (পরাপ্রকৃতি, মহাবিদ্যা, আদ্যাশক্তির) উপাসক। ৮-৯

হে কমলাননে! অনন্তর এই বিদ্যার উপাসনার্থে প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মৃণালতন্তুসন্নিভা মূলাধার

১। প্রধানা তু নীলরূপা মনোহরা। ২। নীললোচনে। ৩। পূজয়েৎ।

মূলাদি[১]-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিগ্রতত্ত্ব-স্বরূপিণীম্ ।
মূলমন্ত্রময়ীং সাক্ষাদমৃতানন্দরূপিণীম্ ॥ ১১
সূর্য্যকোটি-প্রতীকাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাম্ ।
তড়িৎকোটি-সমপ্রখ্যাং কালানল[২]-শিখোপরি ॥ ১২
তৎপ্রভাপটল-ব্যাপ্ত-পাটলীকৃত-দেহবান্ ॥ ১৩
সহস্রদল-পঙ্কজে সকল-শীতরশ্মিপ্রভম্,
বরাভয়-করাম্বুজং বিমলগন্ধ-পুষ্পাম্বরম্[৩] ।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকল-দেবতা-রূপিণম্,
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদ্বিধান[৪]পূর্ব্বকং গুরুম্ ॥ ১৪
ততো মানসগন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়েৎ স্ব-স্বমুদ্রয়া ॥ ১৫

হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র [সহস্রার] পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তা দেবী উগ্রতারিণীকে [আদ্যা-শক্তিকে] মনে মনে চিন্তা করিবে। এই পরমাশক্তি মূলমন্ত্র-স্বরূপিণী এবং সাক্ষাৎ অমৃত ও আনন্দরূপিণী। ১০-১১

দেবী আদ্যাশক্তি কোটিসূর্য্যদ্যুতি-সম্পন্না এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধা বা সুশীতলা। দেবী কোটিবিদ্যুৎপ্রভা-সম্পন্না এবং কালানলশিখা-হইতেও অত্যুজ্জ্বলা। ১২

—তাঁহার পাটল* প্রভায় সমস্ত পরিব্যাপ্ত এবং সাধক নিজকেও ঐ পাটল দ্যুতিরূপী দেহ সম্পন্ন ‡ চিন্তা করিবে। তৎপর আদ্যাশক্তিকে সহস্রদল পঙ্কজে [সহস্রারে] চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সুশীতলা, বরাভয়-করাম্বুজা, বিমলগন্ধপুষ্পাম্বর-ধারিণী, প্রসন্নবদনেক্ষণা, সকলদেবতা-রূপিণী শিবাকে ধ্যান করিবে। তৎপর সহস্রারে গুরুরূপী পরমশিবকে যথা বিধানে স্মরণ [চিন্তা] করিবে। তৎপর মানসপূজা পদ্ধত্যনুক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা স্ব-স্ব বিধানোক্ত মুদ্রা দ্বারা ঐ পরমশিবার অর্চ্চনা করিবে। ১৩-১৫

১। মূলাদা। ২। কামানল। ৩। পুষ্পাখ্যকং। ৪। তদভিধান।

* পাটল—'শ্বেত-রক্তস্তু পাটলঃ' ইতি অমরকোষ, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের সহিত ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত বর্ণ ; ফিকা লাল ; গোলাপী রং।

‡ স্বীয়দেহ এবং ঐ আদ্যশক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবে—ইহাই ইহার তাৎপর্য্যার্থ।

কনিষ্ঠা পৃথিবীতত্ত্বং তদ্‌যোগাদ্ গন্ধ[১]যোজনম্ ।
অঙ্গুষ্ঠো গগনং তত্ত্বং[২] তেনৈব পুষ্পযোজনম্ ॥ ১৬
তর্জ্জনী বায়ুতত্ত্বং স্যাদ্ ধূপং তেনৈব যোজয়েৎ ।
তেজস্তত্ত্বং মধ্যমা সাদ্ দীপং তেনৈব যোজয়েৎ ॥ ১৭
অনামা জলতত্ত্বং স্যাদ্ তেনৈব যোজয়েদ্ গুরুম্[৩] ।
ততঃ স্তুত্বা বাগ্‌ভবঞ্চ[৪] জপেদষ্টোত্তরং শতম্[৫] ॥ ১৮
জপং সমর্প্য ভক্ত্যা চ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ১৯
অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে প্রথমঃ পটলঃ ॥১॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলি পৃথ্বীতত্ত্ব, তাহা দ্বারা মানসপূজায় দেবীদেহে গন্ধ যোজনা করিবে। অঙ্গুষ্ঠ আকাশতত্ত্ব, তাহা দ্বারা দেহে মানসপূজায় পুষ্প যোজনা করিবে। ১৬

তর্জ্জনী বায়ুতত্ত্ব, তাহা দ্বারা মানসপূজায় দেবীকে ধূপ প্রদান করিবে। মধ্যমা তেজস্তত্ত্ব, তাহা দ্বারা মানসপূজায় দেবীকে দীপ প্রদান করিবে। ১৭

অনামিকা জলতত্ত্ব, তাহা মানসপূজায় গুরুকে [পরমশিবকে] যোজনা করিবে। তৎপর সুধী সাধক দেবীর স্তব পাঠ করিয়া ১০৮ বার বাগ্‌ভব বীজ* জপ করিবে। ১৮

তৎপর দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া ভক্তি সহকারে ভূমিতলে দেবীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। ১৯

যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার এবং যাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এবং যিনি সেই পরমপদ দেখাইয়াছেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র দ্বারা পরম-শিবরূপী গুরুকে নমস্কার করিবে। ২০

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। যোগাদ্যান্ধ। ২। অঙ্গুষ্ঠো গগণস্তত্ত্বং। ৩। যোজয়েচ্চরুং।
৪। বাগ্‌ভবস্তু। ৫। জপ্ত্বা চাষ্টোত্তরং সুধী।
* বাগ্‌ভব বীজ—ঐং।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

[স্নান-সন্ধ্যা-বিবরণম্]

অথ বক্ষ্যে স্নানজালং সমস্ত-পুরুষার্থদং[১] ।
মৃৎকুশানপি[২] সংগৃহ্য গত্বা জলান্তিকং[৩] ততঃ ॥ ১
তস্মিন্নিমজ্য[৪] পয়সি সঙ্কল্পঞ্চ সমাচরেৎ ।
ইষ্টদেব্যাঃ পূজনার্থং কুর্য্যাৎ স্নানং জলাশয়ে ॥ ২
গৃহীত্বা চোড্র[৫]-পুষ্পঞ্চ কুলপুষ্পং কুলোদকম্[৬] ।
প্রস্থং গ্রাহ্য তাম্রপাত্রে সূর্য্যায়ার্ঘ্যং[৭] নিবেদয়েৎ ॥ ৩
মূলান্তে চোদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ ।
শিবচৈতন্যময্যৈ শ্রীনীলসরস্বত্যৈ স্বাহা ইতি চাস্য মনুঃ স্মৃতঃ[৮] ॥ ৪
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রদায়ৈব পূজাস্থানং সমাবিশেৎ ।
গণেশং বটুকং ক্ষেত্রপালাংশ্চ যোগিনীং তথা ॥ ৫

[স্নান, অর্ঘ্য, অঙ্গদেবতা পূজা, তিলক, মন্ত্র, গায়ত্রী ও তর্পণ বিবরণ]

অনন্তর পুরুষার্থপ্রদ স্নান এবং তদানুষঙ্গিক কার্য্যক্রম বলিতেছি। একটি মৃৎকুলাল (মৃৎপাত্র) [পাঠান্তরে—মৃত্তিকা, কুশ প্রভৃতি] গ্রহণ করিয়া জলাশয় সমীপে গমন করতঃ দেহ জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া যথাবিধি সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ইষ্টদেবী পূজার্থ ঐ জলাশয়ে স্নান করিবে। ১-২

একটি তাম্র পাত্রে রক্ত জবাপুষ্প, কুলপুষ্প (স্ত্রীরজঃ) এবং কুলোদক (উত্তরদিক প্রভৃতি হইতে জল) গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। ৩

প্রথমে মূলমন্ত্র অর্থাৎ নীলসরস্বতীর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপর 'ওঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ শিবচৈতন্যৈ শ্রীনীলসরস্বত্যৈ স্বাহা'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহা অর্ঘ্য নিবেদন মন্ত্র। ৪

সূর্য্যার্ঘ দিয়া তারপর পূজাস্থানে প্রবেশ করিবে। তথায় গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল এবং যোগিনীগণের পূজা করিবে। ৫

১। সমস্তং পুরুষার্থদং। ২। মৃৎকুলানপি। ৩। জলান্তিকে।
৪। তস্মিন্নিমূর্দ্ধা ; পুনর্নিমজ্জ্য। ৫। ঈশিতামৌচ্চ। ৬। কুলোদকৈঃ।
৭। প্রস্থমাত্রং তাম্রপাত্রে কৃত্বা চার্ঘ্যং। ৮। শিবচৈতন্যময্যৈ শ্রীমন্নীলসরস্বত্যৈ স্বাহেতি তন্মনুঃ স্মৃতঃ।

পূজয়িত্বা গৃহং গত্বা ব্রাহ্মণং পূজয়েত্ততঃ[১] ।
তিলকং রক্তগন্ধেন গোপীচন্দনকেন চ[২] ॥ ৬
দেব্যস্ত্রং[৩] বিলিখেদ্ ভালে তারাবীজং ততো হৃদি ।
শক্তিমধ্যগতাং কুর্য্যাত্তিলকং শাক্তরূপকম্[৪] ॥ ৭
আচমেদাত্ম[৫]-তত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈ দ্বিঠান্তকৈঃ[৬] ।
মন্ত্রৈস্ত্রিধা তথা বক্ত্রে নাসাক্ষি-শ্রোত্র-নাভি-হৃৎ ॥ ৮
স্বমস্তক-শিখাংশেষু স্পৃশেন্মন্ত্রৈস্তু[৭] সাধকঃ ।
আচম্য প্রাঙ্মুখো ভূত্বা আসনে বাগ্ভবং মতম্[৮] ॥ ৯
অঘমর্ষণকং তত্র কূর্চ্চবীজেন পার্ব্বতি ।
ত্রিকোণং শূলবীজেন সাবিত্রীশতকং জপন্[৯] ॥ ১০

তদনন্তর স্ব-গৃহে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। [পাঠান্তরের স্বতন্ত্র বচনানুযায়ী—ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।] সাধক রক্তবর্ণ গন্ধদ্রব্য এবং গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবে। ৬

ললাটদেশে হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র লিখিবে। তৎপর হৃদয়ে [বক্ষস্থলে] তারাবীজ ক্রং লিখিবে। তৎপর শক্তিমধ্যে শাক্তরূপী তিলক অঙ্কিত করিবে। [স্বতন্ত্র পাঠানুযায়ী অর্থ—শক্তিকে আদিত্য-মধ্যগত চিন্তা করিয়া তিলক অঙ্কিত করিবে।] ৭

তৎপর প্রথমে মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিবে। তদনন্তর সাধক প্রথমে প্রণব, তাহার পর মূলমন্ত্র এবং স্বাহা উচ্চারণ করিয়া মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, নাভি, হৃদয় ও মস্তকের শিখা-স্থান স্পর্শ করিবে। তিনবার এইরূপে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঐ সকল স্থান স্পর্শ করিবে। তৎপর পুনরায় আচমন করিয়া, বাগ্ভব বীজ ঐং উচ্চারণ করতঃ পূর্ব্বমুখী হইয়া আসনে উপবেশন করিবে। ৮-৯

হে পার্ব্বতি! কূর্চ্চবীজ হূং উচ্চারণ করিয়া পাপনাশ করিবে। তৎপর ত্রিকোণ [এং] এবং শূলবীজ [ফট্] যোগ করিয়া একশত বার সাবিত্রি [ওঁ] জপ করিবে। অর্থাৎ ওঁ এ ফট্—মন্ত্র ১০০ বার জপ করিবে। ১০

১। ভোজয়েত্ততঃ। ২। তু। ৩। দিব্যাস্ত্রং। ৪। শক্তিং মধ্যগতাং কুর্য্যাদিত্যেতত্তিলকং যথা। ৫। আচামেদ্ ; ততঃ মদাত্ম। ৬। দ্বিঠান্তরৈঃ।
৭। স্পৃশেন্মন্ত্রেণ ; সমস্তকশিখাংশেষু স্পৃশেন্মন্ত্রেণ। ৮। মহৎ। ৯। ত্রিকোণং মূলবীজেন সবিত্রে হংসকং জপন্।

উপস্থায় জপেদ্দেবীং[১] গায়ত্রীং শৃণু পার্ব্বতি।
তারায়ৈ বিদ্মহে প্রোক্ত্বা মহোগ্রায়ৈ চ ধীমহি ॥ ১১
তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো য়ো নঃ[২] প্রচোদয়াৎ।
গায়ত্র্যেষা সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপ-নিকৃন্তনী[৩] ॥ ১২
বামপাদাং[৪] ততঃ কুর্য্যাৎ পাদে চ পরমেশ্বরি।
উপস্থায় পুনর্হংস[৫] উর্দ্ধবাহুস্ত্রিধা জপেৎ ॥ ১৩
ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোস-
নৃসদ্বর-সদৃত-সদ্ব্যোম-সদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং
বৃহদিতি ॥ ১৪
তীর্থোদকং তিলফলকং[৬] ক্ষীরাক্ষত-সমন্বিতম্।
উত্তরাভিমুখো[৭] ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ ॥ ১৫

তৎপর আসন হইতে উত্থিত হইয়া [পাঠান্তরের বচনানুযায়ী—আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই] দেবী-গায়ত্রী জপ করিবে। হে পার্ব্বতি! দেবী-গায়ত্রী বলিতেছি শ্রবণ কর।

তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবি ধিয়ো যো (য়ো) নঃ প্রচোদয়াৎ।

ইহা সর্ব্বপাপ বিনাশক দেবী-গায়ত্রী নামে সুপরিচিত। ১১-১২

তৎপর বামপদ দ্বারা আসন হইতে উত্থিত হইয়া (বামপদে দণ্ডায়মান হইয়া) বাহুদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ তিনবার হংস মন্ত্র জপ করিবে। ১৩

ওঁ হংসঃ ··ইত্যাদি মূলে লিখিত মন্ত্রই হংস মন্ত্র। ১৪

তৎপর উত্তরাভিমুখী হইয়া, তীর্থসলিল মিশ্রিত দুগ্ধ, তিল এবং আতপতণ্ডুল দ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। ১৫

১। তত্রস্থা প্রজপেদ্দেবীং। ২। ধিয়োয় নঃ। ৩। নিকৃন্তিনী। ৪। বামপাদং। ৫। পুনতার্হং সোর্দ্ধবাহু। ৬। (ক) দ্বিমোদং তিলকন্দঞ্চ, (খ) তীর্থোদকং তীলফলং। ৭। উত্তরাস্য মুখো।

মূলান্তে তারিণীং প্রোক্ত্বা তর্পয়াম্যনল-প্রিয়াম্[১] ।
স্বর্ণপাত্রেণ রৌপ্যেণ তাম্রপাত্রেণ বা পুনঃ ॥ ১৬
ঋজু-কুশ-ত্রয়েণৈব সন্তর্প্য ভক্তিতঃ সুধীঃ ।
গায়ত্রীং প্রজপেদ্ধীমান্[২] অঘমর্ষণমেব চ ॥ ১৭

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে স্নান-তর্পণাদি-বিবরণং নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥২॥

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া [মতান্তরে—প্রণব উচ্চারণ সহকারে] তৎপর "তারিণীং তর্পয়ামি স্বাহা" উচ্চারণ করিবে। ইহাই দেবীর তর্পণমন্ত্র।

স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র পাত্রে ঋজু কুশত্রয় দ্বারা ভক্তিসহকারে সুধী সাধক দেবীর তর্পণ করিয়া তৎপর সর্বপাপবিনাশক দেবীর গায়ত্রী জপ করিবে। ১৬-১৭

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে স্নানতর্পণাদি বিবরণ নামক দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। নলপ্রিয়া। ২। প্রজপেদ্বিদ্বান্।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

[স্থানাদি-নির্ণয়ম্]

শিব উবাচ—

অথোচ্যতে মহেশানি[১] পূজাস্থানং সুশোভনম্ ।
একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে ॥ ১
তত্রস্থঃ সাধয়েদ্ যোগী বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ।
উজ্জটে পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বাপি সাধকঃ ॥ ২
দেবাগারে চ শূন্যে চ যত্র বা তারিণী শিলা ।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং জপ্তব্যং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণা[২] ॥ ৩
এতদন্যতমস্থানং[৩] তত্র পীঠং বিচিন্তয়েৎ ।
শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ ॥ ৪
তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণি-বিভূষিতম্ ।
নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মণিদিব্যৈশ্চ ভূষিতম্[৪] ॥ ৫

[পূজাস্থান, আসন, রক্ষামন্ত্র, কায়, বাক্ ও পুষ্প শোধন।]

শিব কহিলেন—হে মহেশানি! আমি সুশোভন পূজাস্থান বর্ণনা করিতেছি। সেই সকল স্থানে যোগী ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যাশক্তির সাধনা করিবে।

একলিঙ্গের মন্দিরে, শ্মশানে, শূন্যাগারে, চতুষ্পথে (চতুষ্পথ অর্থে কাহারও মতে কোন মঙ্গলদায়িনী দেবীর মন্দির) অরণ্যে, পর্ব্বতে বা নির্জ্জনস্থানে, বা শূন্য দেবালয়ে অথবা যে স্থানে মঙ্গলদায়িনী আদ্যাশক্তির শিলামূর্ত্তি স্থাপিত আছে—সিদ্ধিকামী সাধক সযত্নে ঐ সকলস্থানের অন্যতম স্থানে গমন করিয়া সর্বপ্রযত্নে মন্ত্রজপ করিবে। ১-৩

এই সকল স্থানের সকল স্থানকেই পীঠস্থানরূপে চিন্তা করিবে। পীঠস্থানে শ্মশান এবং শ্মশানমধ্যে কল্পদ্রুম এবং ঐ কল্পবৃক্ষমূলে নানাবিধ দিব্যমণিময়, বিপুল মণিময় অলঙ্কার-শোভায় শোভিত, পীঠ চিন্তা করিবে। ৪-৫

১। মহাদেব্যাঃ। ২। সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণা। ৩। স্থানে।
৪। নানালঙ্কার-ভূয়িষ্ঠৈর্মু নিবেদৈশ্চ ভূষিতং।

শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থি-ভূষিতম্ ॥ ৬
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্ত-ধ্যানযোগতঃ।
ইতি পীঠং বিচিন্ত্যাথ[১] জলাদি-শোধনং প্রিয়ে ॥ ৭
তারে[২] বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহা পাদ-বিশুদ্ধয়ে।
তারং লজ্জা চাস্ত্রবীজং স্বাহা চাচমনে মন্ত্রঃ ॥ ৮
প্রণবং মণিধরীতি বজ্রিণি সর্ব্বপদং ততঃ।
বশঙ্করী ততো হূঁ ফট্ স্বাহেতি বন্ধয়েৎ শিখাম্ ॥ ৯
প্রণবং রক্ষ-যুগ্মঞ্চ বর্ম্ম-যুগ্মং ততোঽপি ফট্।
বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রো ভূমি-শোধন ঈরিতঃ ॥ ১০
বিঘ্নানুৎসারয়েন্মন্ত্রী নারাচ-মুদ্রয়াক্ষতৈঃ।
প্রণবং সর্ব্ববিঘ্নাংশ্চ উৎসারয় কবচায় ফট্[৩] ॥ ১১
স্বাহা চ মনুনা দেবি বিঘ্নানুসারয়েত্ততঃ[৪]।
মৃদ্বচূড়কমাসীনে অন্যেষু[৫] কোমলেষু[৬] বা ॥ ১২

ঐ কল্পবৃক্ষের চতুর্দিকে শবমুণ্ড, চিতাঙ্গার, নরাস্থি-সমূহে সমাচ্ছন্ন এবং নরমাংসাস্থি ভোজনতৃপ্ত শিবাকুল ঐ কল্পবৃক্ষের চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া ধ্যানযোগে কল্পবৃক্ষমূলে বেদীর (পীঠের) উপরে দেবীকে সমাসীন চিন্তা করিবে। হে প্রিয়ে! ইহাই দেবীর পীঠ-ধ্যান কহিলাম। এক্ষণে জলাদি শোধনবিধি বলিতেছি। ৬-৭

'ওঁ বজ্রোদকে হূঁ ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্রে পাদ-প্রক্ষালনার্থ জলশোধন ও পাদপ্রক্ষালন করিবে। 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা'—এই মন্ত্রে আচমনার্থ জল শোধন ও আচমন করিবে। 'ওঁ মণিধরি বজ্রিণি সর্বপদং বশংকরি হূঁ ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে। ৮-৯

'ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্রে ভূমি শোধন করিবে। ১০

'ওঁ সর্ববিঘ্নাংশ্চ উৎসারয় হূং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্রে আতপতণ্ডুল দ্বারা নারাচ মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক সমস্ত বিঘ্ন উৎসাদন করিবে। ১১

মৃদু আসন, অচূড়কাসন বা কোমলাসনে বীরাচারে সুখে উপবেশন করিয়া উত্তমা-সিদ্ধি লাভার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ১২

১। ইতি পীঠং তু সঞ্চিন্ত্য। ২। তারো। ৩। উৎসারয় চ ফট্ ততঃ।
৪। হূঁ ফট্ স্বাহা চ মনুনা। ৫। শূন্যেষু। ৬। কোমলেঽপি বা।

বীরাচারে সুখাসীনঃ[১] সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ।
সংগ্রামে পতিতং বাপি ব্যাপাদিতমচূড়কম্ ॥ ১৩
ষন্মাসে[২] নিঃসৃতং প্রাপ্য চিতায়াঞ্চ[৩] তদন্তিকে ।
(দশমাসাদর্ব্বাক্[৪] ষন্মাসাৎ পরঃ গর্ভচ্যুতো বালকো মৃতুঃ ॥ ১৪
অচূড়কোঽকৃতচূড়াকরণঃ জননাৎ পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে অচূড়কঃ[৫] ।
উপনয়ন-সময়াদর্ব্বাক্ চূড়াকরণাৎ পরম্[৬] ॥ ১৫
স্তোপ্যেনং বিধানং[৭] ।
এষামভাবে দেবেশি বিশরে কুশবটুকে বা[৮]) ।
কৃষ্ণসার-দ্বীপিচর্ম্ম অথবা[৯] কম্বলং তথা ॥ ১৬

বীরাচারে সুখাসীন হইয়া উত্তমা সিদ্ধি সাধন করিবে। সংগ্রামে মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির শবকে অচূড়ক বলা হয় । ১৩

ছয়মাসে গর্ভনিঃসৃত বালকের শবকে চিতাশায়িত অবস্থায় বা চিতার নিকটবর্ত্তীস্থানে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অথবা দশমাসের পূর্বে এবং ছয়মাসের পরে গর্ভচ্যুত বালকের শবকে মৃতু বলা হয় । ১৪

যাহার চূড়াকরণ কার্য্য সম্পন্ন করা হয় নাই, তাহার শবকে অচূড়ক বলা হয়। পঞ্চমবর্ষ বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বালকের শবদেহকে অচূড়ক বলা হয়। চূড়াকরণ কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার পর এবং উপনয়নকার্য্য নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বয়স্ক বালকের শবদেহকেও অচূড়ক (পাঠান্তর মতে—কোমলাসন) বলা হয় । ১৫

উক্ত বিধানানুসারে অচূড়ক, মৃতু বা কোমল আসন অভিধেয় শবাসনে উপবেশন করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে (১২শ শ্লোকে কোমলাসনের বিষয় উল্লেখ থাকিলেও পরবর্ত্তী কোন শ্লোকে কোমলাসন কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই)।

হে দেবেশি ! এই সকল আসনের অভাবে বিশর (তীক্ষ্ণশরমুখ তৃণ বিশেষ) নির্ম্মিত কুশবটু (কুশপুত্তলিকা, কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ) বা কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, হস্তিচর্ম্ম বা কম্বল অথবা যে-কোন পীতবর্ণ বা সশ্বেত রক্তবর্ণ যে কোন

১। বষট্‌কারে। ২। ষন্মাস-নিসৃতং। ৩। চিতায়া। ৪। দেশমাসাদর্বাক। ৫। পঞ্চবর্ণাভ্যন্তশ্চূড়কঃ। ৬। পরঃ; ষন্মাস। ৭। কোমলমভিধানং। ৮। এষামভাবে কুশবটুকে। ৯। চর্ম্মোঽচূড়কং।

পীতং সশ্বেত-রক্তঞ্চ[১] আসনায় প্রকল্পয়েৎ।
তারো মণিধরীত্যন্তে বজ্রিণীতি পদং লিখেৎ ॥ ১৭
মহাপ্রতিসরে রক্ষ-যুগ্মং হূঁ ফট্ তথৈব চ।
স্বাহেতি বস্ত্রপ্রান্তে চ[২] রক্ষাগ্রন্থিং সমাচরেৎ ॥ ১৮
তারোঽনন্তঃ[৩] সর্গযুক্তঃ হূঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রিতঃ[৪]।
ব্যাপকং কায়-বাক্ চৈব শোধনং তদনন্তরম্[৫] ॥ ১৯
প্রণবং হৃৎপুষ্পে তু পদং রাজার্হিতে তথা।
সত্তায়[৬] সম্যগুচ্চার্য্য সমুদ্ধারঞ্চ তারযুক্ ॥ ২০
পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে[৭]।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহা চ সমুদ্ধরেৎ[৮] ॥ ২১
প্রতিশুদ্ধমনেনৈব পুষ্পং দেব্যাঃ সমর্চ্চনে ॥ ২২

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে পূজাস্থানাসনাদি-নির্ণয়ং নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥৩॥

আসনে উপবেশন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। তৎপর 'ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রপ্রান্তে আত্মরক্ষার্থ গ্রন্থি প্রদান করিবে। ১৬-১৮

'ওঁ লং অঃ হুং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্র দ্বারা ব্যাপকন্যাস সম্পন্ন করিবে। তৎপর 'ওঁ নমঃ পুষ্পকেতু রাজার্হিতে সত্তায় ওঁ'—এই মন্ত্রে কায় ও বাক্ শোধন করিবে। ১৯-২০

'ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্রে দেবীর অর্চ্চনার্থ পুষ্পসমূহের শুদ্ধি বিধান করিবে।

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে পূজাস্থান আসনাদি নির্ণয় নামক তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। পীতঞ্চ শ্বেতপদ্মং বা। ২। বস্ত্র-প্রাঞ্চলে। ৩। তারোঽন্ত। ৪। স্বর্গযুক্তো......মন্ত্রতঃ। ৫। ব্যাপকং কায়-বাক্-চিত্ত-শোধনং তত্ত্ববিৎ সুধীঃ। ৬। শতায়। ৭। পুষ্পশোভিতে। ৮। পুষ্পচয়ে চ হুং ফট্ স্বাহান্তে সমুদ্ধরেৎ।

চতুর্থঃ পটলঃ

[ভূতশুদ্ধ্যাদিকম্]

শঙ্কর উবাচ—

যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্ত-পুরুষার্থদম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সদ্যঃ খেচরতাং ব্রজেৎ ॥ ১
স্বর্ণাদিপাত্রে রক্তচন্দনগোরোচনাকুঙ্কুম-বজ্র[1]পুষ্পাদি-
লিপ্তে ততঃ[2] কুলরসেন[3] পীঠং নির্ম্মায় পঠেৎ[4]* ॥
ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ দ্বয়মেব চ[5] ।
মন্ত্রেণানেন বিধিবদ্ যন্ত্ররাজং লিখেৎ প্রিয়ে ॥ ২
ব্যোমেন্দ্বৌ[6] রসনার্ণ-কর্ণিকমচাং[7] দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎকেশরং,
বর্গোল্লাসি-বসুচ্ছদং[8] বসুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্[9] ।

[নীলসরস্বতীযন্ত্র, ভূতশুদ্ধি, ষট্কর্ম্মপ্রয়োগে নীলসরস্বতীর ধ্যান,
পীঠশক্তি বা অঙ্গ দেবীগণের বিবরণ]

শঙ্কর কহিলেন—যাহার জ্ঞানমাত্রই সাধক সদ্য-আকাশ-গমনের ক্ষমতা লাভ করে, অধুনা আমি সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ নীলসরস্বতীর সেই যন্ত্ররাজ বলিতেছি। ১

স্বর্ণাদি পাত্রে রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম, বজ্রকুসুম প্রলিপ্ত করিয়া, ঐ প্রলিপ্তস্থানে কুলরস দ্বারা পীঠ নির্ম্মাণ করতঃ 'ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা' (স্বতন্ত্র পৃথক মন্ত্র—ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ ফট্)—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি নীলসরস্বতীর যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ২

ব্যোম—হকার (হ), ইন্দু-সকার (স), ঔকার (ঔ), রসার্ণ—বিসর্গ (ঃ) সংযোগে প্রেতবীজ হ্সৌঃ কর্ণিকায় লিখিবে। পদ্মের কেশরগুলি দুই দুইটী স্বরবর্ণের দ্বারা ভূষিত হইবে। পদ্মের আটটি পত্র আটটি বর্গের দ্বারা ভূষিত

১। রক্ত ; বজ্রলিপ্তে। ২। তত্র। ৩। কুলরসেনৈবং ৪। যত্নতঃ।

* স্বর্ণাদি-পাত্রে চন্দন-গোরোচনা-বজ্রলিপ্তে।
ততঃ কুলরসেনৈব পীঠং নির্মায় যত্নতঃ ॥

৫। হূং ফট্ স্বাহেতি চাক্বতী। ৬। ব্যোমেন্দৌ। ৭। রসনার্ণ কর্ণিকমঠাং। ৮। বর্গোল্লাস্মিব সুহৃন্দং। ৯। সংবিষ্টং।

তারাধীশ্বর[১]-বারিবর্ণ-বিলসদ্দিক্‌কোণ[২]-সংশোভিতম্,
যন্ত্রং নীলতনোঃ পরং নিগদিতং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৩
এবং যন্ত্রং সমালিখ্য পূজাধারে[৩] নিধাপয়েৎ[৪] ।
পীঠশক্তিঃ ততো দেব্যাঃ[৫] লক্ষ্ম্যাদ্যাঃ শক্তিরীরিতাঃ ॥ ৪
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ ।
কীর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ পুষ্টিশ্চ তুষ্টিরিত্যষ্টশক্তয়ঃ ॥ ৫
দেব্যা নীলসরস্বত্যাঃ পীঠশক্তয়ঃ ঈরিতাঃ ॥ ৬
এবং পীঠং সম্পূজ্য মধ্যে প্রেতাসনং তদ্বীজেন পূজয়েৎ ।
তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেব্যা বাহনং শবমেব চ[৬] ॥ ৭
ভূতশুদ্ধিং ততো বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতানঘে ।
অপানমূর্দ্ধ্বগং[৭] কৃত্বা দেব্যা তত্ত্বে[৮] প্রপূজ্য চ ॥ ৮
হংসমন্ত্রেণ চাধারাৎ শক্তিং কুণ্ডলিনীং পরাম্[৯] ।
ক্রমাচ্চক্রাণি নির্ভেদ্য[১০] জীবাত্মানং ততোঽম্বুজাৎ[১১] ॥ ৯

হইবে। ঐ পদ্মটি ভূগৃহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তারাপতি চন্দ্র ও জলবর্ণ-সমূহের দ্বারা বিলসিত অষ্টকোণশোভিত, সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ নীল সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩

এই যন্ত্র লিখিয়া তাহা পূজাধারে স্থাপন করিবে। তৎপর লক্ষ্মী প্রভৃতি। অষ্টশক্তিকে দেবীর পীঠশক্তিরূপে পূজা করিবে। ৪

লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি—এই অষ্টশক্তি দেবী নীলসরস্বতীর পীঠশক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তৎপর চক্রমধ্যে বাহন ও শবের সহিত (পৃথক্ স্বতন্ত্র মতে—শববাহন সহিত) দেবীর পূজা করিবে। ৫-৭

হে অনঘে! অনন্তর আমি ভূতশুদ্ধি বিষয়ে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

দেবীতত্ত্বকে পূজা করিয়া অপানবায়ুকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করতঃ 'হংস' মন্ত্রের দ্বারা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে উত্থিত করিবে।

১। তারাধিশ্বর। ২। বিলসদষ্টকোণ। ৩। পূজাকালে। ৪। বিধায় চ। ৫। পশোক্তেন ততোদকা। ৬। ধূপয়েদ্দেব্যা বাহনঞ্চ স এব চ। ৭। অপানানুগমং। ৮। দেব্যা মার্গং। ৯। শক্তিকুণ্ডলিনী পরা। ১০। নির্ভিন্না। ১১। ততোঽম্বুজে।

সহস্রারে ততো নীত্বা পর-ব্রহ্মণি[1] যোজয়েৎ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ মহাভূতানি[2] তদ্‌গুণাঃ॥ ১০
বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি তত্ত্বানি প্রকৃতের্ব্বিদুঃ।
চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি বীরভাবেন যোজয়েৎ॥ ১১
ততঃ শূন্যে শরীরে চ কুক্ষৌ বামে বিচিন্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপাত্মকং কৃষ্ণং পুরুষং পিঙ্গমূর্দ্ধজম্॥ ১২
সহ তেন দহেন্মন্ত্রী মায়াবীজেন বহ্নিনা।
বধূবীজোত্থ-বাতেন তদ্ভস্মোৎসারণং[3] চরেৎ॥ ১৩
কূর্চ্চবীজোত্থ-পীযূষং বিশ্বেভ্যঃ[4] প্লাবয়েত্ততঃ।
নির্ম্মলং দেবতারূপং উৎপন্নং ভাবয়েদ্বপুঃ[5]॥ ১৪
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং তুল্যং[6] বিশ্বং বিচিন্তয়েৎ।
নির্লিপ্তং[7] নির্গুণং শুদ্ধং আত্মানং তারিণীময়ম্॥ ১৫

তদনন্তর ক্রমান্বয়ে ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ জীবাত্মাকে সহস্রারে লইয়া গিয়া পরমশিবের সহিত যুক্ত করিবে। দশ ইন্দ্রিয়, মহাভূত-সকল এবং তাহাদের গুণসমূহ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে প্রকৃতিতত্ত্ব বা প্রকৃতির গুণ বলিয়া জানিবে। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে বীরভাবে আত্মতত্ত্বে যোজনা করিবে। ৮-১১

তৎপর লিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে বামকুক্ষিতে শূন্যে সর্ব্বপাপাত্মক কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে। ১২

মায়াবীজ (হ্রীং) এবং বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা ঐ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে দগ্ধ করিবে। তৎপর বধূবীজ (স্ত্রীং) দ্বারা উত্থিত বায়ু দ্বারা ঐ দগ্ধ পাপপুরুষের ভস্ম উৎসাদন করিবে। ১৩

তৎপর কূর্চ্চ (হূং) বীজোত্থিত অমৃত প্লাবন দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে (দেহকে) প্লাবিত করিবে। তৎপর বুদ্ধিমান সাধক ঐ অমৃতপ্লাবন হইতে সুনির্ম্মল দেবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ স্বীয়দেহ দেবতার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। ১৪

এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া এই বিশ্বকে শূন্যময় চিন্তা করিবে এবং স্বীয় আত্মাকে নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও শুদ্ধ তারিণীময়রূপে চিন্তা করিবে। ১৫

১। পরং ব্রহ্মণিং। ২। মহত্ত্বেন্দ্বানি। ৩। সাদনং। ৪। বুস্থাদ্বি।
৫। ভাবয়েদ্বুধঃ। ৬। শূন্যং। ৭। নির্লেপং।

অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েৎ আকারাদ্রক্তপঙ্কজম্ ।
ভূয়স্তস্যোপরি[১] ধ্যায়েৎ টঙ্কারে[২] শ্বেত-পঙ্কজম্ ॥ ১৬

পুনস্তস্যোপরি ধ্যায়েৎ হূংকারং নীলসন্নিভম্ ।
ততো হূংকারবীজেন কর্ত্রিকাং বীজভূষিতাম্[৩] ।
কূর্চ্চ[৪]পরিগতাং[৫] ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্ ॥ ১৭

যথা—

প্রত্যালীঢ়-পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ[৬] ॥ ১৮

নবযৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্ ।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং[৭] বরপ্রদাম্ ॥ ১৯

খড়্গ-কর্ত্রী[৮]-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াম্ ।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্ ॥ ২০

পিঙ্গোগ্রৈক-[৯] জটাং ধ্যায়েন্মৌলাভূষণভূষিতাম্[১০] ॥ ২১

অতঃপর অন্তরীক্ষে (পূর্ব্বোক্ত মহাশূন্যে) আকার (আ) হইতে উৎপন্ন রক্ত পঙ্কজ এবং তদুপরি টঙ্কার (ট) হইতে উৎপন্ন শ্বেত পঙ্কজ, এবং ঐ শ্বেত পঙ্কজোপরি নীলবর্ণ হূং-বীজ চিন্তা করিবে। ঐ হূং-বীজ দ্বারা কর্ত্রিকা শোভিত এবং ঐ হূং-বীজ মধ্যে সাধক স্বীয় আত্মাকে তারিণীময় চিন্তা করিবে। ১৬-১৭

তারিণী নীলসরস্বতী, প্রত্যালীঢ়পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীমা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটি, নবযৌবনসম্পন্না, পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরপ্রদা, দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে খড়্গ এবং দক্ষিণ অধঃ (নিম্ন) হস্তে কর্ত্রিকাধারিণী, বামোর্দ্ধ হস্তে নরকপাল এবং বাম নিম্নহস্তে উৎপলধারিণী, পিঙ্গলবর্ণা, উগ্রা একজটাকে এইরূপে নানাভূষণ ভূষিতারূপে ধ্যান করিবে। ১৮-২১

১। ভূয়স্তস্যো। ২। টঙ্কারাৎ। ৩। হূংকারবীজে তু কর্ত্তৃকাং বীজপূরিতাম্। ৪। কর্ত্তৃঃ। ৫। পরিগতং। ৬। ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরিস্থিতাং। ৭। মহাভীম। ৮। কর্ত্তৃকা। ৯। পিঙ্গোগ্রৈকা। ১০। ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাং ; ধ্যায়েন্নানাভূষণ-ভূষিতাং।

বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্ ।
জ্বলচ্চিতা-মধ্যমস্থাং[১] ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্ ॥ ২২
সুবেশাং স্মেরবদনাং অলঙ্কার-বিভূষিতাম্[২] ।
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ[৩] শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্ ॥ ২৩
বশ্যাদৌ চ রক্তবর্ণা-মাকৃষ্টে পীতরূপিণীম্ ।
মারণোচ্চাটনে ধূম্রাং কৃষ্ণাং তত্তদপেক্ষণাম্ ॥ ২৪
শ্রবন্তূতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ম্ ।
অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধন্যা-স্ত্রৈশূলস্ত্রাঙ্গ-রূপধৃক্[৪] ॥ ২৫
এবন্তূতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ ভূতশুদ্ধয়ে ॥ ২৬

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে
ভূতশুদ্ধ্যাদিকং নাম চতুর্থঃ পটলঃ ॥৪॥

দেবী বালার্কের (বালসূর্য্য অর্থাৎ অরুণোদয়কালীন সূর্য্যের) ন্যায় মণ্ডলাকার ত্রিনয়নভূষিতা, জ্বলন্ত-চিতামধ্যে সংস্থিতা, ঘোরদংষ্ট্রা, করালিনী, সুবেশা, স্মেরবদনা, নানালঙ্কারভূষিতা এবং জলনিমগ্ন বিশ্বে শ্বেত-পদ্মোপরি অবস্থিতা। ২২-২৩

বশীকরণ-কার্য্যে দেবীকে রক্তবর্ণা, আকর্ষণ-কার্য্যে পীতবর্ণা, উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণা এবং মারণে কৃষ্ণবর্ণা-রূপিণী ধ্যান করিবে। ২৪

এইরূপে বিভিন্নকার্য্যার্থ স্বীয় আত্মাকেও তারিণীময় ভাবনা করিবে। এবং ভূতশুদ্ধির জন্য অক্ষোভ্য (ক্ষোভরহিত হইয়া) দেবীর মস্তক হইতে ত্রিশূলধারী (মহাদেবের) [পাঠান্তরমতে—শীর্ষদেশে তিনটি নাগমূর্তিধারী অক্ষোভ্য (শিব), যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু] তাহার অঙ্গসদৃশ রূপ ধারণকারী—এইরূপ নিজেকে ধ্যান করিবে। ২৫-২৬

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে নীলসরস্বতী-যন্ত্র, পীঠশক্তি, ধ্যান, ভূতশুদ্ধ্যাদি বিবরণ নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

১। মধ্যমংদাং ; মধ্যসংস্থাং ; মধ্যগতাং। ২। স্বাবেশ-স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্। ৩। তোষাভাং। ৪। অক্ষোভ্যঃ সর্বমূর্দ্ধন্যা-স্ত্রিমূর্তির্নাগরূপধৃক্—ইতি বা পাঠঃ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[নিত্যপূজা-নির্ণয়ঃ]

শঙ্কর উবাচ—

পূজাবিধিং ততো বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে।
গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকং তথা ॥ ১
পূজায়িত্বা গৃহং গত্বা ততঃ পূজাং সমাচরেৎ[১]।
ততঃ ষোড়শবর্ষীয়াং[২] নারীমানীয় মন্ত্রবিৎ ॥ ২
যুবতীং মদনোন্মত্তাং সুবেশাং চারুহাসিনীম্।
সদা রতৌ সাভিলাষাং সিন্দুরাঙ্কিত-ভালিকাম্[৩] ॥ ৩
সাধক[৪]-প্রেমসম্পন্নাং বামে সংস্থাপয়েদ্বুধঃ।
তস্যাশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদীন্ কৃত্বা চ মাতৃকাং ন্যসেৎ[৫] ॥ ৪

[পূজাবিধি, তারাষোঢ়া, ষোড়শ উপচার বর্ণন, যোনিমুদ্রা, বীজমুদ্রা; দৈত্যধূমিনী মুদ্রা, তত্ত্বমুদ্রা, লেলিহানমুদ্রা, গুরুক্রম-কথন, দেবগুরু-কথন, নীলসরস্বতী-পরিবার বর্ণন, নৈবেদ্য, অর্চ্চনা, বলিবিধি, জপলক্ষণ, মন্ত্রধ্যান, অঙ্গদেবতার পূজা ও ধ্যান, কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, নির্ব্বাণ]

শঙ্কর কহিলেন—হে কমলাননে ! অনন্তর পূজাবিধি বলিতেছি। শ্রবণ কর। প্রথমে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনীগণ এবং বটুকের পূজা করিবে। তৎপর গৃহে গমন করিয়া নীলসরস্বতীর পূজা আরম্ভ করিবে।

মন্ত্রবিৎ সাধক পূজারম্ভে সাধকের প্রতি প্রেমসম্পন্না, ললাট-দেশে সিন্দুরাঙ্কিত, সর্বদা রতিকামনা-পরায়ণা, চারুহাসিনী, সুবেশা, মদনোন্মত্তা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী আনয়ন করিয়া পূজাস্থানে তাহাকে নিজের বামপার্শ্বে স্থাপন করিবে।

ঐ যুবতীর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া তদ্‌গাত্রে মাতৃকান্যাস করিবে। ১-৪

১। সুমারভেৎ। ২। তন্মধ্যে কর্ণিকায়াং চ। ৩। মস্তকাং।
৪। স্বাবেশ। ৫। কৃত্বা চ সাধকাগ্রণীঃ।

ততশ্চ কারণং দিব্যং সমানীয় ঘটে স্থিতম্ ।
বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ রক্তমাল্যেন ভূষিতম্ ॥ ৫
বামভাগে মহেশানি মণ্ডলং চতুরস্রকম্[১] ।
লোহবর্ণন্তু কলসং তত্রৈব স্থাপয়েদথ ॥ ৬
বিমলে কারণে দেবি তত্রাধারং প্রপূজ্য চ ।
কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলমর্য্যাদা-ভূষিতম্ ॥ ৭
পাত্রস্যাগ্নীশাসুর-বায়ব্য-মধ্যে চ দিক্ষু চ[২] ।
ষড়ঙ্গানি চ বিন্যস্য মূলমন্ত্রং ততো জপেৎ[৩] ॥ ৮
ততশ্চ প্রোক্ষয়েদ্দেবি পূজাদ্রব্যাণি মন্ত্রবিৎ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ ক্রোধবীজেন পার্ব্বতি[৪] ॥ ৯
অক্ষোভ্য ঋষিরেতস্যা বৃহতীশ্ছন্দ ঈরিতম্[৫] ।
নীলা সরস্বতী দেবী ত্রিষু লোকেষু[৬] গোপিতা ॥ ১০

হে মহেশানি ! তৎপর রক্তবস্ত্রবেষ্টিত এবং রক্তমাল্য-বিভূষিত ঘটে দিব্য কারণ (মদ্য) আনয়ন করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ ঐ মদ্যকলস চতুষ্কোণ পূজামণ্ডলের বামভাগে স্থাপন করিবে । ৫-৬

তৎপর কুলপুষ্প, কুলদ্রব্য এবং কুলমর্য্যাদাভূষিত, বিমলমদ্যপূর্ণ কলসকে পূজা করিবে । ৭

মদ্যকলসীর অগ্নি ও ঈশানকোণ এবং নৈঋত ও বায়ুকোণমধ্যে অর্থাৎ মদ্যকলসীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া তৎপর মূলমন্ত্র জপ করিবে । ৮

হে দেবি ! তৎপর মন্ত্রবিৎ সাধক পূজাদ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করিবে । হে পার্ব্বতি ! তৎপর ক্রোধবীজ হূং উচ্চারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে । ৯

ত্রিভুবনে এই গুপ্ত মন্ত্রের অক্ষোভ্য ঋষি, বৃহতী ছন্দ এবং নীলা সরস্বতী দেবী । ১০

১। চতুরষ্টকং । ২। পাত্রস্থোঽগ্নি বসুবহায়ু (য়ু ?) দিঙ্ মধ্যে ষড়ঙ্গকং ।
৩। এবং বিন্যস্য সর্ব্বত্র মূলমন্ত্রং ততো জপেৎ ।
৪। সুন্দরি । ৫। ঈরিতা । ৬। ত্রিলোকেষু চ ।

হূং বীজং মন্ত্রশক্তিশ্চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা[১]।
অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ কুর্য্যাদত্রৈব কেবলম্ ॥ ১১
অত্রোক্ত-[২]মাচরেদত্র নান্যৎ সঞ্চারয়েদ্বুধঃ[৩]।
যথা কালী তথা নীলা তৎক্রমা[৪]-ন্মাতৃকাং ন্যসেৎ ॥ ১২

চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা হূং-বীজ ঐ মন্ত্রের শক্তি। এস্থলে অর্থাৎ এই দেবীর সাধনায় হূং-বীজ দ্বারা কেবলমাত্র অঙ্গন্যাস ও করন্যাস সম্পন্ন করিবে। ১১

তন্ত্রোক্ত বামাচার বিধানে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। বুদ্ধিমান সাধক কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না। যিনি কালী তিনিই নীলসরস্বতী। সুতরাং কালী-পূজার ক্রমানুসারে মাতৃকান্যাস* করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। ১২

১। হূং বীজং মন্ত্রশক্তিঃ স্যাচ্চতুর্বর্গফলপ্রদা।
২। তন্ত্রোক্তং। ৩। সঞ্চারয়েৎ সুধীঃ। ৪। ততস্তু।

* মাতৃকান্যাস যথা—এই মাতৃকান্যাসের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, মাতৃকা সরস্বতী দেবী দেবতা, ব্যঞ্জন বর্ণ ইহার বীজ, স্বরবর্ণ ইহার শক্তি এবং বিসর্গ ইহার কীলক। এইরূপে ঋষিন্যাস করিয়া তৎপর করন্যাস এবং হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস করিবে। (১)—অং আং এই দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী ককারাদি পঞ্চবর্ণ অর্থাৎ প্রথমে অং তৎপর কং খং গং ঘং ঙং এবং তৎপর আং। (২) এইরূপে ইং এবং ঈং এই দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী চকারাদি পঞ্চবর্ণ [যথা—ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং]; (৩) উং এবং ঊং—এই দুই বর্ণের মধ্যে টকারাদি পঞ্চবর্ণ [যথা—উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং]; (৪) এং ও ঐং—এই দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী তকারাদি পঞ্চবর্ণ [যথা—এং তং থং দং ধং নং ঐং]; (৫) ওং, ঔং—এই দুই বর্ণের মধ্যে প-কারাদি পঞ্চবর্ণ [যথা—ওং পং ফং বং ভং মং ঔং]; (৬) অনুস্বার (অং) ও বিসর্গ (অঃ) মধ্যে য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণ [যথা—অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ] করন্যাস ও অঙ্গন্যাস মন্ত্ররূপে কথিত হইয়া থাকে। মাতৃকান্যাস শব্দের অর্থ মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ন্যাস॥

পূর্ব্বোক্ত মাতৃকান্যাসের এক-একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপর যথাক্রমে—

১। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ২। তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ৩। মধ্যমাভ্যাং বষট্। ৪। অনামিকাভ্যাং হূং। ৫। কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ৬। করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—উচ্চারণ করিয়া করন্যাস করিবে।

তৎপর পূর্ব্বোক্ত মাতৃকান্যাসের এক-একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে—

১। হৃদয়ায় নমঃ; ২। শিরসে স্বাহা; ৩। শিখায়ৈ বষট্; ৪। কবচায় হূং; ৫। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ৬। করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্—উচ্চারণ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অখিল[১]-বাক্‌রূপিণীং প্রোচ্য হৃদয়ায় নমো বদেৎ ।
অখণ্ড-বাক্‌রূপিণী[২] দেবী শিরসি বহ্নিবল্লভা ॥ ১৩
ব্রহ্মবাক্‌রূপিণীত্যুক্ত্বা[৩] শিখায়ৈ বষডিত্যপি ।
বিষ্ণুবাক্‌রূপিণীত্যুক্ত্বা[৪] কবচায় হূমুচ্চরেৎ ॥ ১৪
রুদ্রবাক্‌রূপিণীত্যুক্ত্বা নেত্রত্রয়ায় বৌষডিত্যপি ।
সর্ব্ববাক্‌রূপিণীত্যুক্ত্বা অস্ত্রায় ফডিতি স্মরেৎ ॥ ১৫
ষড়্‌দীর্ঘ-যুত-মায়য়া বীজান্তে চ নিযোজয়েৎ[৫] ।
ষড়্‌দীর্ঘেণাদ্যবর্ণেন[৬] ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৬

অখিলবাক্‌রূপিণী হৃদয়ায় নমঃ ।
ব্রহ্মবাক্‌রূপিণী শিখায়ৈ বষট্‌ ।
বিষ্ণুবাক্‌রূপিণী কবচায় হুং ।
রুদ্রবাক্‌রূপিণী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ ।
সর্ব্ববাক্‌রূপিণী অস্ত্রায় ফট্‌ ।—

উক্ত মন্ত্রবাক্যসমূহের সহিত ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজ (অর্থাৎ যথাক্রমে— হ্রাং, হ্রীং হ্রূং, হ্রৈং, হ্রৌং, হ্রঃ) যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে । ১৩-১৬

১। অস্মিন্‌ । ২। বাক্‌রূপিণীভিঃ । ৩। রূপিণী নিত্যা ।
৪। রূপিণীমুক্ত্বা । ৫। স্মরেৎ ষড়দীর্ঘমায়া চ বীজস্তু তানি যোজয়েৎ ।
৬। ষড়দীর্ঘমাদা ।

পাদটীকাধৃত মাতৃকান্যাসের স্পষ্টার্থ (পাদটীকাতে মাতৃকান্যাসের) মাতৃকাবর্ণ দ্বারা করন্যাস :—

১। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ২। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । ৩। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌ ॥ ৪। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং । ৫। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ । ৬। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ ।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস :—

১। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ । ২। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । ৩। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্‌ । ৪। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং । ৫। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ । ৬। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ ।

দেব্যুবাচ—

কুলেশ পরমেশান করুণাময়-বারিধে।
তারাষোঢ়াং ব্রূহি দেব[১] যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ১৭

ঈশ্বর উবাচ—

সাধু পৃষ্টোঽস্মি[২] দেবেশি কথয়ামি বরাননে।
বিদ্যয়া পুটিতাং[৩] কৃত্বা ষড়্‌ধা চ মাতৃকাং ন্যসেৎ ॥ ১৮

দেবী কহিলেন—হে পরমেশান, হে কৃপাসিন্ধু! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তাহা হইলে হে দেব! আপনি আমাকে তারাষোঢ়া বিবৃত করুন। ১৭

সদাশিব কহিলেন—হে দেবেশি! হে বরাননে! তুমি আমাকে সাধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তাহার উত্তর দিতেছি। নীলসরস্বতীর মন্ত্র পুটিত করিয়া ছয়বার মাতৃকান্যাস করিবে। ১৮

১। তারা ষোঢ়া প্রবক্ষ্যে। ২। পৃষ্টোঽসি। ৩। বিদ্যায়াঃ পুটিতীকৃত্বা।

তদনন্তর মাতৃকা সরস্বতীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—মাতৃকা সরস্বতীর মুখ, বাহু, পাদ, কটি ও বক্ষস্থল—পঞ্চাশৎ বর্ণে বিভক্ত। যাঁহার ললাট উজ্জ্বল শশিকলা-শোভিত, যাঁহার পয়োধর-যুগল স্থূল ও উন্নত, যিনি কর-কমল-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে তত্ত্বমুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করেন, আমি সেই শুক্লবর্ণা, ত্রিনয়না বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করিতেছি।

এইরূপে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া তৎপর ষট্‌চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে।

ভ্রূমধ্যস্থিত পদ্মে হ ও ক্ষ এই বর্ণদ্বয় ন্যাস করিবে॥

কণ্ঠস্থিত পদ্মে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ অং অঃ—এই ষোড়শ স্বর, হৃৎপদ্মে ক হইতে ঠ পর্যান্ত বর্ণ, নাভিপদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত বর্ণ, লিঙ্গমূলে [স্বাধিষ্ঠান পদ্মে] ব হইতে ল পর্য্যন্ত বর্ণ, এবং মূলাধারপদ্মে—অন্তঃস্থ ব হইতে স পর্য্যন্ত বর্ণন্যাস করিবে।

এইরূপে অন্তরে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিয়া তৎপর দেহে বহির্দ্দেশে—ললাট, মুখ, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, অধর, ঊর্দ্ধ্বাধ, উভয় দন্তপংক্তি, মস্তক, মুখবিবর, বাহুদ্বয়ের সন্ধি ও অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, স্কন্ধদ্বয়, ককুদ (ঝুঁটি), হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহু, হৃদয় হইতে বাম বাহু, হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদ, হৃদয় হইতে বামপদ, হৃদয় হইতে জঠর এবং তৎপর হৃদয় হইতে মুখ—এই সকল স্থানে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিবে। এইরূপে বর্ণন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। [মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৫ম উঃ ১০৭-১১৮ শ্লোক]

ক্রমোৎ[১]-ক্রমাদ্বরারোহে তারা-যোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা।
যস্ত্বেবং[২] কুরুতে মন্ত্রী স তু তারা ন সংশয়ঃ॥ ১৯
তস্য[৩] লোকে গুরুর্নাস্তি স গুরুঃ সর্ব্বযোগিনাম্[৪]।
মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি ন্যাসশ্চ ব্যাপক-ত্রয়ম্॥ ২০
শিরাদি-পাদ-পর্য্যন্তং পাদাদি-শিরসস্তথা[৫]।
ততো ধ্যায়েচ্চ দেবেশি পূর্ব্বোক্ত-বিধিনা[৬] পুনঃ॥ ২১

দূর্ব্বাক্ষত-রক্তপুষ্পাদি-মিলিত-দিনকর-কিরণারুণ-কুসুমাঞ্জলৌ[৭] মাতৃকাযন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদয়ান্মূলমন্ত্রং[৮] তেজোময়ীং[৯] শুদ্ধজ্ঞান-চৈতন্যরূপাং তাং[১০] ষট্‌চক্র-ভেদক্রমেণ শিরোঽবস্থিত-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গতং পরমশিবং[১১] প্রাপয়িত্বা ক্রিয়া-সমভিব্যাহারেণ তদমৃতা-[১২]ম্বুধৌ

হে বরারোহে! ইহাকেই তারা-যোঢ়া বলা হয়। যে ব্যক্তি এই তারা-যোঢ়া সম্পন্ন করে, সে ব্যক্তি স্বয়ংই তারা—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৯

পৃথিবীতে সে ব্যক্তির গুরু কেহ নাই। সে ব্যক্তিই সমস্ত যোগীদিগের গুরু। হে দেবেশি! মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ২০

মস্তক হইতে পাদদেশ এবং পাদদেশ হইতে শির (মস্তক) পর্য্যন্ত ন্যাসই ব্যাপকন্যাস। হে দেবেশি! তৎপর পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পুনরায় ধ্যান করিবে। ২১

তৎপর দূর্ব্বা-আতপতণ্ডুল-রক্তপুষ্পাদি মিলিত দিনকর-কিরণারুণ কুসুমাঞ্জলিদ্বয় সহ (পাঠান্তর—কুণ্ডলমণ্ডল) মাতৃকাযন্ত্রের ধ্যান করিবে। তৎপর হৃদয় হইতে* শুদ্ধজ্ঞানচৈতন্যরূপা তেজোময়ী মূলমন্ত্রকে ষট্‌চক্রভেদক্রমে শিরস্থিত সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবের সহিত যোজনা করিবে। পরমশিবের সহিত সংযোগ ক্রিয়া সমভিব্যাহারে অমৃতসাগরে (পাঠান্তরানুসারে

১। ক্রমাৎ। ২। যত্ত্বেবং? ৩। অস্য। ৪। সর্ব্বগাগ্রণী।
৫। শিরসামেতি। ৬। বিষয়া। ৭। কুণ্ডলমণ্ডল। ৮। মন্ত্রং।
৯। তেজোময়ী। ১০। তাং—ইতি ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ১১। পরং।
১২। ব্যবহারিণাদমৃতা। *মূলাধার হইতে উত্থাপিত না হইলে ষট্‌চক্রভেদ কিরূপে সম্ভব?

বিশ্রাম্য[১] তদমৃত-[২]লোলীভূতা-[৩]নন্দময়ীং শ্রুবন্[৪] নাসাগ্রপুটেনানীয়[৫] কল্পিতমূর্ত্ত্যা[৬] সমাবাহয়েৎ ॥ ২২

দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ২৩

নীল-[৭]সরস্বতি দেবি ইহাবহ ইত্যঞ্জলিনা স্থাপনম্। ইহ তিষ্ঠস্ব এবাধোমুখ[৮] ইহ সন্নিধেহি ইত্যাবাহ্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং[৯] ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ॥ ২৪ ॥

সংযোগক্রিয়োৎপন্ন অমৃত মধ্যে) বিশ্রাম করিয়া তৎপর ঐ অমৃত দ্রবীভূত হইয়া আনন্দময় স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাহাকে নাসাপুটে আনয়ন করিয়া কল্পিত মূর্ত্তিতে তাঁহাকে আবাহন করিবে। ২২

'দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব। নীলসরস্বতি দেবি ইহাবহ'—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে দেবীকে স্থাপন করিবে। তৎপর "ইহ তিষ্ঠস্ব" এই মন্ত্রে দেবীকে স্বাভিমুখী করিবে।

তৎপর 'ইহ সন্নিধেহি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আবাহন করিয়া, উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা* 'ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ'—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবীকে পূজা গ্রহণার্থ অভিলাষ জ্ঞাপন করিবে। ২৩-২৪

১। বিশ্রম্য। ২। তদমৃতা। ৩। লোলীভূত। ৪। প্রবহত্বাৎ। ৫। নাসাপুটমানীয়। ৬। মূর্ত্তৌ। ৭। শ্রীমন্নীল। ৮। এবাভিমুখ ৯। ইত্যাবাহ্যাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং।

---

* আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন এবং সম্মুখীকরণ কার্য্যে বিভিন্নমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে, আবাহনী, সংস্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী এবং সম্মুখীকরণী মুদ্রা বলা হয়।

ঊর্দ্ধমুখে উভয় হস্তদ্বারা অঞ্জলি বন্ধন করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূলপর্ব্বে তত্তদ্ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঐ অঞ্জলি নিম্নদেশে আনয়ন করিলে, তাহাকে আবাহনী মুদ্রা বলে।

আবাহনী মুদ্রা বন্ধন করিয়া করতলদ্বয় অধোমুখী করিলে সংস্থাপনী মুদ্রা হয়।
উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক সংযোগ করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধমুখ করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়।

আত্মবৎ দেব্যাঃ ষড়ঙ্গানি বিন্যস্যাবগুণ্ঠন-[1]সংবন্ধন-অমৃতীকরণ[2]-পরমীকরণানি কৃত্বা—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা—ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য, মূলবিদ্যান্তে—ওঁ শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ[3] হূং[4] ফট্ স্বাহা-ইত্যনেন পাদ্যাদিভিঃ ষোড়শোপচারৈরর্চ্চয়েৎ ॥ ২৫

শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং[5] প্রতীচ্ছ—ইত্যপি মূলেনাগ্নিপ্রিয়ান্তেন সতারেণ[6] জপেৎ পুনঃ ॥ ২৬

উপচার-মনুঃ প্রোক্তঃ ষোড়শোপচারৈরর্চ্চয়েৎ[7] ৷
সর্ব্বমন্ত্রময়ীং কৃত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২৭

সাধক নিজের যেরূপ ষড়ঙ্গন্যাস সম্পন্ন করিয়াছেন, ঠিক তদ্রূপভাবে দেবীর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেন। তৎপর অবগুণ্ঠনমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক অমৃতীকরণ করিবেন।

তৎপর 'ওঁ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা'—এই মন্ত্রদ্বারা দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

তৎপর 'ওঁ শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ, হূং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদ্যাদি প্রদানে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। ২৫

'শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপর মূলমন্ত্রের প্রথমে প্রণব এবং অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া পুনরায় জপ করিবে। ২৬

এই মন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচারকে অভিমন্ত্রিত এবং সর্বমন্ত্রময় করিয়া দেবতাকে নিবেদনান্তে ঐ ষোড়শোপচার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ২৭

১। গুণ্ঠনং। ২। সংরক্ষণামৃতীকরণপরমকিরণানি।
৩। প্রতীচ্ছেতি। ৪। হূং। ৫। করবীরদ্বয়ং রক্তপুষ্পং
৬। তারেণ। ৭। উপচারমনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বদেতি ন সংশয়ঃ।

ঐ সন্নিধাপানী মুদ্রায়, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্টিমধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ঠ করিলে সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়।

ঐ সন্নিরোধনী মুদ্রাবন্ধন করতঃ মুষ্টিদ্বয় উত্তান (অর্থাৎ চিৎ) করিলে সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়।

অভাবাদ্ বজ্রপুষ্পস্য স্মরণাৎ সফলং[১] প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি উপচারাংশ্চ[২] ষোড়শ ॥ ২৮

পাদ্যার্ঘ্যাচমন-স্নান-বসনাভরণানি চ।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবদ্যাচমনং প্রিয়ে ॥ ২৯

তাম্বূলমর্চ্চনা[৩] স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া-মুপচারান্ বরাননে ॥ ৩০

পুষ্পঞ্চ ত্রিবিধং দেবি শৃণুষ্বাবহিতেঽনঘে।
পুষ্পশ্রেষ্ঠং[৪] রক্তকোকং বন্ধুকং শত-[৫]পত্রকম্ ॥ ৩১

অর্চ্চয়েন্নিয়তং দেবি কালিকারূপিণীং স্বয়ং[৬]।
বক-মন্দার-বজ্রাণি[৭] করবীরাণি[৮] সুব্রতে ॥ ৩২

হে প্রিয়ে! যদি বজ্রপুষ্পের অভাব হয়, তবে ঐ বজ্রপুষ্প স্মরণ করিলেও পূজা সফল হইবে। হে দেবি! অধুনা ষোড়শোপচার কি কি তাহা শ্রবণ কর। ২৮

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বসন, আভরণসমূহ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বূল, স্তোত্র, তর্পণ ও নমস্কার—ইহাই ষোড়শোপচার। হে প্রিয়ে! হে বরাননে! অর্চ্চনাকালে এই সকল উপচার প্রয়োগপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ২৯-৩০

হে দেবি! হে অনঘে! অবহিতচিত্তে ত্রিবিধ পুষ্প-বিবরণ শ্রবণ কর। রক্তকোকনদ, শতপত্র এবং বন্ধুক পুষ্প [বাধুলী ফুল] পুষ্পসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৩১

হে সুব্রতে! কালিকারূপিণী নীলসরস্বতীকে প্রতিদিন এই সকল পুষ্প, বক, মন্দার, বজ্রকুসুম ও রক্তকরবী পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৩২

১। অভাবে রক্তপুষ্পস্য স্মরণাৎ সকলং। ২। উপচারাস্তু। ৩। মর্চ্চনং।
৪। পুষ্পং শ্রেষ্ঠং। ৫। কন্দুকং গত। ৬। বর্ব্বরা-দ্বিতয়ং দেবি কর্ণিকার-দ্বয়ং তথা।
৭। রক্তাশ্চ। ৮। সুগন্ধানি।

মল্লিকাদ্বিতয়ং[1] জাতি[2]-ক্ষৌম[3]-পুষ্পং জয়ন্তিকা[4]।
বিল্বপুষ্পং কুরুবকং মণিপুষ্পঞ্চ কেশরম্ ॥ ৩৩
রাসন্তী-দ্বিতয়ঞ্চৈব কাশপুষ্পং মরুবকম্।
যূথী-শেফালিকা-চূতপুষ্পজাতীয়-সম্ভবৈঃ ॥ ৩৪
সুগন্ধি-শ্বেতলোহিত্য-কুসুমৈরর্চ্চয়েৎ প্রিয়ে।
বিল্বে-মরুবকাদ্যৈশ্চ তুলসীদল-বর্জ্জিতৈঃ[5] ॥ ৩৫
ওড্রপুষ্পৈর্বিশেষেণ বাজপুষ্পেণ মিশ্রিতম্।
শুক্লং[6] রক্তং পদ্মপুষ্পং ভক্তিযুক্তেন সুন্দরি ॥ ৩৬
ন চ দদ্যাচ্চ দেবেশি কথং সিদ্ধতি ভূতলে।
শেফালিকা তু কহ্লারং শরৎকালে প্রশস্যতে ॥ ৩৭
অন্যত্র ন স্পৃশেদ্দেবি প্রায়শ্চিত্তী চ পূজনাৎ।
শৃণু দেবি বরারোহে নৈবেদ্যং যন্মনোহরম্ ॥ ৩৮

মল্লিকা, জাতীপুষ্প, ক্ষৌম [অতসী পুষ্প], জয়ন্তিকা, [হরিদ্রাপুষ্প] বিল্বপুষ্প, কুরুবক [ঝিন্টিপুষ্প, ঝাঁটিফুল], মণিপুষ্প ও কেশর [বকুলফুল] —এই সকল পুষ্প দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। ৩৩

বাসন্তী [নবমল্লিকা], কাশপুষ্প, মরুবক, যূথী, শেফালিকা, চূতপুষ্প, সুগন্ধযুক্তপুষ্প এবং শ্বেতলোহিত মিশ্রিত বর্ণের পুষ্প—ইহারা তৃতীয় পর্য্যায়ভুক্ত পুষ্প। হে প্রিয়ে! এই সকল পুষ্প দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। বিল্ব ও মরুবকাদি পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। তুলসীপত্র সর্বদা বর্জ্জন করিবে। ৩৪-৩৫

হে সুন্দরি! বজ্রকুসুমমিশ্রিত রক্তজবা পূজার্থে বিশেষ প্রশস্ত। বিশুদ্ধ রক্ত কোকনদ (রক্তকমল) অতিশয় প্রশস্ত। হে দেবেশি! ভক্তিভাবে এই সকল উৎকৃষ্ট কুসুম দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা না করিলে, ভূতলে সিদ্ধিলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শরৎকালে পূজার্থে শেফালিকা ও কহ্লার [শ্বেতপদ্ম] প্রশস্ত। ৩৬-৩৭

শরৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শেফালিকা ও শ্বেতপদ্ম দ্বারা পূজা করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তজ্জন্য শরৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শেফালিকা এবং শ্বেতপদ্ম স্পর্শও করিবে না। হে বরারোহে! মনোহর নৈবেদ্যের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৮

১। দ্বিতায়ং। ২। জাতী। ৩। মোক্ষ। ৪। রজন্তিকা।
৫। বর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ। ৬। শুদ্ধ।

দধি ক্ষীরং শুভং চান্নং পায়সং শর্করান্বিতম্ ।
পায়সং ক্ষৌদ্র-মৎস্যঞ্চ[১] নারিকেলং সমোদকম্ ॥ ৩৯
শশকং মেষমাংসঞ্চ আর্দ্রকং সহ-শর্করম্ ।
রম্ভাফলং লড্ডুকঞ্চ ভর্জ্জিতান্নঞ্চ পিষ্টকম্ ॥ ৪০
শোল[২]-মৎস্যঞ্চ পাঠীনং[৩] শকুলং চিঙ্গড়ং তথা ।
মদ্গুরং চেলিষং[৪] নত্যামাংসং মাহিষমেব চ ॥ ৪১
পক্ষিমাংসং তথা ডিম্বং নানাদ্রব্যং মনোহরম্ ।
কৃষ্ণচ্ছাগং মহামাংসং গোধিকাং হরিণং তথা ॥ ৪২
জলজং মৎস্যমাংসঞ্চ শল্লকী[৫]-মাংসমেব চ ।
নানা-ব্যঞ্জন-দুগ্ধানি পিষ্টকানি[৬] মধূনি চ ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি গন্ধাদ্যৈরর্চয়েৎ শিবাম্ ॥ ৪৩
ততশ্চ দর্শয়েদ্দেবি মুদ্রাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্[৭] ।
যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা[৮] দৈত্যধূমিনী ॥ ৪৪
লেলিহানেতি সংগুপ্তাঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
যোনির্ম্মায়া-রমেন্দুঃ[৯] বধূঃ কূর্চ্চং ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥ ৪৫

দধি, দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট অন্ন, শর্করান্বিত অর্থাৎ চিনি সহযোগে রন্ধিত পায়স, মধু, মাংস, নারিকেল, নারিকেলের জল, আর্দ্রক ও শর্করাসংযুক্ত শশকমাংস ও মেষমাংস, কদলীফল, লড্ডুক, ভর্জ্জিতান্ন, পিষ্টক, শোলমাছ, পাঠিনমাছ [বোয়ালমাছ], শকুলমৎস্য [শালমাছ], চিংড়ীমাছ, মাগুরমাছ, ইলিশমাছ, মহিষমাংস, পক্ষীর মাংস, পক্ষীর ডিম্ব, নানাবিধ মনোহর খাদ্য দ্রব্য, কৃষ্ণছাগ-মাংস, মহামাংস, গোধিকামাংস, হরিণমাংস, জলজ মৎস্য ও মাংস, সজারু-মাংস, নানাবিধ ব্যঞ্জন, (পিষ্টক), মধু ও দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ ব্যঞ্জন দ্বারা দেবীকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। হে দেবেশি ! এইক্রমে গন্ধাদির দ্বারা শিবাকে অর্চনা করিবে। ৩৯-৪৩

হে দেবি ! অনন্তর দেবীকে ত্রৈলোক্যমঙ্গল-প্রদায়িনী যোনিমুদ্রা, ভূতিনী-মুদ্রা, বীজমুদ্রা, দৈত্যধূমিনীমুদ্রা ও লেলিহানমুদ্রা—এই পঞ্চ গুপ্তমুদ্রা প্রদর্শন

১। মাঞ্চ। ২। শাল। ৩। পাঠীন। ৪। চেল্লিষং। ৫। শণ্ডকী ; গণ্ডকী। ৬। ব্যঞ্জনানি। ৭। মঙ্গলং। ৮। বীজাখ্যা। ৯। রমেন্দুষ্টঃ ; ধবঃ সেন্দু ; যোনির্মায়াধরঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চং ক্রমাৎ প্রিয়ে।

বীজন্যাস-লক্ষণানি ক্রমেণ কথয়াম্যহং।
পরিবৃত্ত[১]-করৌ স্পৃষ্টৌ তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠা-[২]নামিকে ॥ ৪৬
মধ্যমোর্দ্ধে[৩] কনিষ্ঠে তু তয়োরঙ্গুষ্ঠ-যুগ্মকম্[৪] ॥
এষা ব্রহ্মস্বরূপা হি যোনিমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭
অধোমুখীমিমাং কৃত্বা দর্শয়েদ্বীজমুচ্চরন্।
অস্যাস্তু মধ্যমাঙ্গুল্যৌ[৫] নিপাত্য[৬] স্পৃষ্ঠতস্তয়োঃ ॥ ৪৮
সংস্থাপ্যাঙ্গুষ্ঠকে মুদ্রাং ভূতিনী সা প্রকীর্ত্তিতা।
এষা মুদ্রা মহামুদ্রা তারায়াঃ প্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৯
পরিবৃত্য করৌ স্পৃষ্টৌ[৭] অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-দ্বয়ম্।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিশ্চায়ং[৮] যুগপৎ[৯] কারয়েৎ বুধঃ ॥ ৫০
অধঃ কুনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে চ মধ্যেষু[১০] বিনিযোজয়েৎ।
তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্ব্বাধস্তাদনামিকে*।
মুদ্রেষা কথিতা ভদ্রে বীজাখ্যা জ্ঞানদায়িনী ॥ ৫১

করিবে। মায়াবীজ [হ্রীং], রমাবীজ [শ্রীং], ইন্দুবীজ [দ্রাং], বধূবীজ [স্ত্রীং] ও কূর্চ্চবীজ [হুং] দ্বারা ক্রমান্বয়ে সকল মুদ্রার ন্যাস করিবে। ইহাকে ব্রহ্মস্বরূপা যোনিমুদ্রা বলা হইয়াছে। ক্রমে সকল মুদ্রা কহিতেছি। বীজোচ্চারণ করিয়া যোনিমুদ্রাকে অধোমুখ করতঃ প্রদর্শন করিবে। যোনিমুদ্রাবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় বক্র করিয়া তাহার অগ্রভাগে-অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিবে। এই মুদ্রা ভূতিনীমুদ্রা নামে পরিচিত। এই মহামুদ্রা তারাদেবীর প্রীতিবর্দ্ধনকারিণী। ৪৪-৪৯

দক্ষিণহস্ত বামদিকে এবং বামহস্ত দক্ষিণদিকে স্থাপন করতঃ করপৃষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিবে। তৎপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও তর্জ্জনীদ্বয় এরূপভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিবে, যাহাতে তদ্দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়। তাহার নিম্নভাগে বাম হস্তের মধ্যমা দ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা দ্বারা মধ্যমহস্তের কনিষ্ঠা বদ্ধ করিয়া সর্ব্বনিম্নে অনামিকাদ্বয় বক্র করিয়া রাখিবে। হে ভদ্রে! ইহা বীজমুদ্রা নামে কথিত। এই মুদ্রা জ্ঞানদায়িনী। ৫০-৫১

১। পরিবর্ত্ত-করোস্পাষ্টো। ২। তর্জ্জন্যঙ্গুল্যনামিকে। ৩। মধ্যমোর্দ্ধে। ৪। তয়োঃ কেঙ্গুষ্ঠযুগ্মকং। ৫। অস্যাস্তমধ্যমাঙ্গুল্যো। ৬। নিষ্পাদ্য। ৭। পরিবর্ত্তকরোস্পাষ্টৌ। ৮। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্মানং। ৯। যুগবৎ। ১০। অধঃ কনিষ্ঠাবঙ্গুষ্ঠোনাধমে। * ইয়ং পংক্তিঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

দধি ক্ষীরং শুভং চান্নং পায়সং শর্করান্বিতম্ ।
পায়সং ক্ষৌদ্র-মৎস্যঞ্চ[১] নারিকেলং সমোদকম্ ॥ ৩৯
শশকং মেষমাংসঞ্চ আর্দ্রকং সহ-শর্করম্ ।
রম্ভাফলং লড্ডুকঞ্চ ভর্জ্জিতান্নঞ্চ পিষ্টকম্ ॥ ৪০
শোল[২]-মৎস্যঞ্চ পাঠীনং[৩] শকুলং চিঙ্গড়ং তথা ।
মদ্গুরং চেলিষং[৪] গন্ধান্মাংসং মাহিষমেব চ ॥ ৪১
পক্ষিমাংসং তথা ডিম্বং নানাদ্রব্যং মনোহরম্ ।
কৃষ্ণচ্ছাগং মহামাংসং গোধিকাং হরিণং তথা ॥ ৪২
জলজং মৎস্যমাংসঞ্চ শল্লকী[৫] মাংসমেব চ ।
নানা-ব্যঞ্জন-দুগ্ধানি পিষ্টকানি[৬] মধূনি চ ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি গন্ধাদ্যৈরর্চয়েৎ শিবাম্ ॥ ৪৩
ততশ্চ দর্শয়েদ্দেবি মুদ্রাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্[৭] ।
যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা[৮] দৈত্যধূমিনী ॥ ৪৪
লেলিহানেতি সংগুপ্তাঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
যোনির্ম্মায়া-রমেন্দুঃ[৯] বধূঃ কূর্চ্চং ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥ ৪৫

দধি, দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট অন্ন, শর্করান্বিত অর্থাৎ চিনি সহযোগে রন্ধিত পায়স, মধু, মাংস, নারিকেল, নারিকেলের জল, আর্দ্রক ও শর্করাসংযুক্ত শশকমাংস ও মেষমাংস, কদলীফল, লড্ডুক, ভর্জ্জিতান্ন, পিষ্টক, শোলমাছ, পাঠিনমাছ [বোয়ালমাছ], শকুলমৎস্য [শালমাছ], চিংড়ীমাছ, মাগুরমাছ, ইলিশমাছ, মহিষমাংস, পক্ষীর মাংস, পক্ষীর ডিম্ব, নানাবিধ মনোহর খাদ্য দ্রব্য, কৃষ্ণছাগ-মাংস, মহামাংস, গোধিকামাংস, হরিণমাংস, জলজ মৎস্য ও মাংস, সজারু-মাংস, নানাবিধ ব্যঞ্জন, (পিষ্টক), মধু ও দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ ব্যঞ্জন দ্বারা দেবীকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। হে দেবেশি! এইক্রমে গন্ধাদির দ্বারা শিবাকে অর্চনা করিবে। ৩৯-৪৩

হে দেবি! অনন্তর দেবীকে ত্রৈলোক্যমঙ্গল-প্রদায়িনী যোনিমুদ্রা, ভূতিনী-মুদ্রা, বীজমুদ্রা, দৈত্যধূমিনীমুদ্রা ও লেলিহানমুদ্রা—এই পঞ্চ গুপ্তমুদ্রা প্রদর্শন

১। মাঞ্চ। ২। শাল। ৩। পঠীন। ৪। চেল্লিষং।
৫। শণ্ডকী ; গণ্ডকী। ৬। ব্যঞ্জনানি। ৭। মঙ্গলং। ৮। বীজাখ্য।
৯। রমেন্দুষ্টঃ ; ধবঃ সেন্দু ; যোনির্মায়াধবঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চং ক্রমাৎ প্রিয়ে।

বীজন্যাস-লক্ষণানি ক্রমেণ কথয়াম্যহং ।
পরিবৃত্ত[1]-করৌ স্পৃষ্টৌ তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠা-[2]নামিকে ॥ ৪৬
মধ্যমোর্দ্ধে[3] কনিষ্ঠে তু তয়োরঙ্গুষ্ঠ-যুগ্মকম্[4] ॥
এষা ব্রহ্মস্বরূপা হি যোনিমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭
অধোমুখীমিমাং কৃত্বা দর্শয়েদ্বীজমুচ্চরন্ ।
অস্যাস্তু মধ্যমাঙ্গুল্যৌ[5] নিপাত্য[6] স্পৃষ্ঠতস্তয়োঃ ॥ ৪৮
সংস্থাপ্যাঙ্গুষ্ঠকে মুদ্রাং ভূতিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ।
এষা মুদ্রা মহামুদ্রা তারায়াঃ প্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৯
পরিবৃত্য করৌ স্পৃষ্টৌ[7] অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-দ্বয়ম্ ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিশ্চায়ং[8] যুগপৎ[9] কারয়েৎ বুধঃ ॥ ৫০
অধঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে চ মধ্যেষু[10] বিনিযোজয়েৎ ।
তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্ব্বাধস্তাদনামিকে* ।
মুদ্রেষা কথিতা ভদ্রে বীজাখ্যা জ্ঞানদায়িনী ॥ ৫১

করিবে। মায়াবীজ [হ্রীং], রমাবীজ [শ্রীং], ইন্দুবীজ [দ্রাং], বধূবীজ [স্ত্রীং] ও কূর্চ্চবীজ [হুং] দ্বারা ক্রমান্বয়ে সকল মুদ্রার ন্যাস করিবে। ইহাকে ব্রহ্মস্বরূপা যোনিমুদ্রা বলা হইয়াছে। ক্রমে সকল মুদ্রা কহিতেছি। বীজোচ্চারণ করিয়া যোনিমুদ্রাকে অধোমুখ করতঃ প্রদর্শন করিবে। যোনিমুদ্রাবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় বক্র করিয়া তাহার অগ্রভাগে-অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিবে। এই মুদ্রা ভূতিনীমুদ্রা নামে পরিচিত। এই মহামুদ্রা তারাদেবীর প্রীতিবর্দ্ধনকারিণী। ৪৪-৪৯

দক্ষিণহস্ত বামদিকে এবং বামহস্ত দক্ষিণদিকে স্থাপন করতঃ করপৃষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিবে। তৎপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও তর্জ্জনীদ্বয় এরূপভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিবে, যাহাতে তদ্দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়। তাহার নিম্নভাগে বাম হস্তের মধ্যমা দ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা দ্বারা মধ্যমহস্তের কনিষ্ঠা বদ্ধ করিয়া সর্ব্বনিম্নে অনামিকাদ্বয় বক্র করিয়া রাখিবে। হে ভদ্রে! ইহা বীজমুদ্রা নামে কথিত। এই মুদ্রা জ্ঞানদায়িনী। ৫০-৫১

১। পরিবর্ত্ত-করৌস্যাষ্টৌ। ২। তর্জ্জন্যঙ্গুল্যানামিকে। ৩। মধ্যমোর্দ্ধ।
৪। তয়োঃ কেঙ্গুষ্ঠযুগ্মকং। ৫। অস্যাস্তমধ্যমাঙ্গুল্যো। ৬। নিষ্পাদ্য।
৭। পরিবর্ত্তকরৌস্যাষ্টৌ। ৮। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্মানং। ৯। যুগবৎ।
১০। অধঃ কনিষ্ঠাবঙ্গুষ্ঠৌনাধমে। * ইয়ং পংক্তিঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

পরিবৃত্য[1] করস্তদ্বৎ[2] কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমে।
অনামিকাযুগং চাধস্তর্জ্জনী-যুগলং তথা[3] ॥ ৫২
অন্যোন্যং[4] নিবিড়ং বদ্ধা অঙ্গুষ্ঠানামিকে[5] ততঃ।
তারাপ্রিয়েতি মুদ্রেয়ং কথিতা দৈত্যধূমিনী ॥ ৫৩
অস্যাস্তু বন্ধনান্মন্ত্রী[6] বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্।
বক্ত্রং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ ॥ ৫৪
পার্শ্বস্থ[7]-মুষ্টি[8]-যুগলা লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবী *মুক্তমার্গেণ সুন্দরি ॥ ৫৫
ততঃ সন্তর্পয়েদ্দেবীং* তত্ত্বমুদ্রেতি পার্ব্বতি।
অগ্নীশাসুর-বায়ব্য-মধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্[9]।
ষড়ঙ্গমর্চ্চয়েদ্দেব্যা দেহে বা কেশরেষু চ ॥ ৫৬

বামহস্ত দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে স্থাপন করিয়া করপৃষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করতঃ উভয় কনিষ্ঠা দ্বারা উভয় মধ্যমা আকর্ষণ করিবে। অধোভাগে অনামিকাদ্বয় ও তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া, ঐ অনামিকাদ্বয়কে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে সংযোজিত করিবে। ইহার নাম দৈত্যধূমিনী মুদ্রা। এই মুদ্রা তারাদেবীর অতিশয় প্রিয়। ৫২-৫৩

এই মুদ্রাবন্ধন দ্বারা মন্ত্রসাধক নিশ্চয়ই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। বিস্তৃতভাবে মুখব্যাদন করিয়া জিহ্বাকে অধোদিকে চালিত করিবে এবং দেহের পার্শ্বদ্বয়ে স্থাপন করিবে। এই মুদ্রার নাম লেলিহান মুদ্রা।

হে সুন্দরি! উক্তরূপে মুদ্রাযন্ত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া পূর্ববৎ দেবীর পূজা করিবে। ৫৪-৫৫

হে পার্ব্বতি! অনন্তর তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈঋ'তকোণ এবং বায়ুকোণ মধ্যে দেবীর দেহে অথবা কেশরে ষড়ঙ্গ অর্চনা করিয়া অঙ্গদেবতাসমূহের পূজা করিবে। ৫৬

১। পরিবর্ত্ত্য। ২। করৌ তদ্বৎ। ৩। পৃথক্।
৪। অন্যোন্য। ৫। বদ্ধাঙ্গুষ্ঠানামগ্রকে। ৬। বন্দনান্মন্ত্রী।
৭। পার্শ্বস্থা। ৮। মুষ্টিঃ। * দেবি। ৯। বদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেঽনামিকে।

অস্মিন্নেব সময়ে বর্ণমালাং বিচিন্তয়েৎ।
পীঠস্য বা যদ্ ব্যক্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং প্রপূজয়েৎ* ॥ ৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

মাতর্দেবি মহামায়ে বন্ধমোক্ষ-প্রবর্ত্তিনি।
ইদানীং কথয়িষ্যামি গুরুক্রমমনুত্তমম্ ॥ ৫৮

গুরুক্রমস্তু বহুধা মন্ত্রবিস্তার-গৌরবাৎ।
আত্মানমপি অজ্ঞাত্বা কথং তৎ কথয়ামি তে* ॥ ৫৯

গুরুক্রমমবিজ্ঞায় নষ্টমার্গো ভবিষ্যতি ॥ ৬০

নষ্টমার্গে মন্ত্রবিদ্যে ন তাদৃক্ সিদ্ধিগোচরে।
গুরূণাং শিষ্যভূতানাং নাস্তি চেৎ সন্ততিঃ ক্রমঃ ॥ ৬১

তদা মন্ত্রশ্চ[1] বিদ্যা চ নিষ্ফলা নাত্র সংশয়ঃ।
একোনবিংশ-পুরুষান্ নব-সপ্ত-ত্রয়োঽপি বা ॥ ৬২

এই সময়েই বর্ণমালার চিন্তা করিবে এবং পীঠমধ্যে ব্যক্ত গুরুপংক্তির পূজা করিবে। ৫৭

ঈশ্বর কহিলেন—হে মাতঃ! হে দেবি মহামায়ে! আপনি জীবের বন্ধন ও মোক্ষ প্রবর্ত্তনের কারণ। অধুনা আমি অনুত্তম গুরুক্রম কহিতেছি। ৫৮

মন্ত্রবিস্তার বাহুল্য হেতু গুরুক্রমও বহু। স্বীয় আত্মাকে না জানিলে ঐ গুরুক্রম তোমাকে আমি কি কিরূপে বলিব ? ৫৯

গুরুক্রম না জানিয়া যে ব্যক্তি সাধানায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার আচরিত পন্থা সম্পূর্ণ বিফল হয়। ৬০

নষ্টমার্গে মন্ত্র বা বিদ্যা স্বাভাবিক ফল প্রদান করে না। যে স্থলে গুরুদিগের এবং শিষ্যত্ব গ্রহণকারীদের মধ্যে সন্ততিক্রমের বিদ্যামানতা নাই, সে স্থলে মন্ত্র ও বিদ্যা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গুরু হইতে তিন, সাত, নয় বা একোনবিংশ অধঃস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত গুরুক্রমের বিদ্যমানতা জানিবে। ৬১-৬২

---

* শ্লোকোঽয়ং সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

১। মন্ত্রার্থ।

অজ্ঞাত্বা গুরুবংশঞ্চ[১] শিষ্যশ্চ নষ্ট-সন্ততিঃ।
স্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং শুভাবহম্ ॥ ৬৩
তস্মাদ্ যত্নেন দেবেশি সংক্ষেপাৎ শৃণু তান্ গুরূন্।
অথ তারা-গুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট[২]-ফলপ্রদান্[৩] ॥ ৬৪
ঊর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ।
দিব্যৌঘান্[৪] সিদ্ধিদান্[৫] বৎস সিদ্ধৌঘান্ শৃণুত্বাগ্রতঃ[৬] ॥ ৬৫
বশিষ্ঠঃ কূর্ম্ম-[৭]নাথশ্চ মীন-[৮]নাথো মহেশ্বরঃ।
হরিনাথ-মানবৌঘান্ শৃণু বক্ষ্যামি সদ্‌গুরূন্* ॥ ৬৬
ভবাবতী[৯] ভানুমতী জয়াবিদ্যা মহোদরী।
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ* ॥ ৬৭
বিরূপাক্ষ-দেবহূতী কথিতং তারিণী-কুলম্[১০]।
জনকাদধিকো জ্ঞেয়ো মন্ত্রদশ্চ মহেশ্বরি ॥ ৬৮

গুরুবংশকে না জানিলে শিষ্য নষ্ট-সন্ততি হইয়া থাকে। শুভাবহ গুরুবংশকে স্ববংশ অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধা করিবে। ৬৩

অতএব হে দেবেশি! সংক্ষেপত গুরুসমূহের বিবরণ শ্রবণ কর। অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ তারা-মন্ত্রের গুরু বলিতেছি। ৬৪

হে বৎস! সর্ব্বাগ্রে ঊর্দ্ধকেশ, ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ, বৃষধ্বজ, দিব্যসিদ্ধিদাতৃগণ এবং সিদ্ধগণের বিষয় শ্রবণ কর। ৬৫

বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর, হরিনাথ বা নব সদ্‌গুরুগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৬

ভবাবতী (ভগবতী?), ভানুমতী, জয়া, বিদ্যা, মহোদরী, সুখানন্দ, পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিরূপাক্ষ ও দেবহূতি—ইহারা তারিণীমন্ত্রের গুরুকুল। হে মহেশ্বরি! মন্ত্রদাতা গুরুকে পিতা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিবে। ৬৭-৬৮

১। ন জ্ঞাত্বা গুরু-বংশানাং। ২। দৃষ্টাইষ্ট। ৩। প্রদং।
৪। দিব্যৌঘা। ৫। সিদ্ধিদা। ৬। শৃণু তত্ত্বতঃ।
৭। কূর্চ্চ। ৮। নীল। * ইয়ং পংক্তিঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে।
৯। ভগবতী। * অয়ং শ্লোকঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে।
১০। বিরূপাক্ষ কেরবী চ কথিতং তারিণী-কুলং।

সিদ্ধৌঘান্[১] মানবৌঘাংশ্চ[২] দিব্যৌঘান্ পরমেশ্বরি[৩]।
অক্ষোভ্যঃ সর্ব্বমূর্দ্ধন্য[৪]-স্ত্রিমূর্ত্তি[৫]র্নাগরূপধৃক্ ॥ ৬৯
আনন্দনাথ-শব্দান্তা[৬] গুরবঃ[৭] সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ।
স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চেদ্[৮] অম্বান্তাঃ[৯]পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭০
ততো দেবগুরূন্ বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে।
যেষু যেষু চ মন্ত্রেষু যে যে ঋষিগণাঃ[১০] স্মৃতাঃ ॥ ৭১
এতে তে-গুরুনামানি[১১] গুরুং ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ[১২]।
আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ ॥ ৭২
পরাপর-গুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠি-গুরুস্ত্বহং[১৩]।
গুরুং[১৪] পরগুরুঞ্চৈব কথিতোঽয়ং গুরুক্রমঃ ॥ ৭৩

হে মহেশ্বরি! সিদ্ধৌঘ, মানবৌঘ, ও দিব্যৌঘ মধ্যে শীর্ষদেশে তিনটি নাগমূর্ত্তিধারী অক্ষোভ্য (শিব) সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু। ৬৯

আনন্দনাথ শব্দের পর 'গুরবঃ' (গুরুগণ) শব্দ যোগ করিলে, তাহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। (আনন্দনাথ প্রভৃতি গুরুগণ সর্বসিদ্ধি প্রদানকারী)। স্ত্রীলোক গুরু হইলে তাহার নামের শেষে অম্বা শব্দ যোগ করিবে। ৭০

হে কমলাননে! অনন্তর দেবগুরুগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে-যে মন্ত্রের যে-যে ঋষি উক্ত হইয়াছে, সেই সেই ঋষিই তত্তৎ মন্ত্রের গুরু। ৭১

এইসকল শ্রীগুরুদেবের নাম। গুরুকে তিনবার অর্চ্চনা করিবে (পাঠান্তর মতে—গুরুত্রিতয় অর্থাৎ গুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুকে অর্চনা করিবে)। হে দেবেশি! সকলক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদাতা গুরুকে পরম (শ্রেষ্ঠ) গুরুরূপে অর্চ্চনা করিবে। তুমি (দেবী) পরাপর গুরু এবং আমি (শিব) পরমেষ্টি গুরু, সাধক এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপর গুরু ও পরগুরুকে চিন্তা করিবে। ইহাই গুরুক্রম, তাহা কথিত হইল। ৭২-৭৩

১। সিদ্ধৌঘ। ২। ঘে চ। ৩। দিব্যৌঘে চ মহেশ্বরি।
৪। মূর্দ্ধন্যা। ৫। ত্রমূর্ত্তি। ৬। শব্দাস্তু। ৭। শূরয়ঃ।
৮। গুরুপদ্যেন; গুরুনাশ্চেৎ। ৯। অম্যাষ্টাঃ। ১০। ঋষিগতাঃ।
১১। তত্র বৈ গুরুবাসা বৈ। ১২। গুরুত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ।
১৩। গুরুরহং। ১৪। গুরু।

বামাবর্ত্তক্রমেণৈব[১] পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ।
বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছেতি[২] হূং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রিতঃ[৩] ॥ ৭৪

এতন্মন্ত্রে[৪] নামমাত্রং ভিন্ন[৫]ঞ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অনেন মনুনা দেবি পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭৫

অক্ষোভ্য-বজ্রপুষ্পাদ্যৈস্তারিণীং[৬] মূর্দ্ধ্নি পূজয়েৎ।
ততঃ পূর্ব্বদলে দেবি আরভ্য অঙ্গপূজনম্ ॥ ৭৬

পূজ্যপূজকয়োর্ম্মধ্যে[৭] প্রাচীতি কীর্ত্তয়েৎ প্রিয়ে।
তদ্দক্ষিণং[৮] দক্ষিণং[৯] স্যাত্তুত্তরং[১০] চোত্তরং মতম্[১১] ॥ ৭৭

পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং[১২] সর্ব্বত্রৈবং[১৩] প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৮

বামাবর্ত্তক্রমে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। 'বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ, হূং ফট্ স্বাহা'—এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বজ্রপুষ্প দ্বারা অঙ্গ দেবতার পূজা করিবে। ৭৪

এই মন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গদেবতার নাম পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিয়া প্রত্যেক অঙ্গদেবতাকে পৃথক্‌ভাবে পূজা করিবে। হে দেবি! এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর পরিবারবর্গকেও পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। ৭৫

অক্ষোভ্যকে এবং তারিণীকে বজ্রপুষ্পাদি দ্বারা শীর্ষদেশে পূজা করিবে। হে দেবি! অনন্তর পূর্ব্বদলে অঙ্গদেবতার পূজা আরম্ভ করিবে। ৭৬

পূজ্য ও পূজক মধ্যে যে দিক্, তাহাকে পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া জানিবে। তদ্দক্ষিণ দিক্‌কে দক্ষিণ এবং উহার উত্তর দিক্‌কে উত্তর বলিয়া জানিবে। ৭৭

সাধকের পিছনের দিক্ পশ্চিম দিক্, সর্বত্র এইরূপ জানিয়া সর্ব্বদা পূজা করিবে। ৭৮

১। ক্রমে দেবি। ২। প্রতীচ্ছতি। ৩। হূং ফট্ স্বাহা মনুং ততঃ।
৪। এতন্মন্ত্র। ৫। বিধি। ৬। তারিণীমূর্দ্ধ্নি।
৭। মধ্যং। ৮। তদ্দক্ষিণে। ৯। দক্ষিণ। ১০। স্যাত্তুত্তরাং।
১১। শতং। ১২। পশ্চিমাং দ্বয়ং। ১৩। সর্ব্বত্রৈব।

যথা বৈরোচনং শঙ্খং পাণ্ডবং[১] পদ্মনাভকং।
অসিতাঙ্গং যজেন্মন্ত্রী চতুৰ্দ্দিক্ষু চতুর্দ্দলে[২]।
মাস-কালানকঞ্চৈব[৩] পাণ্ডবং[৪] তারকং[৫] ততঃ।
বহ্ন্যাদিষু চতুষ্কোণে স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৯
এষাং ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
সর্ব্বে ভিন্নাঞ্জনপ্রখ্যাঃ খড়্গকুণ্ডলধারিণী[৬]।
চতুর্ভুজা মদোন্মত্তা ঘূর্ণিতা লোহিতেক্ষণাঃ ॥ ৮০
স্বকুলালিঙ্গনানন্দ-ঘূর্ণিতাশেষ-তামসাঃ[৭]।
প্রাগাদি-দ্বার-চতুষ্কেষু ক্রমেণ পরমেশ্বরি ॥ ৮১
স্ব-স্ব[৮]-বীজং পুরো দত্ত্বা[৯] পদ্মান্তক-যমান্তকৌ[১০]।
বিঘ্নান্তকং[১১] সমভ্যর্চ্চ্য পূজয়েন্নরকান্তকম্ ॥ ৮২
সর্ব্বে বন্ধূকপুষ্পাভাঃ খড়্গশক্তিলসৎকরাঃ।
নাগসূত্রবদ্ধজটাঃ সদা ঘূর্ণিতলোচনাঃ ॥ ৮৩

মন্ত্রসাধক চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্দলে যথাক্রমে বৈরোচন, শঙ্খ, পাণ্ডব, পদ্মনাভ এবং অসিতাঙ্গকে পূজা করিবে। তৎপর অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান কোণে স্ব স্ব মন্ত্রদ্বারা মাস, কালানক, পাণ্ডব এবং তারককে পূজা করিবে। ৭৯

হে কমলাননে! ইহাদিগের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাদের সকলেই ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভ এবং সকলেই খড়্গ ও কুণ্ডলধারিণী (পাঠান্তরের অর্থ—খড়্গ, দণ্ড, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।) ইহারা সকলেই চতুর্ভুজা, মদোন্মত্তা, ঘূর্ণিতা, লোহিতেক্ষণা (লোহিতলোচনা), স্বকুলালিঙ্গনানন্দঘূর্ণিতা (নিজ কুলপতিকে আলিঙ্গনের জন্য আনন্দে উন্মত্তা) এবং অশেষতামসগুণযুক্তা। হে পরমেশ্বরি! পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দ্বারে যথাক্রমে ইহাদের পূজা করিবে। ৮০-৮১

আদিতে 'স্ব-স্ব' বীজ বসাইয়া—পদ্মান্তক, যমান্তক, বিঘ্নান্তক ও নরকান্ত-কে যথাক্রমে পূজা করিবে। ইহারা সকলেই বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্না, খড়্গ ও শক্তি হস্তা, নাগসূত্রবদ্ধ জটাধারিণী ও সদা ঘূর্ণিতলোচনা। ৮২-৮৩

১। পাণ্ডরং (?); পাণ্ডব্যং। ২। দিক্ষ্বন্তশ্চ চতুর্দলে।
৩। নামকং মামকঞ্চৈব ? ৪। পাণ্ডরং ? ৫। তাবকং।
৬। খড়্গাদণ্ডবরাভয়াঃ। ৭। স্বকুলানি কুলানন্দ-চূর্ণিতাশেষভামসাঃ।
৮। স্বং স্বং। ৯। পরোদহা। ১০। জলাযুকৌ। ১১। বিঘ্নাষ্টকং।

বলিবিধিং[১] ততো বক্ষ্যে শৃণু দেবি হরপ্রিয়ে।
স্ববামভাগতশ্চক্রং শক্তিবৃত্তিঞ্চ সংলিখেৎ ॥ ৮৪
তদ্বাহ্যে চতুরস্রঞ্চ বিলিখেৎ সাধকোত্তমঃ।
মায়া-মাধবশক্তিঞ্চ ঙেন্তাং তত্রৈব পূজয়েৎ ॥ ৮৫
দেবপ্রিয়-বলিদ্রব্যৈ-র্ভবিতেহ্বশ্যভাজনে।
তত্রাধারং স্পৃশেদ্বামে[২] পাণিনা তত্ত্বমুদ্রয়া ॥ ৮৬
দত্ত্বা চ বলিং[৩]মন্ত্রেণ সাধকঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখাঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৮৭
একজটে[৪] পদান্তে চ[৫] মহাশব্দমুদীরয়েৎ।
যক্ষাধি-পদমাভাষ্য পতয়ে[৬] পদতো ময়া ॥ ৮৮
উপনীতং[৭] বলিঞ্চোক্ত্বা বলিং গৃহ্নেতি চ দ্বিধা[৮]।
গৃহ্ণার্পয় দ্বিধা প্রোক্ত্বা[৯] মম সর্ব্বপ্রদং ততঃ ॥ ৮৯
শান্তিং কুরু-পদদ্বন্দ্বং পরবিদ্যামনন্তরম্।
দ্বিধাকৃষ্টেতি চ ব্রূয়াৎ ত্রুটচ্ছিন্ধীতি চ দ্বিধা ॥ ৯০
সর্ব্বং জগদ্ বশপদমানয়েতি পদং ততঃ।
মায়য়া স্বাহয়া যুক্তো মন্ত্রো বলিবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯১

হে দেবি হরপ্রিয়ে! অনন্তর বলিবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্রজ্ঞ সাধক স্বীয় বামভাগে শক্তিবৃত্তা চক্র অঙ্কিত করিবে। ৮৪

ঐ বৃত্তের বহির্ভাগে সাধকশ্রেষ্ঠ চতুষ্কোণ চতুর্বাহু ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে মায়া, মাধব ও শক্তিকে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত পদ উচ্চারণ করিয়া বামপার্শ্বে রক্ষিত দেবপ্রিয় বলিদ্রব্যপূর্ণ আধারকে তত্ত্বমুদ্রাযোগে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করতঃ পূজা করিবে। ৮৫-৮৬

মন্ত্রসহযোগে বলি প্রদান করিলে সাধকের সিদ্ধি লাভ হয়। 'ওঁ হ্রীং একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে (পাঠভেদে—মহাযক্ষাদিপতয়ে) ময়া উপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণার্পয় গৃহ্ণার্পয় মম শান্তিং কুরু কুরু, পরবিদ্যাং আকৃষ্ট আকৃষ্ট ত্রুট ত্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি সর্ব্বং জগৎ বশমানয় হ্রীং স্বাহা'। ইহা বলি-

---

১। বলের্বিধিং। ২। স্পৃশেদ্বিদ্বান্। ৩। দেবীপ্রণব, বলিমন্ত্রেণ।
৪। একজটা। ৫। পদান্তেন। ৬। যক্ষাদিপদং ... পাচয়েৎ। ৭। উপনীত।
৮। উপনীতং বলিং গৃহ্নেতি চোচ্চার্য্য চ দ্বিধা। ইতি চ পাঠঃ। ৯। গৃহ্ণ দ্বিধা চোক্ত্বা।

পরসৈন্য-[১]গ্রহারিষ্ট-[২]রোগ-কৃত্যা-নিবারণঃ[৩] ।
জপলক্ষঞ্চ কথিতং শৃণুষ্ব নগনন্দিনি[৪] ॥ ৯২
সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং শতং তদ্ধীনসংখ্যয়া[৫] ।
বিংশত্যা বা জপেন্মন্ত্রং ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ ॥ ৯৩
স্থানস্থা বরদা মন্ত্রাঃ ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ ।
স্থান-ধ্যান-পরিভ্রষ্টাঃ সুসিদ্ধা নৈব পার্ব্বতি[৬] ॥ ৯৪
মন্ত্রধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ধ্যানাৎ সর্ব্বার্থসাধনম্ ।
মন্ত্রধ্যানান্মহেশানি শুদ্ধ্যতে ব্রহ্মহা পুমান্[৭] ॥ ৯৫
মূলচক্রে চ হৃল্লেখাং তড়িৎকোটি-সমপ্রভাম্ ।
স্বাধিষ্ঠানে পীতবর্ণাং দ্বিতীয়ন্তু বিভাবয়েৎ ॥ ৯৬
নাভৌ জীমূতসঙ্কাশং কূর্চ্চ-[৮]বীজং মহাপ্রভম্[৯] ।
অস্ত্রবীজং হৃদি ধ্যায়েৎ কালাগ্নি-সদৃশপ্রভম্[১০] ॥ ৯৭

প্রদান মন্ত্র। এই বাঁস পরসৈন্য, গ্রহারিষ্ট, রোগ ও কৃত্যা-নিবারক। হে নগনন্দিনি! অনন্তর জপ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৮৭-৯২

সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তন্ন্যূন সংখ্যা একশত বা তন্ন্যূন সংখ্যা বিংশতি বার মন্ত্র জপ করিবে। তন্নিম্ন সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে না। ৯৩

হে পার্ব্বতি! মন্ত্র স্থানস্থ ও ধ্যানস্থ হইলে ফলপ্রদ হয়। স্থান ও ধ্যান পরিভ্রষ্ট মন্ত্র কখনও সিদ্ধ হয় না। ৯৪

অনন্তর মন্ত্রধ্যান অর্থাৎ স্থানস্থ ও ধ্যানস্থ মন্ত্র কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি। মন্ত্রধ্যান হইতেই মন্ত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধি দান করে। হে মহেশানি! মন্ত্রধ্যান দ্বারা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও দূরীভূত হয়। ৯৫

মূলাধারচক্রে তড়িৎকোটিসমপ্রভা হ্রীং বীজ এবং স্বাধিষ্ঠানচক্রে পীতবর্ণা হ্রীং বীজ চিন্তা করিবে। ৯৬

নাভিতে (মণিপুরচক্রে) মেঘের ন্যায় মহাপ্রভাযুক্ত হূং বীজ ধ্যান করিবে। হৃদয়ে (অনাহতচক্রে) কালাগ্নিসদৃশপ্রভাযুক্ত ফট্ বীজমন্ত্র ধ্যান করিবে। ৯৭

১। পরদৈন্য। ২। গ্রহাবিষ্টা। ৩। নিরূপকঃ ; নিবারকঃ (?)।
৪। জপং লক্ষঞ্চ শৃণু পর্ব্বতনন্দিনী। ৫। তদ্দিনস্তন্তু বা। ৬। বিধৌ স্মৃতাঃ ; সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ। ৭। ব্রহ্মহাময়ঃ ; ব্রহ্মহায়তঃ।
৮। চক্র। ৯। সমপ্রভাং। ১০। প্রভাং।

মুলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং[১] সর্ব্বাং[২] বিদ্যাং বিভাবয়েৎ।
বিনা ললনয়া দেবি বিনা রুধির-বেদনৈঃ ॥ ৯৮

বিনা দীপক-মন্ত্রেণ অগ্রশূন্যং[৩] ন চার্চ্চয়েৎ।
জিহ্বায়াং ন্যাসনাদ্দেবি মূর্খোঽপি সুকবির্ভবেৎ ॥ ৯৯

মনঃ সংহরণং[৪] শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থ-চিন্তনম্।
অব্যগ্রত্ব-[৫]মনির্বেদো[৬] জপ-সম্পত্তি-হেতবে ॥ ১০০

জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তি-র্বাচিকোপাংশু-মানসৈঃ[৭]।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ[৮] ॥

শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠং প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুক-জপঃ স্মৃতঃ* ॥ ১০১

তৎপর মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ওঁ বীজ চিন্তা করিবে। হে দেবি! ললনা (কুলযুবতী) ব্যতীত, রুধির নিবেদন ব্যতীত এবং দীপক মন্ত্র ব্যতীত কখনও এই শক্তির (নীলসরস্বতীর) অর্চ্চনা করিবে না। হে দেবি! এই মন্ত্র জিহ্বাতে ন্যাস করিলে মূর্খও সুকবি হয়। ৯৮-৯৯

জপ-সম্পত্তিলাভার্থ (সিদ্ধি লাভের জন্য) বহির্জগৎ হইতে মন সংহরণ, শৌচ, মৌনাবলম্বন, মন্ত্রার্থ চিন্তন এবং অব্যগ্র ও অবিচ্ছেদভাবে জপ করিবে। ১০০

অক্ষরের আবৃত্তিকে (বারবার উচ্চারণকে) জপ বলে। জপ তিন প্রকার—যথা বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাক্য দ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া যে জপ, তাহাকে বাচিক জপ কহে। যে জপে ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় এবং ঈষৎ ওষ্ঠ প্রচলিত হয় এবং নিজে কিছু শুনা যায়, তাহাকেই উপাংশু জপ বলে। ১০১

১। রন্ধ্রান্তাং। ২। সর্ব্ব। ৩। অত্র মূলং। ৪। সংহারণং।
৫। অত্যুগ্র। ৬। মণির্ব্বেদঞ্চ। ৭। মানসৌ। ৮। স্মৃতিঃ।
* শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

---

* যে জপ কেবলমাত্র সাধকের নিজের কর্ণগোচর হয় তাহাকে উপাংশু জপ কহে। উপাংশু জপে জিহ্বা সঞ্চালিত হইলেও তাহা সাধক ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর হওয়া সম্ভব নহে।

ধিয়া[১] যদক্ষরশ্রেণীং[২] বর্ণ-স্বর-পদাত্মিকাং[৩]।
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য[৪] মানসঃ[৫] স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ১০২
উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ[৬] স্যাদুপাংশু-র্দশভি-র্গুণৈঃ।
জিহ্বা-জপঃ শতগুণঃ[৭] সহস্রো[৮] মানসঃ[৯] স্মৃতঃ ॥ ১০৩
উপাংশুঃ পুষ্টিকামানাং মানসো বুদ্ধিমিচ্ছতাম্।
বাচিকো মারণে শস্ত-স্ত্রিবিধো জপ ঈরিতঃ ॥ ১০৪
প্রাণায়ামং ত্রিধা কৃত্বা কুল্লুকাং মূৰ্দ্ধ্নি সংজপেৎ।
কুল্লুকাং মূৰ্দ্ধ্নি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০৫
মহাসেতুং বিশুদ্ধাখ্যে নির্ব্বাণং মণিপূরকে[১০]।
মণিপূর্ব্বে তু[১১] নির্ব্বাণং শৃণুষ্ব কমলাননে * ॥ ১০৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

কুল্লুকা কীদৃশী নাথ সেতুর্ব্বা কীদৃশো বদ।
মহাসেতুশ্চ দেবেশ নির্ব্বাণস্তথ কীদৃশঃ ॥ ১০৭

মন্ত্রের অক্ষরসমূহ, বর্ণের স্বর ও ব্যঞ্জনাত্মক পদ অর্থগ্রহণোদ্দেশ্যে মনে মনে উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা হয়, তাহাকে মানস জপ কহে। ১০২

শব্দপ্রকাশক উচ্চজপ (অর্থাৎ বাচিক জপ) অপেক্ষা উপাংশু জপ দশগুণ অধিক ফলপ্রদ। জিহ্বা জপ অর্থাৎ উপাংশু জপ বাচিক জপ অপেক্ষা শতগুণ এবং মানস জপ বাচিক জপ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ফলপ্রদ। ১০৩

পুষ্টিকামনায় উপাংশু জপ, বুদ্ধি লাভেচ্ছায় মানস জপ, মারণকার্য্যে বাচিক জপ প্রশস্ত। ত্রিবিধ জপের, এই প্রয়োগ প্রশস্তি কথিত হইল। ১০৪

তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মস্তকে 'কুল্লুকা' জপ করিবে। মস্তকে কুল্লুকা জপ করিয়া হৃদয়ে 'সেতু' চিন্তা অর্থাৎ জপ করিবে। ১০৫

তৎপর বিশুদ্ধচক্রে মহাসেতু এবং মণিপুরে নির্ব্বাণ জপ করিবে। হে কমলাননে! মণিপূরে নির্ব্বাণ জপ বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০৬

দেবী কহিলেন—হে নাথ! কুল্লুকা কাহাকে বলে, সেতু-ই বা কাহাকে বলে, মহাসেতু ও নির্ব্বাণই বা কিরূপ তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। ১০৭

১। ধ্যায়েৎ; ধারয়ে। ২। শ্রেণী। ৩। পদাত্মিকা। ৪; মুচ্চার্য্য। ৫। মানসং। ৬। উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ। ৭। শতগুণৈঃ। ৮। সহস্রং। ৯। মানসং। ১০। মহাসেতুং বিশুদ্ধাখ্যে মহাকুণ্ডলিনীমধঃ। ১১। মণিপুরে তু।

* ইয়ং পংক্তিঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে।

শ্রীভৈরব উবাচ—

তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহানীল-সরস্বতী।
অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং জপতে[1] যোঽধমঃ প্রিয়ে॥ ১০৮
পঞ্চত্বমাশু লভতে[2] সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রজপেন্মূর্দ্ধ্নি কুল্লুকাম্॥ ১০৯
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব প্রিয়ম্বদে।
যস্যাজ্ঞানেন বিফলং জপ-হোমাদিকং ভবেৎ॥ ১১০
বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
বৈশ্যানাঞ্চ ফডর্ণোঽয়ং মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে॥ ১১১
অজপ্ত্বা হৃদি[3] দেবেশি বিফলঞ্চ[4] জপাদিকম্।
মহাসেতুঞ্চ দেবেশি তারায়াঃ কূর্চ্চবীজকম্॥ ১১২
অথ বক্ষ্যামি নির্ব্বাণং শৃণুষ্বাবহিতেঽনঘে।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকার্ণান্[5] সমুচ্চরেৎ॥ ১১৩

ভৈরব কহিলেন—হে দেবি! তারার কুল্লুকাই মহানীলসরস্বতীর কুল্লুকা। যে অধম মহানীলসরস্বতীর কুল্লুকা না জানিয়া ঐ মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তির অতিশীঘ্র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয় এবং মন্ত্রসিদ্ধিও লাভ হয় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে মূর্দ্ধ্নিদেশে (মস্তকে) কুল্লুকা জপ করিবে। ১০৮-১০৯

হে প্রিয়ম্বদে! অনন্তর সেতু বলিতেছি শ্রবণ কর। সেতু-সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে জপ ও হোমাদি বিফল হয়। ১১০

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সেতু "প্রণব", বৈশ্যের সেতু "ফট্" এবং শূদ্রের সেতু "হ্রীং"। ১১১

হে দেবেশি! হৃদয়ে সেতু জপ না করিলে জপাদি নিষ্ফল হয়। হে দেবেশি! তারার মহাসেতু হইতেছে কূর্চ্চবীজ—হুং। ১১২

হে অনঘে! অনন্তর আমি নির্ব্বাণ-বিষয়ে বলিতেছি। অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তৎপর মাতৃকাবর্ণসমূহ উচ্চারণ

১। জপ্যতে। ২। লভাতে। ৩। অজপ্ত্বাদি চ।
৪। নিষ্ফলং চ। ৫। মাতৃকাদ্যং।

ততশ্চ পরমেশানি মাতৃকার্ণান্ সমুদ্ধরেৎ* ।
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য মূলমেভিঃ পুটীকৃতম্ ।
এবং পুটিতমূলন্তু জপেচ্চ মণিপূরকে ॥ ১১৪
প্রণবাদি প্রণবান্তে মূলং তেনৈব সুন্দরি * ।
এবং নির্ব্বাণমীশানি যো ন জানাতি পামরঃ ।
কল্পকোটিশতেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে[১] ॥ ১১৫
ভক্ষণে দূষিতা জিহ্বা মিথ্যায়া ভাষণেন বৈ ।*
কলহৈর্দূষিতা জিহ্বা নানাদোষেণ দূষিতা ॥ ১১৬
তৎ কথং পামরো লোকো জিহ্বয়া[২] প্রজপেন্মনুম্ ।
সংশোধনমনাচর্য্য ন জপেৎ পামরঃ ক্বচিৎ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে নীলসরস্বতী-পূজা-জপাদি-বিবরণং নাম পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৫ ॥

করিবে। তৎপর পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা এই সমুদয়কে পুটীকৃত করিয়া মণিপুরে তাহা জপ করিবে। ১১৩-১১৪

হে সুন্দরি! মূলমন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব যোগ করিলে নির্ব্বাণ হয়। হে ঈশানি! যে পামর ইহা জ্ঞাত নহে, শতকোটি-কল্পেও তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না। ১১৫

ভক্ষণদোষে এবং মিথ্যাভাষণ দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয়। কলহের দ্বারাও জিহ্বা দূষিত হয় এবং অন্যান্য নানাদোষে জিহ্বা দূষিত হয়। সুতরাং পামর লোক কিরূপে জিহ্বা দ্বারা মন্ত্র জপ করিবে? সুতরাং শোধন না করিয়া কদাপিও মন্ত্র জপ করিবে না। ১১৬-১১৭

শ্রীনীলসরস্বতীতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে নীলসরস্বতী পূজাজপাদি বিবরণ নামক পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

---

* পংক্তিরিয়ং ন সর্বত্র। ১। তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি। ২। জিহ্বাগ্রাং।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

[মুখশোধনং জপসমর্পণঞ্চ]

শ্রীভৈরব উবাচ—

মুখস্য শোধনং দেবি শৃণুষ্বাবহিতো মম *।
আদৌ মায়াং ততঃ কূর্চ্চং পুন-র্মায়াঞ্চ সুন্দরি ॥ ১
মুখং সংশোধয়েদ্দেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ।
ঋষিশ্ছন্দো দেবতা চ বীজং শক্তিশ্চ কীলকম্ ॥ ২
কারয়েদ্ যত্নতো দেবি ততঃ ইষ্টা-[১]দিকং জপেৎ ।
ততস্তু শক্তিতো দেবি জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য স্বাহেতি[২] পদমুচ্চরেৎ ।
মন্ত্রেণানেন দেবেশি বামাধঃ পাণিনা ততঃ ॥ ৪
তেজোময়ং জপং দেবি সমর্প্য ভক্তিযোগতঃ ।
প্রাণায়ামং পুনঃ কৃত্বা তর্পণঞ্চ পুনঃ প্রিয়ে ॥ ৫
বলিপূজাদিকং দেবি নিশায়াং[৩] ক্রিয়তে তদা[৪] ।
তত্তদক্ষয়তাং যাতি তারাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬

[মুখশোধন ও জপসমর্পণ]

হে দেবি ! অনন্তর মুখশোধন বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ।

হে সুন্দরি ! যদি উত্তম সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 'হ্রীং হূং হ্রীং' এই মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মুখশোধন করিবে। তৎপর যত্নপূর্ব্বক ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি ও কীলক নির্দ্ধারণ করিবে এবং তদনন্তর ইষ্টমন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে। তৎপর সমাহিতচিত্তে যথাশক্তি জপ করিবে। ১-৩

হে দেবি ! মন্ত্রের আদিতে প্রণব এবং অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবীর বামাধঃহস্তে ভক্তিপূর্ব্বক তেজোময় জপ সমর্পণ করিবে। হে প্রিয়ে ! অতঃপর প্রাণায়াম করিয়া তৎপর পুনরায় তর্পণ করিবে। ৪-৫

হে দেবি ! তৎপর নিশাকালে পূজা ও বলি প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবে। তারাদেবীর প্রসাদে নিশাকালে পূজা ও বলি অক্ষয় ফল প্রদান করে। ৬

---

* ইয়ং পংক্তিঃ ন সর্বত্র। ১। স্বেষ্টা। ২। গুহ্যাদি। ৩। বিধায়। ৪। যদি।

অৰ্দ্ধরাত্রাৎ পরং যত্ত্ব মুহূর্ত্তদ্বয়মেব চ।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তত্র দত্তং মহাফলম্[১] ॥ ৭
রাত্রৌ পর্য্যটনঞ্চৈব রাত্রৌ চ শক্তিপূজনম্।
ন করোতি কথং দেবি সাধকঃ কৌলিকো ভবেৎ ॥ ৮

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে মুখশোধনং
জপসমর্পণঞ্চ নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধরাত্রির অবসানে দুই মুহূর্ত্তকাল সময়কে মহারাত্রি বলা হয়। ঐ মহারাত্রিতে প্রদত্ত বলি প্রভৃতির ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। ৭

হে দেবি! রাত্রিকালে যদি সাধক পর্য্যটন না করে, এবং রাত্রিকালে যদি শক্তিপূজা না করে, তাহা হইলে সে কিরূপে কৌলিক হইবে। ৮

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে মুখশোধন ও জপসমর্পণ
নামক ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। সা নিশা পরিকীৰ্ত্তিতা।

সপ্তমঃ পটলঃ

[কাম্যবলিঃ নীলসরস্বতীস্তোত্রঞ্চ]

শ্রীভৈরব উবাচ—

অথ কাম্য[১]-বলিং দেবি[২] কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
ছাগন্তু বামতো দদ্যান্-মহিষং পুরতঃ পুনঃ[৩] ॥ ১
দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহ-শোণিতম্।
নাভেরধস্তাদ্[৪] রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ প্রিয়ে ॥ ২
স্বগাত্র-রুধিরং দদ্যান্ন কদাচিত্তু সাধকঃ।
নৌষ্ঠস্য[৫] চিবুকস্যাপি নেত্রানাঞ্চ[৬] তথৈব চ ॥ ৩
কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধ্বং হৃদ্ভাগস্য চ যত্নতঃ।
পার্শ্বয়োশ্চাপি দেবেশি তারায়ৈ চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪
ন চ রোগাদি-দিগ্ধাঙ্গা-ন্নান্যঘাতাচ্চ ভৈরবি।
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে কাংস্যাধারে চ সুন্দরি ॥ ৫

[কাম্যবলি ও নীলসরস্বতীর স্তোত্র]

হে প্রিয়ে! অনন্তর কাম্যবলিবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবীর বামভাগে ছাগ এবং দক্ষিণভাগে মহিষ স্থাপন করিবে। ১

দেবীর দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখভাগে বলিজাত শোণিত প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! বলিপ্রদত্ত প্রাণীর নাভির অধোদেশজাত অথবা পৃষ্ঠদেশজাত-রক্ত, বা বলির গাত্রনিঃসৃত রুধির কখনও দেবীকে প্রদান করিবে না। বলির ওষ্ঠ, চিবুক ও নেত্রদ্বয়জাত শোণিতও দেবীকে প্রদান করিবে না। ১-৩

হে দেবেশি! বলিপ্রদত্ত জীবের কণ্ঠের অধোভাগ এবং নাভির উর্দ্ধদেশ—এতদুভয় মধ্যবর্ত্তীস্থানজাত রক্ত এবং বলির হৃদয় ও পার্শ্বদেশজাত রক্ত তারাকে নিবেদন করিবে। ৪

হে ভৈরবি! রোগাদি প্রপীড়িত বা অঙ্গবৈকল্যযুক্ত অথবা অপরের দ্বারা আহত প্রাণী দেবীর বলির জন্য হনন করিবে না।

হে সুন্দরি! সুবর্ণ, রজত বা কাংস্য পাত্রে বলির রক্ত স্থাপন করিয়া

১। অথাতশ্চ।   ২। বক্ষ্যে।   ৩। দেব্যা মহিষং পুরতঃ স্থিতঃ।
৪। নাভেরধস্তু।   ৫। নোষ্ঠস্য।   ৬। নেত্রিয়াণাং।

নিধায় চ মহাদেব্যৈ দদ্যাত্তু মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
সফলৈস্তোয়-সংযুক্তৈঃ শর্করা-মধু-সৈন্ধবৈঃ ॥ ৬
অক্ষোভ্য রুধিরং দদ্যাৎ কামবীজেন সুন্দরি ।
পদ্মপুষ্পস্য পত্রন্তু যাবদ্ গৃহ্নাতি শোণিতম্ ॥ ৭
তৎপ্রমাণং চতুর্ভাগং রক্তং দদ্যাত্তু সাধকঃ ।
ন কদাচিত্তু দেবেশি অঙ্গচ্ছেদং তথা চরেৎ[১] ॥ ৮
নরস্য তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বদেহ-রুধিরেণ তু ।
বর্ষশতসহস্রাণি[২] তুষ্টা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ৯
সগাত্র-রুধিরং দত্ত্বা মহারাজত্বমাপ্নুয়াৎ ।
যৎ স্বহৃদয়[৩]-সংজাতং[৪] মাংসং মাষ-প্রমাণকম্ ॥ ১০
তিল-মুদগ-প্রমাণং বা দেব্যৈ দদ্যাত্তু সাধকঃ ।
ষন্মাসাভ্যন্তরে তদ্বৎ[৫] কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

মন্ত্রসহযোগে তাহা ফল, জল, শর্করা, মধু ও সৈন্ধব সহযোগে দেবীকে প্রদান করিবে। ৫-৬

হে সুন্দরি! 'ক্লীং'—এই বীজমন্ত্র সহযোগে দেবীকে বলির রুধির নিবেদন করিবে। পদ্মপুষ্পের একটি পত্র যে পরিমাণ রক্ত ধারণ করিতে পারে, তৎসম পরিমাণ বা তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণ শোণিত সাধক দেবীকে নিবেদন করিবে। কিন্তু হে দেবেশি! তদুদ্দেশ্যে কখনও বলির অঙ্গচ্ছেদন করিবে না। অর্থাৎ প্রাণীকে জীবিত রাখিয়া, তাহার অঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক শোণিত গ্রহণ করিবে না। বলিকে সম্পূর্ণরূপে হনন করিয়া তৎপর তাহার শোণিত গ্রহণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিবে—ইহাই এস্থলের প্রকৃত অর্থ। ৮

দেবী চণ্ডিকা নরের স্বদেহরক্তে শতসহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ৯

সাধক দেবীকে স্বীয় গাত্রের রুধির প্রদান করিলে মহারাজত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সাধক দেবীকে স্বীয় বক্ষদেশজাত দুইতোলা পরিমাণ মাংস নিবেদন করে বা একটি তিল বা মুগের পরিমাণ বক্ষদেশজাত মাংস দেবীকে প্রদান করে, সেই সাধক ছয়মাস মধ্যে অভীপ্সিত (অষ্টকাম অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি) লাভ করে। ১০-১১

১। ন কদাচিৎ প্রদদ্যাত্তু মাঙ্গছেদং যথা ভবেৎ। ২। শতবর্ষ-সহস্রাণি।
৩। যস্ত শূদ্রাদয়ো। ৪। জাতং। ৫। তত্তৎ।

[তারিণীস্তবঃ]

অথোচ্যতে মহাদেবি[১] তারিণ্যাস্তবমুত্তম্ ।

ওঁ ঘোররূপে মহারাবে সর্ব্বশত্রু-ভয়ঙ্করি[২] ॥ ১১

ভক্তেভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।

সুরাসুরার্চ্চিতে দেবি সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিতে ॥ ১৩

জাড্য-[৩] পাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।

জটাজূট-সমাযুক্তে লল[৪]জিহ্বে ভয়ঙ্করি[৫] ॥ ১৪

দ্রুতসিদ্ধি[৬]করে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।

সৌম্যরূপে ক্রোধরূপে চণ্ডরূপে নমোঽস্তু তে ॥ ১৫

সৃষ্টিরূপে[৭] নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।

জড়ানাং[৮] জড়তাং হংসি[৯] ভক্তানাং ভক্তবৎসলে ॥ ১৬

মূঢ়তাং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।

হূঁ হুঙ্কারময়ে দেবি বলিহোমপ্রিয়ে নমঃ ॥ ১৭

(তারিণীস্তব)

হে মহাদেবি ! অনন্তর আমি উত্তম তারিণীস্তব বলিতেছি ।

হে দেবি ! হে ঘোররূপে, মহারাবে (ভয়ঙ্কর শব্দকারিণি), সর্ব্বশত্রু-ভয়ঙ্করি, ভক্তগণের বরদাতা আপনি শরণাগত আমাকে ত্রাণ করুন । হে দেবি ! আপনি সুর এবং অসুরগণ দ্বারা অর্চ্চিতা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিতা । আপনি জড়তা হইতে উদ্ভূত পাপহরণকারিণী । শরণাগত আমাকে আপনি ত্রাণ করুন । হে দেবি ! জটাজূটধারিণী লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী ও দ্রুতসিদ্ধিদায়িনী আপনি শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন । হে দেবি ! সৌম্যরূপে, ক্রোধরূপে ও চণ্ডরূপে আপনাকে নমস্কার করি । ১২-১৫

সৃষ্টিরূপে আপনাকে নমস্কার করি । আপনি শরণাগত আমাকে ত্রাণ করুন । আপনি জড়বুদ্ধিগণের জড়তা ও অজ্ঞানতানাশিনী এবং ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্যসম্পন্না । হে দেবি ! আপনি আমার মূঢ়তা অপহরণ করুন ; শরণাগত আমাকে পরিত্রাণ করুন । "হূং" বীজ হুঙ্কারময়ী, বলি ও হোমপ্রিয়া দেবী আপনাকে নমস্কার । ১৬-১৭

---

১ । মহেশানি । ২ । ক্ষয়ঙ্করি । ৩ । বদ্‌যৎ । ৪ । লোল । ৫ । করালিনি । ৬ । দ্রুতবুদ্ধি । ৭ । পুষ্টিরূপে । ৮ । জগতাং । ৯ । ধ্বংসি ?

উগ্রতারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।
বুদ্ধিং দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেহি মে ॥ ১৮
মূকত্বং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।
ইন্দ্রাদি-দিবিসদ্বৃন্দ-[১]বন্দিতে করুণাময়ি ।
তারে তারাধিনাথাস্যে ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ১৯
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
ষণ্মাসে সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ২১
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্ক-ব্যাকরণাদিকাম্ ।
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু সততং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২২
তস্য শত্রুঃ ক্ষয়ং যাতি মহাপ্রজ্ঞা চ জায়তে ।
পীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জাতিবাদে তথা ভয়ে ॥ ২৩ ।
পীঠে বা যদি বা গ্রামে দানে জপ্যে[২] তথাভয়ে ।
যঃ ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

হে উগ্রতারে ! আপনাকে নমস্কার। আপনি শরণাগত আমাকে ত্রাণ করুন। আপনি আমাকে বুদ্ধি, যশ ও কবিত্ব প্রদান করুন। ১৮

হে দেবি ! আপনি আমার মূকত্ব হরণ করুন এবং শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। হে করুণাময়ি তারা ! আপনি স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ-বন্দিতা ও করুণাময়ী। হে তারে। তারাধিনাথে !, শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। ১৯

যে ব্যক্তি অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি ছয়মাস মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে। ইহাতে বিচার নিষ্প্রয়োজন। ২০

যে ব্যক্তি সতত ভক্তিতৎপর হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি-মোক্ষার্থী হইলে মোক্ষ, ধনার্থী হইলে ধন এবং বিদ্যার্থী হইলে তর্ক-ব্যাকরণাদি বিদ্যা লাভ করে। ২১-২২

তাহার শত্রুকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সে ব্যক্তি মহাপ্রজ্ঞা লাভ করে।

পীড়াকালে, সংগ্রামে, জাতিগত বিবাদে বা ভয় উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি পীঠস্থানে, গ্রামে বা দানে (পাঠান্তরের অর্থ—যানে অর্থাৎ গমনের সময়) এই মন্ত্রজপ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করে। ২৩-২৪

১। দেববৃন্দেশ।   ২। পাঠয়েদ্বাপি সংগ্রামে যানে জপেৎ।

স্তবেনানেন দেবেশি প্রণমেদ্ ভক্তিভাবতঃ।
যোনিমুদ্রাং দর্শয়িত্বা[১] বরপ্রার্থনমেব চ ॥ ২৫

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে কাম্যবলিঃ
তারিণীস্তবশ্চ নাম সপ্তমঃ পটলঃ ॥ ৭ ॥

হে দেবেশি! এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে তারাদেবীকে প্রণাম করিবে। তৎপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ বর প্রার্থনা করিবে। ২৫

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে কাম্য বলি ও তারিণীস্তব নামক
সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। চ সন্দর্শ্য।

অষ্টমঃ পটলঃ

[আত্মসমর্পণাদিকম্]

ভৈরব উবাচ—

আত্মসমর্পণং দেবি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
ইতঃ পূর্ব্বমিতি প্রোচ্য[1] প্রাণবুদ্ধীতি চোচ্চরেৎ[2] ॥ ১
দেহধর্ম্মাধি[3]পদতঃ কারতঃ পদমুচ্চরেৎ।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাস্বিতি বদেত্ততঃ ॥ ২
ততশ্চ মনসা বাচা কর্ম্মণেতি সমুচ্চরেৎ।
হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাঞ্চ উদরেণেতি চোচ্চরেৎ[4] ॥ ৩
শিশ্না যৎকৃত[5]মিত্যেতৎ যদুক্তং যৎ কৃতং তথা।
সর্ব্বমিত্যপি ত-ব্রহ্মার্পণমস্ত্বগ্নিবল্লভা ॥ ৪
প্রণবং মাং মদীয়ঞ্চ[6] সকলং সাধ্যদেবতাং।
ঙেন্তাং সমর্পিতাং তারং তৎ সদাত্মার্পণং মম[7] ॥ ৫

[আত্মসমর্পণ, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, পঞ্চাঙ্গ—যথা নির্ম্মাল্যগ্রহণ, নৈবেদ্য-ভক্ষণ, অভিবন্দন, অর্ঘ্যামৃত পান, পুষ্পনিক্ষেপ, তিলকধারণ।]

ভৈরব কহিলেন—হে দেবি! হে বরবর্ণিনি! আত্মসমর্পণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা।
হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাং চ উদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং
যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিত্যপি তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা।

অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় মন বাক্য কর্ম্ম দ্বারা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যাহা যাহা করিয়াছি বা বলিয়াছি তৎসমুদয় ব্রহ্মে অর্পিত হউক স্বাহা। এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাধক তাহার সমস্ত বাক্য, কার্য্য ও চিন্তা ব্রহ্মে অর্পণ করিবে। ১-৪

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইষ্টদেবতা ও আত্মার অভিন্নতা চিন্তা করিয়া সমস্ত ফল আত্মাকে অর্পণ করিবে।

ওঁ মাং মদীয়ঞ্চ সকলং অমুকদেবতায়াং
সমর্পিতাং ওঁ তৎসৎ আত্মার্পণং মম।

অমুকদেবতায়াং স্থলে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ইষ্ট দেবতা বা দেবীর নাম বলিবে। ৫

১। প্রোক্তা। ২। প্রাণবুদ্ধিশ্চ চোদ্ধরেৎ। ৩। ধর্ম্মধি; কর্ম্মাধি। ৪। তথা চোদরং সংস্মরেৎ। ৫। যৎ স্মৃতমিত্যেতৎ। ৬। প্রণবঞ্চ মদীয়ং মাং। ৭। মনুং।

ওঁ তৎসদিতি সমস্তং ফলং ফলস্য নিত্যতা।
এবং কৃত্বা তু দেবেশি ব্রহ্মার্পণং সমর্পয়েৎ * ॥ ৬
প্রণামঞ্চ ততো দেব্যৈ[১] বিশেষেণ ময়োচ্যতে।
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ॥ ৭
বচসা মনসা চৈব[২] প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।
প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ[৩] পুনঃ ॥ ৮
দক্ষিণং[৪] দর্শয়েৎ পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণং[৫]।
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ তারায়াশ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবৌঘ-তুষ্টিদঃ।
একং চণ্ড্যাং[৬] রবৌ[৭] সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে ॥ ১০
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাচ্ছিবে চার্দ্ধ-প্রদক্ষিণম্।
অষ্টোত্তর-শতং যস্তু তারায়াস্তু[৮] প্রদক্ষিণম্ ॥ ১১

ওঁ তৎ সৎ—ইহা সমস্ত ফলের নিত্যতা নির্দ্দেশক। (পাঠান্তর মতে—অনিত্যতা-নির্দ্দেশক)। হে দেবেশি! এইরূপে সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করিবে। ৬

তৎপর দেবীকে প্রণাম করিবে। ঐ প্রণামপদ্ধতি আমি বিশেষভাবে তোমাকে বলিতেছি।

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, শির, দৃষ্টি, বাক্য ও মন দ্বারা যুগপৎ প্রণামকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলা হয়। তৎপর দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিয়া পুনরায় নম্রভাবে আনতশিরে দেবীকে প্রণাম করিবে। ৭-৮

তৎপর দেবীর দক্ষিণপার্শ্ব অবলোকন করতঃ মনে মনে দেবীকে দক্ষিণ হইতে বামদিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিবে। ইহাই তারাদেবীকে প্রদক্ষিণের নিয়ম। ৯

এই নিয়মে প্রদক্ষিণ করিলে তাহা সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ তুষ্টিকর বলিয়া জানিবে।

চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, বিনায়ককে দশবার, কেশবকে চারিবার এবং শিবকে দুইবার (মতান্তরে—অর্দ্ধবার) প্রদক্ষিণ করিবে। তারাকে অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণ করিবে। ১০-১১

---

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ফলস্যানিত্যতা ইতি পাঠান্তরম্।

১। দেবি। ২। চেতি। ৩। শিরঃ। ৪। দক্ষিণে।
৫। দক্ষিণে। ৬। চণ্ড্যা। ৭। রবেঃ। ৮। তারায়াশ্চ।

সর্ব্বান্[1] কামানবাপ্নোতি পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা ॥ ১২
পঞ্চাঙ্গকং[2] প্রণামঞ্চ শৃণু দেবি হরপ্রিয়ে।
হৃদয়ে চ বহির্দেবীং সমর্প্য বিধিবত্ততঃ ॥ ১৩
নির্ম্মাল্যং বৈ শুচৌ দেশে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েত্ততঃ *।
অভিবন্দনমাচর্য্য অর্ঘ্যামৃতং পিবেত্ততঃ ॥ ১৪
ন্যুব্জীকৃত্য স্বয়ং পাত্রং তত্র পুষ্পং বিনিক্ষিপেৎ।
কনিষ্ঠ-সব্যহস্তস্য তিলকং কারয়েত্ততঃ * ॥ ১৫
যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং[3] যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥ ১৬
মন্ত্রেণানেন দেবেশি তিলকং রক্তলেপনৈঃ[4]।
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুহ্যদেশে যন্ত্র-লেপন্তু কারয়েৎ[5] ॥ ১৭

ইহা দ্বারা সাধকের সমস্ত কামনা সিদ্ধ এবং তদনন্তর মোক্ষ লাভ হয়।

হে দেবি! হে হরপ্রিয়ে! বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, শির, বাক্য ও মনদ্বারা যুগপৎ যে কার্য্য সাধন করা যায়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কার্য্য কহে।

হৃদয়ে এবং হৃদয়ের বহির্ভাগে দেবীকে সমস্ত জপাদি ফল অর্পণ করিয়া শুচিস্থানে অবস্থান করত দেবীর নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে এবং তৎপর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে। তৎপর দেবীকে বন্দনা করিয়া অর্ঘ্যামৃত পান করিবে। ১২-১৪

বলিরক্ত গৃহীত পাত্রকে কাৎ করিয়া তন্মধ্যে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ঐ পাত্র হইতে বলি-শোণিত গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিবে। ১৫

তিলক গ্রহণ কালে নিম্নোক্ত বাক্যোচ্চারণ করিবে—

যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥

যাহাকে আমি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিব, যাহাকে আমি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিব, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও আমার দাস হউক। হে দেবেশি! এই মন্ত্র দ্বারা রক্তলেপন করতঃ তিলক করিবে। তৎপর ব্রহ্মরন্ধ্রে ও গুহ্যদেশে ঐ বলি-রক্ত লেপন করিবে। ১৫-১৭

১। সর্ব্ব। ২। পঞ্চাঙ্গঞ্চ। * ইয়ং পঙ্‌ক্তিঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ৩। বশ্যতাং। ৪। কুর্য্যাদ্রক্তানুলেপনং। ৫। গুপ্তদেশে মন্ত্রলেপন্তু ধারয়েৎ।

নাস্তিকেভ্যো ন পশুভ্যো ন মূর্খেভ্যোঽপি বা দ্বিজে।
কুলীনায় চ দাতব্যমথবা কুলমধ্যতঃ[১] ॥ ১৮
ততঃ সোঽহমিতি ধ্যাত্বা বৈষ্ণবাচার-তৎপরঃ।
হরিনাম্নায়তে ভাবভাবার্থং বিচরেত্ততঃ ॥১৯
চৌরবদ্বিচরেদেকঃ সদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ[২]।
দেবী-বিসর্জ্জনান্তরং পানাদিকং সমাচরেৎ[৩] ॥ ২০

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে আত্মসমর্পণ-
তিলকধারণাদি নাম অষ্টমঃ পটলঃ ॥ ৮ ॥

নাস্তিক, পশু, মূর্খকে বা কৌল না হইলে দ্বিজকেও এই বিদ্যা প্রদান করিবে না। কেবলমাত্র কুলীনকে (কুলাচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে) এবং কুল-মধ্যগত ব্যক্তিকে এই বিদ্যা দান করিবে। ১৮

তৎপর 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যানপরায়ণ হইবে। তৎপর বৈষ্ণবাচারতৎপর হইয়া এবং হরিনামপরায়ণ ভাবাবলম্বন করিয়া বিচরণ করিবে। ১৯

তস্করের ন্যায় সর্ব্বসঙ্গত্যাগী হইয়া একাকী আসক্তিহীনচিত্তে বিচরণ করিবে। তৎপর দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া মদ্যাদি পান করিবে ॥ ২০

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে আত্মসমর্পণ এবং তিলক
ধারণাদি নামক অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

১। কুলীনায় প্রদাতব্যং যদ্ যদ্ দেব্যৈ নিবেদয়েৎ। ২। বিবর্জ্জিতে।
৩। দেবী-বিসর্জ্জনাৎ বীরঃ কারয়েন্মদ্যপানকং।

নবমঃ পটলঃ

[মদ্যপানবিধিঃ]

ভৈরব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি পানস্য বিধিমুত্তমাম্ ।
পানন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্য-বীর-পশু-ক্রমাৎ[১] * ॥ ১

দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরং বীরাসনং স্থিতং[২] ।
তৃতীয়ন্তু পশোঃ পানং[৩] পাপকৃৎ শোকমোহকৃৎ[৪] ॥ ২

অসংস্কৃতং বৃথাপানং সংস্কৃতং ভৈরবঃ স্বয়ম্ ।
চক্রপূজাবিধৌ পানং সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্ * ॥ ৩

অসংস্কৃতং পশোঃ পানং কলহোদ্বেগকারণম্ ।
সংস্কৃতং[৫] সিদ্ধিজনকং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৪

[মদ্যপান-বিধি]

ভৈরব কহিলেন—হে মহেশানি। অনন্তর আমি উত্তম পানবিধি বলিতেছি। দিব্যভাব, বীরভাব এবং পশুভাব অনুযায়ী পানও ত্রিবিধ। ১

পূজাকালে দেবীর সম্মুখে যে মদ্য পান তাহাকে দিব্যপান, সাধনাকালে বীরাসনে অবস্থানপূর্ব্বক যে মদ্য পান তাহাকে বীরপান বলা হয় এবং এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে মদ্যপানকে পশুপান কহে। পশুপান পাপজনক এবং শোকমোহকর। ২

অসংস্কৃত সুরাপানকে বৃথাপান বলা হয়। কিন্তু সংস্কৃত সুরাপান দ্বারা সাধক স্বয়ং ভৈরবতুল্য হইয়া থাকেন। চক্রমধ্যে পূজাবিধি অনুসারে সুরা পান করিলে তাহা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক হইয়া থাকে। ৩

অসংস্কৃত সুরাপানকে পশুপান বলা হয়। পশুপান কলহ ও উদ্বেগের কারণ। সংস্কৃত-সুরাপান সিদ্ধিদায়ক ও মহাপাতক-নাশক। ৪

১। ক্রমং। * শ্লোকোঽয়ং সর্ব্বত্র ন দৃশ্যতে।
২। ধ্যায়েৎ বীরমাসনসংস্থিতং। বীরমেকান্ত-বাসিনী।
৩। পশুপানং। ৪। কলহোদ্বেগকারণং। ৫। সঙ্গতং।

মন্ত্রাণাং স্ফুরণং তেন মহাপুণ্যকরং শুভং[১] ।
আয়ুঃ শ্রীঃ কান্তিসৌভাগ্যং জ্ঞেয়ং[২] সংস্কৃত-পানতঃ ॥ ৫

দেবার্চ্চনাবশিষ্টং যৎ সলিলং[৩] শঙ্খমধ্যগম্[৪] ।
মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যা-শতং তেন ব্যপোহতি ॥ ৬

নৈবেদ্যঞ্চৈব তারায়াঃ কৌলিকায়[৫] নিবেদয়েৎ ।
স্ত্রীভ্যো দদ্যাদ্বরারোহে তদক্ষয়মুপালভেৎ ॥ ৭

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে পানবিধি-
নৈবেদ্যগ্রহণং নাম নবমঃ পটলঃ ॥ ৯ ॥

সংস্কৃত সুরা সেবনে মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়। তজ্জন্য সংস্কৃত সুরা পান মহাপুণ্যকর ও কল্যণদায়ক। সংস্কৃত সুরাপান দ্বারা আয়ু, শ্রী, কান্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। ৫

দেবীর অর্চ্চনার পর শঙ্খমধ্যগত যে পবিত্র সলিল (সুরা) অবশিষ্ট থাকে, তাহা পান করিলে মানুষ শত ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপ হইতেও নিষ্কৃতি (অব্যাহতি) লাভ করে। ৬

তারাপূজায় প্রদত্ত নৈবেদ্যসমূহ কৌলিক সাধকদিগকে প্রদান করিবে। ঐ নৈবেদ্য নারীদিগকে প্রদান করিলে, অক্ষয় ফললাভ হয়। ৭

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে পানবিধি ও নৈবেদ্যগ্রহণ
নামক নবম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। মহাপাতকনাশনং। ২। জ্ঞানং। ৩। দেব্যার্চ্চনাবশিষ্টং যৎ শালিলং। ৪। মধ্যমং। ৫। কৌলিকায়ৈ।

দশমঃ পটলঃ

[দীক্ষা-প্রকরণম্]

ভৈরব উবাচ—

দীক্ষাবিধিং[১] প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
যয়া বিনা নাধিকারস্তন্ত্রে মন্ত্রেঽপি চ ক্বচিৎ ॥ ১

দীক্ষামূলং জগৎ সর্ব্বং দীক্ষা হি পরমং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্ ॥ ২

অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাত্তু তান্ত্রিকাৎ[২] ॥ ৩

কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানাজ্ঞানঞ্চ যৎ কৃতম্[৩]।
দীক্ষা-গ্রহণমাত্রেণ পলায়ন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৪

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্বর্ণ-স্তেয়াদি-পাতকম্।
উপপাতক-লক্ষাণি[৪] হন্তি দীক্ষা গ্রহান্বিতা[৫] ॥ ৫

[দীক্ষাবিধি, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ, দীক্ষাকাল, দীক্ষাস্থান, দক্ষিণা]

ভৈরব কহিলেন—হে কমলাননে! যাহা ভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র সাধনায় কখনও কোন অধিকার জন্মে না, সেই দীক্ষাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

জগতের মূল দীক্ষা; দীক্ষাই পরম তপ। যে কোন আশ্রমেই বাস কর না কেন, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তৎপর সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ২

অদীক্ষিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর রৌরব নরকে গমন করে। সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তান্ত্রিক হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ৩

দীক্ষা-গ্রহণমাত্রই জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত কোটি জন্মার্জ্জিত পাপও দূরীভূত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৪

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণাপহরণ প্রভৃতি পাপ এবং লক্ষ উপপাতকও দীক্ষা-গ্রহণে দূরীভূত হয়। ৫

১। অথ দীক্ষাং ২। কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকীম্। ৩। জ্ঞানাজ্ঞান-কৃতঞ্চরেৎ।
৪। উপপতি-কলঙ্কানি। ৫। গ্রহাৎপরঃ।

কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্ণাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তর-সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে ॥ ৬

গুরোর্ম্মুখান্মহাবিদ্যাং গৃহ্ণীয়াৎ পাপহারিণীম্।
অথোচ্যতে মহাদেবি লক্ষণং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ৭

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ ক্ষীয়তে পাপ-সঞ্চয়ঃ[১]।
ততো দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা[২] শৃণু দেবি প্রিয়ম্বদে ॥ ৮

তত্ত্বজ্ঞো মন্ত্রতন্ত্রাণাং কর্ম্মবেত্তা[৩] রহস্যবিৎ।
পুরশ্চরণকৃৎ সিদ্ধো মন্ত্রসিদ্ধি-প্রয়োগকৃৎ[৪] ॥ ৯

দাতা দান্তঃ শান্তমনা নিতান্তঃ শান্ত-মানসঃ।
অধ্যাত্মবিৎ[৫] ব্রহ্মচারী কৌলো গুরুরিহোচ্যতে ॥ ১০

কুলনাথং পরিত্যজ্য যে শাক্তাঃ পশুসেবিনঃ।
তেষাং দীক্ষা চ যোগশ্চ অভিচারায় কল্পতে ॥ ১১

গ্রন্থমধ্যে মন্ত্র দেখিয়া যে অদীক্ষিত নরাধম তাহা গ্রহণ করে, সহস্র মন্বন্তরেও সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে না। ৬

কেবলমাত্র গুরুমুখ হইতে পাপহারিণী মহাবিদ্যা গ্রহণ করিবে। হে মহাদেবি! অনন্তর গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ বলিতেছি। ৭

দিব্যজ্ঞান প্রদানের ফলে সঞ্চিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য দীক্ষাবিধান বলিতেছি, হে প্রিয়ম্বদে! শ্রবণ কর। ৮

যিনি মন্ত্রতন্ত্রসমূহে তত্ত্বজ্ঞ, যিনি তান্ত্রিক কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ এবং ঐ সকল বিষয়ের রহস্য অর্থাৎ গুপ্তসাধন তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, সিদ্ধি পুরশ্চরণ কার্য্যে সিদ্ধ, যিনি মন্ত্রসিদ্ধ এবং যিনি তৎসমুদয়ের প্রয়োগবিষয়ে জ্ঞানবান্, দাতা, শান্ত, দান্ত, সমাহিতচিত্ত, অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিৎ ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, তাহাকে কৌলগুরু বলা হয়। ৯-১০

কৌলগুরু পরিত্যাগ করিয়া যে সকল শাক্ত পশুগুরু গ্রহণ করে, তাহাদের দীক্ষা ও যোগ অভিচার কার্য্যে পর্য্যবসর্তি হয়। ১১

১। সঞ্চয়ং। ২। সা প্রোক্তা। ৩। অজ্ঞাত্বা...কর্ম্মকর্ত্তা। ৪। প্রিয়োমহৎ। ৫। অধ্যাত্মাকৃদ্।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ।
কুলীনঃ সর্ব্ববিদ্যানামধিকারীতি গীয়তে[১] ॥ ১২
দীক্ষাগুরুঃ স এব স্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রস্য[২] নাপরঃ।
বিষ্ণু বিষ্ণুমতস্থানাং সৌরঃ[৩] সৌরবিদাং মতঃ ॥ ১৩
গাণপত্যস্তু দেবেশি গণদীক্ষা প্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ[৪] শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষা-স্বামী ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রো গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা[৫]।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥ ১৫
ধর্ম্মমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ ক্রিয়া[৬]।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং তস্মাদাদৌ গুরুং যজেৎ ॥ ১৬
সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বস্থঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরো মনঃ[৭]।
স্থিরনম্রশ্চ প্রশান্তঃ[৮] প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ[৯] ॥ ১৭
আস্তিকো[১০] দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরুমন্ত্রে চ দৈবতে[১১]।
এবং শিষ্যং গুরুঃ কুর্য্যাদিতরো দুঃখদায়কঃ ॥ ১৮

সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে কৌলগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যিনি কুলীন অর্থাৎ কৌল, তাহাকে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী বলা হয়। ১২

ঐরূপ কৌলগুরুই সর্ব্বমন্ত্রের দীক্ষাগুরু এবং অন্য কেহ গুরুপদ বাচ্য নহে। বিষ্ণুর সাধক বিষ্ণুমন্ত্রে, সূর্য্যসাধক সৌরমন্ত্রে, গণপতির উপাসক গাণপত্য মন্ত্রে দীক্ষা প্রদানকারী হন। কিন্তু হে দেবেশি! শৈব ও শাক্তগণ সকল মন্ত্রেরই দীক্ষা-গুরু হইয়া থাকেন। ১৩-১৪

জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকারী পিতাই শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য সর্ব্বকালে গুরুকে পিতা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। ১৫

ধর্ম্মের মূল গুরুমূর্ত্তি, পূজার মূল গুরুক্রিয়া (পাঠান্তরে—গুরুকৃপা), এবং মন্ত্রের মূল গুরুবাক্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গুরুকে পূজা করিবে। ১৬

সুন্দর, প্রিয়দর্শন, সুস্থ, শ্রদ্ধাবান, সুস্থিরমনা, প্রশান্তচিত্ত, স্থির ও নম্রদৃষ্টি-

---

১। কারী তু সুন্দরি। ২। সর্ব্বতন্ত্রেষু। ৩। সৌরং সৌরবিদাং।
৪। সৌরঃ। ৫। পিতুঃ। ৬। কৃপা। ৭। সুস্থিরাসনঃ।
৮। অনন্তঃ; সৌম্যশ্চ। ৯। প্রেক্ষকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
১০। তান্ত্রিকো। ১১। গুরোর্মন্ত্রে চ দৈবতঃ।

এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-বর্ষাণ্যালোক্য যোগ্যতাম্ ।
যোগ্যং পরিগ্রহেৎ[১] শিষ্যমন্যথা দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
শুভেঽহ্নি স্নানমাচর্য্য সংপূজ্য গণনায়কম্ ।
সূর্য্যং বিষ্ণুং[২] শিবদুর্গাং বাগীশং[৩] কমলালয়াম্[৪] ॥ ২০
মাতরং পিতরং নত্বা ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য চ ।
ফলং পুষ্পং সুমাঙ্গল্যং গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ২১
মাতৃতঃ পিতৃতস্তস্য কুলং শীলং বিচার্য্য চ ।
পুরুষার্থ-সমাবাপ্তৌ[৫] সচ্ছিষ্যো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ২২
আত্মবিজ্ঞাপনং[৬] কৃত্বা পিতৃমাতৃ-সমাশ্রিতঃ ।
গুরুত্বেনৈব সম্বোধ্য প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ২৩
গুরোরগ্রে সমুত্থায় পুটাঞ্জলি-করে স্থিতঃ[৭] ।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায়[৮] নিবসেচ্চ যথা প্রিয়ে ॥ ২৪

সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরুমন্ত্র এবং দেবতায় দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন (হীনতর গুণ সম্পন্ন) শিষ্য দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ১৭-১৮

গুরু এক হইতে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শিষ্যকে পর্যাবেক্ষণ পূর্ব্বক, তাহার যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া তৎপর তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে। এতদন্যথা অযোগ্য শিষ্য দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ১৯

শুভদিনে স্নান করিয়া, গণনায়ক, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিবদুর্গা, বাগীশ ও কমলাসনের (পাঠান্তরে—লক্ষ্মীর) পূজা করিবে। তৎপর মাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া, ভক্তিসংযুক্তচিত্তে ফল, পুষ্প এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ করতঃ সৎশিষ্য পিতামাতা এবং কুলশীল বিচার পূর্ব্বক পরমার্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত গুরুকে আশ্রয় করিবে। ২০-২২

পিতামাতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নিজের পরিচয় দিয়া গুরুকে গুরুসম্বোধন পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিবে। ২৩

তৎপর গুরুর সম্মুখে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিবে। হে প্রিয়ে! তৎপর গুরুর আজ্ঞানুযায়ী যথাসুখে বিচরণ করিবে। ২৪

১। গুরুঃ পরীক্ষয়েৎ। ২। হরিং। ৩। তথা দুর্গাং বাণীঞ্চ।
৪। কমলাসনং। ৫। সমাবাপ্য। ৬। আত্মবিত্তার্পণং।
৭। পুটাঞ্জলিরুপস্থিতঃ। ৮। সমাসাদ্য।

গুরুশ্চাত্ম-বিশুদ্ধ্যর্থং শিষ্যন্তু[১] পরিশোধয়েৎ।
চিরং বিচার্য্য শিষ্যন্তু[২] দেব্যা[৩] মন্ত্রং বিচারেৎ ॥ ২৫

দীক্ষাকালং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি হরপ্রিয়ে[৪]।
কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে[৫] শুভেঽহনি ॥ ২৬

পূর্ব্বভাদ্রপদা-যুক্তে[৬] মিত্র-তারাদি-সংযুতে।
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে ॥ ২৭

জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি।
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ ॥ ২৮

মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্ম-কামার্থ-সিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তর-[৭] ত্রয়ম্ ॥ ২৯

পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।
এবং[৮] প্রবর্ত্ত্য[৯] বিধিবৎ পূজাহোমৌ বিধায় চ ॥ ৩০

গুরু স্বয়ং স্বীয় আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত শিষ্যকে শোধন করিবে। দীর্ঘকাল শিষ্যকে বিচার করিয়া, কোন দেবীর মন্ত্র তাহাকে প্রদান করা হইবে, গুরু তাহা স্থির করিবেন। ২৫

হে হরপ্রিয়ে। দীক্ষাকাল বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী-তিথিতে শুভলগ্নে [পাঠান্তর মতে শুভসময়ে], শুভদিনে, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে, অথবা মিত্র তারাদি সংযুক্তে, অথবা অনুরাধা বা রেবতী নক্ষত্র যুক্ত হইলে, তাহাকে দীক্ষার্থ শুভ কাল জানিবে। ২৬-২৭

চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ কালকেও দীক্ষার্থে শুভকাল বলিয়া জানিবে। ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাস দীক্ষা গ্রহণার্থ বিশেষভাবে উপযোগী। ধর্ম্ম ও কামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মহাষ্টমী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ বিশেষভাবে শুভ। রোহিণী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা নক্ষত্র দীক্ষার্থে অতি প্রশস্ত জানিবে। এইরূপে দীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিধিবৎ পূজা ও হোম সম্পন্ন করিবে। ২৮-৩০

১। শিষ্যস্তু। ২। শিষ্যস্তু। ৩। দেয়। ৪। শৃণুষ্ব কমলাননে।
৫। কালে। ৬। পদে যুক্তে। ৭। চোত্তরা। ৮। ক্রমং। ৯। প্রবৃত্ত।

বিদ্যাং তাং কথয়েৎ সম্যক্ জীবকর্ণে চ তত্ত্ববিৎ।
অকৃত্বা কুল্লুকাং দেবি অদৃষ্ট্বা[১] গুরুপাদুকাম্॥ ৩১

অদত্ত্বা দক্ষিণাং সম্যক্ অকৃত্বা ক্রমপূজনং।
যোহস্মিন্ তন্ত্রে[২] প্রবর্ত্তেত তং মন্ত্রো[৩] নাশয়েদ্[৪] ধ্রুবম্॥ ৩২

অথোচ্যতে মহাদেবি দীক্ষাস্থানং সুশোভনং।
গোশালায়াং গুরোর্গেহে পুণ্যক্ষেত্রে নদীতটে॥ ৩৩

ধাত্রী-বিল্ব-সমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু[৫] চ।
গঙ্গায়াং তত্তটে[৬] বাপি কোটি কোটি গুণং ভবেৎ॥ ৩৪

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবরূপিণে[৭]।
সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্॥ ৩৫

সর্ব্বস্বং[৮] বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া।
নচেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ[৯] কথমস্য ভবিষ্যতি॥ ৩৬

। তৎপর তত্ত্ববিৎ গুরু শিষ্যের কর্ণে সম্যক্‌রূপে বিদ্যা [শক্তিমন্ত্র] প্রদান করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুপাদুকা দর্শন না করিয়া, কুল্লুকা জপ না করিয়া, গুরুকে সম্যক্ দক্ষিণা দান না করিয়া এবং ক্রমপূজা সম্পন্ন না করিয়া এই তন্ত্রোক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই মন্ত্র সেই সাধককে নিশ্চয়ই বিনাশ করে। ৩১-৩২

হে মহাদেবি! অনন্তর আমি সুশোভন দীক্ষাস্থান বর্ণনা করিতেছি। গোশালায়, গুরুগৃহে, পুণ্যক্ষেত্রে, নদীতটে, আমলকী বা বিল্ববৃক্ষ-সমীপে, পর্ব্বতাগ্রে, স্বগৃহে, গঙ্গামধ্যে বা গঙ্গাতীরে দীক্ষা গ্রহণে কোটি কোটি গুণফল লাভ হয়। ৩৩-৩৪

গুরু প্রত্যক্ষ শিবরূপী, গুরুকে দীক্ষান্তে দক্ষিণা প্রদান করিবে। গুরুকে যথাসর্ব্বস্ব, বা তদর্দ্ধ বা চতুর্থাংশ বা তাহার আজ্ঞানুযায়ী দক্ষিণা বা পয়স্বিনী গাভী দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। অন্যথা শিষ্য গুরুর নিকট হইতে সঞ্চারিণী শক্তি কিরূপে লাভ করিবে? ৩৫-৩৬

১। প্রসক্তা; যদৃষ্টা। ২। মন্ত্রে। ৩। মন্ত্রং সততং। ৪। পাতয়েদ্। ৫। গৃহেষু। ৬। গঙ্গায়াস্তু তটে। ৭। শিবাত্মনে। ৮। সুবর্ণং। ৯। ভক্তিঃ।

ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্র-পৌত্রানুযায়িনীম্।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সুবর্ণং বা[১] সমন্বিতম্ ॥ ৩৭
গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ বহুমান-পুরঃসরম্ ॥ ৩৮
তস্য ছায়ানুসারী স্যান্নিকটে ত্রিদিনং বসেৎ।
ন চেৎ সঞ্চারিণী শক্তি গুর্ব্রুণেতি[২] ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
সুবেশিনীং[৩] কুমারীঞ্চ ভোজয়েদ্[৪] বহুযত্নতঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে দীক্ষাবিধানং
নাম দশমঃ পটলঃ ॥ ১০ ॥

পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখলের স্বত্বে বৃত্তিকরী ভূমি বা (বস্ত্রসহিত) সুবর্ণ, শিষ্য গুরুকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। ৩৭

গুরু সন্তুষ্ট হওয়া মাত্রই শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়। তৎপর শিষ্য বহুমান-পুরঃসর ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে। ৩৮

তৎপর গুরুর ছায়ানুগামী হইয়া দীক্ষান্তে শিষ্য তিনদিন তাহার নিকট অবস্থান করিবে। নতুবা গুরুর নিকট হইতে সঞ্চারিণী শক্তি লাভ হয় না। তৎপর শিষ্য বহু যত্ন পূর্ব্বক সুবেশী কুমারীদিগকে ভোজন করাইবে। ৩৯-৪০

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে দেবীশ্বর-সংবাদে দীক্ষাবিধান নামক
দশম পটল সমাপ্ত।

১। বাস। ২। গুর্ব্রুরোতি; গুরবেতি। ৩। সুবাসিনীং। ৪। ভর্জয়েৎ।

একাদশঃ পটলঃ

[পুরশ্চরণ-প্রকরণম্]

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চরণ-পদ্ধতিম্ * ॥ ১

ভৈরব উবাচ—

জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ[১] ।
পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ[২] ॥ ২
জপহোমৌ তর্পণঞ্চ তস্মা[৩] ব্রাহ্মণভোজনং ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৩
প্রধানং জপমন্ত্রস্তু লক্ষং দেবি চতুষ্টয়ং ।
তৈ র্বিনা কেবলং মন্ত্রং জপাত্তদঙ্গ-সিদ্ধয়ে * ॥ ৪

[পুরশ্চরণ পদ্ধতি, রহস্যমালিকা বা মহাশঙ্খ মালা, মহাশঙ্খমালা নির্ম্মাণ পদ্ধতি ; করমালা, বর্ণমালা, কুল্লুকা, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য, তর্পণ, অভিষেক, হোম, নৈমিত্তিকাচার, পীঠার্চ্চন, শিবাবলি, আচার নিয়ম, কুলবৃক্ষ, সময়াচার ও প্রণাম]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ! অধুনা আমি পুরশ্চরণ পদ্ধতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১

ভৈরব কহিলেন—প্রাণহীন দেহী যেরূপ কোন কার্যই করিতে পারে না, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ অর্থাৎ পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্ফল হইয়া থাকে । ২

পূজা ‡ জপ, হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে লোকে পুরশ্চরণ নামে অভিহিত করিয়া থাকে । ৩

হে দেবি ! তন্মধ্যে চতুর্লক্ষ মন্ত্র জপই প্রধান । তাহা ভিন্নও মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত কেবলমাত্র মন্ত্রজপই মন্ত্রসিদ্ধির অঙ্গ । এইরূপভাবে কার্য্য করিয়া

---

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ।   ১ । অক্ষমঃ ।
২ । মন্ত্রোঽফলপ্রদঃ ।   ৩ । লোকা ; সৈক ।
‡ মূলাশ্লোকে পূজা শব্দ না থাকিলেও পূজা পুরশ্চরণের একটি অঙ্গ ।

এবং কৃত্বা হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষমনন্যধীঃ[১] ।
ততঃ প্রয়োগ্যং সর্ব্বেষাং বৈশ্যাদীনাঞ্চ[২] কারয়েৎ ॥ ৫

স্বেচ্ছাচার-পরো মন্ত্রী পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে[৩] ।
রহস্যমালামাদায় লক্ষমেকং সদা জপেৎ ॥ ৬

জড়োঽপি যদি মূঢ়ঃ[৪] স্যাদ্ ভাবনা-বশ-তৎপরঃ ।
লভতে শ্রীমতীং[৫] বাণীং মন্ত্রস্য লক্ষজাপতঃ ॥ ৭

ভাবনারহিতানাস্তু[৬] ক্ষুদ্রাণাং[৭] ক্ষুদ্রচেতসাং ।
চতুর্গুণো জপঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধয়ে[৮] দেবি সুন্দরি ॥ ৮

এবং কৃত্বা হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্ ।
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ[৯] ॥ ৯

বিশেষতঃ কলিযুগে মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ।
অথোচ্যতে মহাদেবি আচারস্তু পুরস্ক্রিয়া ॥ ১০

তৎপর হবিষ্যাশী অনন্যধী সাধক একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলের পক্ষেই মন্ত্র প্রয়োগার্হ অর্থাৎ প্রয়োগের উপযুক্ত হইবে। (পাঠান্তর মতে—বশীকরণাদি সকলের প্রয়োগ করিবে)। ৪-৫

মন্ত্রসিদ্ধিকামী পুরশ্চরণ-সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছাচার-পরতন্ত্র হইয়া রহস্য মালায় এক লক্ষ অবশ্য জপ করিবে। এরূপভাবে একলক্ষ মন্ত্র জপের ফলে জড়, মূঢ় এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তিও শ্রীমতী বাণী লাভ করে। ৬-৭

হে দেবি ! হে সুন্দরি ! ক্ষুদ্রচেতা ও ক্ষুদ্রাশী ব্যক্তিগণ সিদ্ধির নিমিত্ত ভাবনারহিত হইয়া চতুর্গুণ জপ করিবে। ৮

এইরূপে হবিষ্যাশী হইয়া সাধক চারিলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে সেবা ও পরিশ্রম সফল হয় এবং মন্ত্রও সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে এইরূপে কার্য্য করিলে তাহা আমার প্রসাদে সফল হইবে। হে মহাদেবি ! অনন্তর আমি পুরশ্চরণ-কালে সাধকের পালনীয় আচার বলিতেছি। ৯-১০

১। প্রকীর্ত্তিতং। ২। বশ্যাদীনাং। ৩। মুচ্যতে।
৪। শঠোঽপি যদি মূকং। ৫। শ্রীমতাং। ৬। রহিতায়াং তু, বিহিতা।
৭। ক্ষুদ্রাশী। ৮। সিদ্ধয়েৎ। ৯। পরিশ্রমং।

ভূমৌ শয্যা বচন-[১] নিয়মঃ কামিনীভ্যো নিবৃত্তিঃ[২],
প্রাতর্জাপী বিটপী-[৩] সমিধঃ[৪] দন্ত-জিহ্বা-বিশুদ্ধিঃ।
পত্রারণ্যং[৫] মধুরসময়ং[৬] ব্রহ্মবৃক্ষস্য পুষ্পৈঃ,
পূজা-হোমৌ[৭] কুসুম-রচনা[৮] লেপনাম্বুর্জলানি[৯] ॥ ১১
বর্জ্জয়েদ্ বিষ্ণু-কল্পঞ্চ[১০] বর্জ্জয়েত্তুলসী-দলং।
বর্জ্জয়েন্মালতী-পুষ্পং[১১] বর্জ্জয়েদন্য-পূজনম্ ॥ ১২
হস্ত-প্রক্ষালনং শৌচমাচান্তস্তত্তদা[১২] ভবেৎ।
দেবীনাঞ্চ তথা পুষ্পং পৃথক্ পাত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ১৩
একভাবো[১৩] ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেৎ শুভমাত্মনঃ।
নৈবেদ্যানি[১৪] ফলৈস্তোয়ৈর্জানীয়াদ্দেব-তোষণম্[১৫] ॥ ১৪
হবির্নানাবিধৈর্দুগ্ধৈঃ পায়সৈর্মোদকাদিভিঃ।
এবং ক্রমান্নিযুঞ্জীত দধিক্ষীরং তথৈব চ ॥ ১৫

ভূমিশয্যা অবলম্বন করিবে। বচন ও নিয়মে নারী-সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। প্রাতঃকালে জপ করিবে। যে বৃক্ষের কাষ্ঠ যজ্ঞকাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেই বৃক্ষের পত্র বা কাষ্ঠ দ্বারা জিহ্বা ও দন্ত মার্জ্জনা করিবে। মধুরসযুক্ত অরণ্য পত্র (পাঠান্তর মতে—মধুর বসন পরিধান করিবে) ও পলাশবৃক্ষের পুষ্প দ্বারা পূজা, হোম ও কুসুম রচনা করিবে। জলদ্বারা সমস্ত স্থান [জপ, যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি স্থান] লেপন করিবে। ১১

বিষ্ণুকল্প, তুলসীদল, মালতী পুষ্প, এবং অন্য দেবতার অর্চ্চনা পুরশ্চরণ-কালে পরিহার করিবে। ১২

হস্ত প্রক্ষালন, শৌচ এবং বিভিন্নদেবী পূজার আচারও তদনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ হইবে। প্রত্যেক দেবীপূজার পুষ্পও পৃথক্ পাত্রে রক্ষা করিবে। ১৩

যদি সাধক নিজের শুভ কামনা করে, তাহা হইলে সকল দেব দেবীর তুষ্টির নিমিত্ত কখনও এক ভাব অবলম্বন করিবে না।

ঘৃত, নানা প্রকার দুগ্ধ, পায়স, মোদক, দধি ও ক্ষীর বিবিধ প্রকার ফল, ও নৈবেদ্য, এবং জল দেবতার সন্তোষার্থে নিবেদন করিবে। ১৪-১৫

১। বচসি। ২। নিবর্ত্তিতঃ। ৩। বিটপ। ৪। সমিধাদ্দন্ত। ৫। পত্রাবল্যাং। ৬। মধুর বসনং; রচনা। ৭। ভূমৌ। ৮। বসনা। ৯। লেপনাম্বুজ্জলানি; লেপনাস্যূর্জ্জলানি; লেপনাম্বুজ্জলানি। ১০। কম্পঞ্চ। ১১। বর্জ্জয়েন্মানসী। ১২। আচারস্তত্তদা। ১৩। ভাবং ন কর্ত্তব্যং। ১৪। নৈবেদ্যাদি। ১৫। জানীয়াদেব দোষভাক্।

রহস্য-মালিকাং[১] দেবি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি।
অকস্মাদ্ বিহিতা সিদ্ধি র্মহাশঙ্খস্য[২] মালয়া ॥ ১৬
পঞ্চাশন্মনিভি-র্মালা[৩] নির্ম্মিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
[নৃ-ললাটাস্থি কণ্ঠেন রচিতা দেবি সুন্দরি ॥ ১৭
তয়া প্রজপ্তোগ্রতারা একজটা নীলা চ পার্ব্বতি]* ।
নৃললাটাস্থ্যভাবে তু গ্রাহ্যং দ্রব্যান্তরং[৪] প্রিয়ে ॥ ১৮
সূত্রৈস্ত গ্রথিতা বাপি দ্বিজ-স্ত্রী-পুণ্য-নির্ম্মিতৈঃ।
পট্টসূত্রৈঃ কৃতা মালা জগদ্বশ্যায় কল্পতে ॥ ১৯
স্বর্ণ-সূত্রৈঃ কৃতা[৫] মালা সাক্ষাদ্দেবী ন সংশয়ঃ।
মুখে মুখং সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিযোজয়েৎ ॥ ২০
সর্পাকৃতির্যথা মালা গোপুচ্ছাকৃতিরেব বা।
মাতৃকাবর্ণতো গ্রন্থিং বিদ্যয়া বাথ কারয়েৎ ॥ ২১

হে দেবি! হে পর্ব্বতনন্দিনি! রহস্য-মালিকা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাশঙ্খমালা দ্বারা জপ করিলে অকস্মাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। ১৬

পঞ্চাশটি মণি [মহাশঙ্খ] দ্বারা নির্ম্মিত মালা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক হইয়া থাকে। হে সুন্দরি! হে দেবি! মানুষের ললাটাস্থি দ্বারা মহাশঙ্খমালা রচিত হয়। ১৭

হে পার্ব্বতি! মহাশঙ্খমালায়, একজটা, নীল ও উগ্রতারা মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে! মনুষ্য-ললাটাস্থি, অভাবে অন্য দ্রব্য মালানির্ম্মাণার্থ ব্যবহার করিবে। ১৮

পুণ্যবতী দ্বিজস্ত্রী নির্ম্মিত, সূত্র বা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত মালা জগৎ-বশীকারক হইয়া থাকে। ১৯

স্বর্ণ-সূত্রদ্বারা গ্রথিত মহাশঙ্খমালা সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। মালার গুটিকাগুলির মুখের সহিত মুখ এবং পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ যোজনা করিয়া, সর্পাকৃতি বা গোপুচ্ছাকৃতি মালা প্রস্তুত করিবে। মাতৃকাবর্ণ বা মূলবিদ্যা [মূলমন্ত্র] উচ্চারণ করিয়া মালামধ্যে গ্রন্থি প্রদান করিবে। ২০-২১

১। জপনীয়াদেব দোষভাক্। ২। শঙ্খাখ্য। ৩। মণিকা মালা।
* শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ৪। দেহান্তরং। ৫। স্বর্ণসূত্ররচিতা।

তৎ স[১]-জাতীয়মণিনা[২] মেরুত্বেন প্রকল্পয়েৎ।
একৈকং[৩] মণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২২
অনুলোম-বিলোমাভ্যাং মাতৃকান্তরিতং জপেৎ।
শুভে লগ্নে শুভে বারে শুভর্ক্ষে[৪] চ শুভে তিথৌ ॥ ২৩
প্রতিষ্ঠাং কারয়েন্মন্ত্রী স্বয়ং বা গুরুণাপি বা।
অশ্বত্থ[৫]-পত্রনবকং পদ্মাকারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪
তত্র সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্।
বহ্নিং সংস্কৃত্য বিধিবদ্[৬]ষ্টোত্তরশতং হুনেৎ ॥ ২৫
হুতশেষং[৭] প্রতিহুতৌ প্রদদ্যাদ্দেবতা-ধিয়া।
দেবীতন্ত্রং সমভ্যর্চ্চ্য মালিকামপি পূজয়েৎ ॥ ২৬
*অনুলোম-বিলোমেন মাতৃকার্ণেন পূজয়েৎ[৮]।
মেরুং প্রেতেন সংমন্ত্র্য গ্রহাণামপি পূজয়েৎ[৯] ॥ ২৭

মহাশঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত একটি মণিকে মেরু কল্পনা করিবে। এক একটি সূত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়া এক একটি ব্রহ্মগ্রন্থি প্রদান করিবে। ২২

অনুলোম বিলোম ক্রমে মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া মূলমন্ত্র মহাশঙ্খ মালায় জপ করিবে। শুভলগ্নে, শুভবারে, শুভতিথিতে ও শুভনক্ষত্রে সাধক স্বয়ং বা গুরুদ্বারা, নয়টি অশ্বত্থপত্রবৎ পাপড়িদ্বারা গঠিত পদ্ম কল্পনা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ, ঐ পদ্মমধ্যে মাতৃকাকে সংস্থাপন করিবে। তৎপর যথাবিধি বহ্নি-সংস্কার করিয়া, ঐ বহ্নিতে অষ্টোত্তর শতবার হোম করিবে। ২৩-২৫

হুতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা ইষ্টদেবতার বা দেবীর হোম করিবে। দেবীতন্ত্রকে (দেবীগণকে) অর্চ্চনা করিয়া, তৎপর মহাশঙ্খমালাকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপর অনুলোম-বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণকে পূজা করিবে। তৎপর মেরুকে প্রেতবীজ [হ্সৌঃ] দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া গ্রহগণের পূজা করিবে। ২৬-২৭

১। স্ব। ২। মালয়া। ৩। একৈক। ৪। শুভেরিক্ষে।
৫। অশ্বথং। ৬। বীরেশি। ৭। শেষ। * ক্বচিৎ পংক্তিরিয়ং পশ্চাৎ দৃশ্যতে।
৮। মন্ত্রয়েৎ। ৯। তাং নয়েদ্দেবতা-ধিয়া।

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ।
সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চারিতং[1] প্রভাবং প্রাপ্নুবন্তি তে॥ ২৮

করস্থ মালানিয়মং[2] বিশেষেণ বদাম্যহম্।
পর্ব্বত্রয়মনোমায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ॥ ২৯

পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়া-স্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ।
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বমন্ত্র[3]-প্রদীপিকা॥ ৩০

ব্যগ্রচিত্তে[4] তু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি শৃণু দেবি বরাননে॥ ৩১

পর্ব্বদ্বয়ং তর্জ্জন্যা চ মেরুং[5] তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি।
সিদ্ধয়ে[6] সাধকো মেরুং জপং ত্যক্ত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৩২

পশু ভাবে অবস্থিত মন্ত্র কেবলমাত্র অক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সুষুম্না-ধ্বনির সহিত উচ্চারিত হইলে মন্ত্র তাহার শক্তিলাভ করে। ২৮

হে দেবি! আমি অধুনা করমালা জপের নিয়ম বিশেষভাবে বলিতেছি। অনামিকার তিন পর্ব্ব তৎপর কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব তৎপর মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানে এক একবার জপ করিবে। তৎপর ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনীর দ্বিতীয় ও প্রথম পর্ব্বে এক একবার মন্ত্রজপ করিবে। তৎপর মধ্যমার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে এক একবার মন্ত্র জপ করিবে। ইহা সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপক শক্তিমালা নামে কথিত হইয়া থাকে। ২৯-৩০

হে দেবি! হে বরাননে! শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্যগ্রচিত্তে অর্থাৎ অতি-দ্রুত জপ করে, অথবা যে ব্যক্তি মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করে, তাহার সমস্ত জপই নিষ্ফল হয়। ৩১

হে পার্ব্বতি! তর্জ্জনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বকে মেরু জ্ঞান করিবে। ঐ মেরু লঙ্ঘন না করিয়া অর্থাৎ তর্জ্জনীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পর্ব্বে পুনঃ পুনঃ জপ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করে। ৩২

১। ধ্বন্যুচ্চারিতাং; ধ্বন্যসবিতাং। ২। করমালানিয়মো দেবি। ৩। সর্ব্বতন্ত্র। ৪। রুদ্রচিত্তেন। ৫। পরং দ্বয়ন্ত তর্জ্জন্যা মেরু। ৬। সিদ্ধয়েৎ।

নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ মালাভাবেঽপি সুন্দরি[১] ।
কাম্যঞ্চাপি করে কুর্য্যান্মালাভাবেঽপি সুন্দরি ॥ ৩৩
কুল্লুকাঞ্চ ততো জপ্ত্বা মালাপূজাং বিধায় চ ।
গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে দেবি ন চ বামেন সংস্পৃশেৎ ॥ ৩৪
নাভিতশ্চ শিরোদেশে কুল্লুকাং পরিচিন্তয়েৎ ।
পট্টসূত্র-কৃতা মালা দেব্যাঃ প্রীতিকরী সদা ॥ ৩৫
মহাশঙ্খেঽপ্যশক্তশ্চেৎ স্ফাটিক্যা মালয়া জপেৎ ।
মালা বিধানং পরমং শৃণু পার্ব্বতি তত্ত্বতঃ[২] ॥ ৩৬
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেন্নৃণাম্[৩] ।
অনুলোম-বিলোমেন মন্ত্রসেতু[৪]-বিভেদতঃ ॥ ৩৭
মন্ত্রেনান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতান্ মনূন্ ।
কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্বমন্ত্র-প্রদীপিকাং[৫] ॥ ৩৮
চতুর্ব্বর্ণাং[৬] মেরুরূপাং[৭] লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ।
মেরুঃ শিরশ্চ সর্ব্বেষাং যথা দেবঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৩৯

হে সুন্দরি। অন্যমালার অভাবে করমালাতেই নিত্য জপ করিবে। হে সুন্দরি। মালার অভাবে কাম্যজপও করমালাতে সম্পন্ন করিবে। ৩৩

প্রথমে কুল্লুকা জপ করিয়া মালাকে পূজা করিয়া, তৎপর দক্ষিণহস্তে মালা গ্রহণ করিবে। হে দেবি। কদাপি বামহস্তে মালা স্পর্শ করিবে না। ৩৪

নাভি হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত কুল্লুকাকে চিন্তা করিবে। পট্টসূত্রদ্বারা গ্রথিত মালা সকল সময়েই দেবীর প্রীতিকর। ৩৫

মহাশঙ্খ মালা সংগ্রহে অশক্ত হইলে স্ফাটিকী মালায় জপ করিবে। হে পার্ব্বতি। যাহার বিশেষ জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়, সেই পরম-মালা তত্ত্ববিধান শ্রবণ কর। অনুলোম ও বিলোম ক্রমে মন্ত্র ও সেতুর বিভেদ করিয়া, মন্ত্রের দ্বারা মাতৃকাবর্ণ অন্তরিত করিয়া জপ করিবে। ইহাকে বর্ণময়ী মালা কহে। এই মালা সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপক। ৩৬-৩৮

১। ন তু কাম্যং কদাচন। ২। তত্ত্ববিৎ। ৩। ভবন্তি হি। ৪। মাতৃ—
৫। সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিতাং। ৬। চরমার্ণং। ৭। মেরুরূপং।

চতুর্বর্ণাং—মেরুশব্দে ল, ব, ক্ষ—এই তিন বর্ণকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এইস্থলে চতুর্ব্বর্ণের বিষয় বলা হইয়াছে।

রহস্যমেতৎ পরমং ময়োক্তং তে যশস্বিনি।
ত্বয়া গুপ্ততরং কার্য্যং ন দেয়ং[১] যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪০
গুরুচরণসরোজে সর্ব্বদা ভক্তিভাবাৎ,
পরিচরতি বিধেয়ো চাস্য সর্ব্বাত্মনা স্যাৎ[২]।
অনুদিনমনুমেয়ং[৩] মানয়েন্মানবোহসৌ,
ভবতি জগতি[৪] বাদী[৫] দ্বৈতসিদ্ধান্ত-হন্তা ॥ ৪১
কুল্লুকাঞ্চ ন জানাতি মহামন্ত্রং জপেন্নরঃ।
পঞ্চত্বং জায়তে শীঘ্রং অথবা বাতুলো ভবেৎ ॥ ৪২
কুল্লুকাঞ্চ শিরে ধৃত্বা সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
কুল্লুকাং ধারয়েৎ শীর্ষে লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রকে ॥ ৪৩
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিজয়ী ভবতি ধ্রুবম্।
নান্যো বিচারঃ সর্ব্বত্র বিরূপাক্ষস্য সম্মতঃ ॥ ৪৪

মেরুরূপী চতুর্ব্বর্ণকে কখনও লঙ্ঘন করিবে না। দেবতাদিগের মধ্যে যেরূপ হরি সকলের শীর্ষস্থানীয়, বর্ণসমূহের মধ্যেও মেরু তদ্রূপ সকল বর্ণের শীর্ষস্থানীয়। ৩৯

হে যশস্বিনি! এই পরম রহস্য আমি তোমাকে বলিলাম। তুমিও ইহাকে অধিকতর গোপনীয়তার সহিত রক্ষা করিবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে ইহা প্রদান করিবে না। ৪০

গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া অনুদিন একান্ত একাগ্রতার সহিত মালায় এই মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে সে সাধক জগতে সমস্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত খণ্ডনকারী হইয়া থাকে। ৪১

যে ব্যক্তি কুল্লুকা না জানিয়া মহামন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি অচিরে পঞ্চত্বলাভ করে অথবা সে উন্মাদ হইয়া যায়। ৪২

শিরোদেশে কুল্লুকা ধারণ করিলে সাধক সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ করে। সুতরাং ভূর্জ্জপত্রে কুল্লুকা লিখিয়া শিরোদেশে ধারণ করিবে। ৪৩

তাহা হইলে সাধক রাজদ্বারে এবং সভাস্থলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে। ইহা ধ্রুব সত্য। এতদ্বিষয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন, কারণ স্বয়ং বিরূপাক্ষ ইহা বলিয়াছেন। ৪৪

১। নাখ্যেয়ং। ২। বাস্য সর্ব্বস্থ ন স্যাৎ। ৩। মনুমেনং। ৪। জপতি।
৫। রাজ্ঞো।

কুল্লুকা-বর্জ্জিতে পুংসামজ্ঞানোপস্থিতির্ভবেৎ ।
মম পূজা সদা ব্যর্থা মম যজ্ঞস্তথৈব চ ॥ ৪৫
তারামন্ত্রস্য ত্র্যক্ষরং জানীয়ান্মন্ত্রমুত্তমম্ ।
ন জানাতি চ যো মূঢ়ঃ কুল্লুকাং তারিণীং জপেৎ ॥ ৪৬
যাবজ্জীবন্ত জপ্তব্যং ন সিদ্ধ্যতি কদাচন ।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ ॥ ৪৭
শতকোটি-জপেনৈব তস্য মন্ত্রঃ ন সিদ্ধ্যতি ।
এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশং চ সিতোৎপলৈঃ[১] ॥ ৪৮
আজ্যাক্তৈ[২]র্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী তদ্দশাংশেন তর্পয়েৎ ।
কালাগুরুদ্রবোপেতৈর্বিমলৈর্গন্ধবারিভিঃ ॥ ৪৯
তর্পয়েত্তাং পরাদেবীং[৩] তৎপ্রকারং শৃণু প্রিয়ে ।
কুলে[৪] চাবাহ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈরুদকৈশ্চ তৎ[৫] ॥ ৫০
সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং পরিবারান্ সকৃৎ সকৃৎ ।
সন্তর্প্য বিধিবদ্ভক্ত্যা দশাংশং বিধিবত্ততঃ ॥ ৫১

কুল্লুকা বর্জ্জনকারী পুরুষ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কুল্লুকা বর্জ্জন করিলে আমার পূজা ও যজ্ঞ ব্যর্থ হইয়া থাকে। ৪৫

ত্র্যক্ষরী তারা মন্ত্রকেই উত্তম মন্ত্র বলিয়া জানিবে। ইহা না জানিয়া যে মূঢ় কুল্লুকা বা তারিণী মন্ত্র জপ করে, যাবজ্জীবন জপ করিলেও তাহার মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ হয় না। যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা না জানিয়া মন্ত্র জপ করে, শত কোটি জপেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধি লাভ হয় না। যথোক্ত-ভাবে প্রথমে জপ করিয়া তৎপর ঘৃতসিক্ত শ্বেত পদ্ম দ্বারা তাহার দশাংশ হোম এবং হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে। ৪৬-৪৮

কৃষ্ণাগুরুদ্রব এবং বিমল সুবাসিত বারি দ্বারা পরাদেবীর তর্পণ করিবে। হে প্রিয়ে! সেই তর্পণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। কুলে [পাঃ মতে জলে] দেবীকে আবাহন করিয়া, সলিল দ্বারা যথাবিধি পাদ্যাদি প্রদান করতঃ সমস্ত পরিবারসহ দেবীর পূজা করিবে। পরিবারের প্রত্যেক দেব-দেবীকে যথা-ক্রমে এক এক অঞ্জলি দ্বারা যথাবিধি তর্পণ করিবে এবং হোমের দশাংশ

১। দশাংশমর্সিতোৎপলৈঃ। ২। অত্রোক্তৈ। ৩। তর্পয়েৎ যেন তাং দেবীং।
৪। জলে। ৫। কুদকাত্মকৈঃ।

একৈকাঞ্জলিনা তর্প্যান্[১] পরিবারাংস্তথা প্রিয়ে।
তর্পণস্থ বিধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রসিদ্ধিকরঃ পরঃ ॥ ৫২

অভিষেকং তথা কুর্য্যাৎ তৎপ্রকারং শৃণু প্রিয়ে।
দেবীবুদ্ধ্যা স্বমাত্মানং[২] সংপূজ্য সাধকোত্তমঃ ॥ ৫৩

তারিণীং সিঞ্চয়ামীতি নমো মূর্দ্ধ্নি বিনিঃক্ষিপেৎ।
অভিষেকো ময়াখ্যাতঃ সর্ব্বপাপ-নিকৃন্তনঃ[৩] ॥ ৫৪

অভিষেক-দশাংশেন সাধকানাঞ্চ[৪] ভোজয়েৎ।
সুবেশিনীং[৫] কুমারীঞ্চ ভোজয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

ক্ষীরখণ্ডাদি-ভোজ্যৈশ্চ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ বহুমান-পুরসরম্[৬] ॥ ৫৬

হোম-তর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাস-পূজনয়ো নমঃ[৭]।
মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরম্ ॥ ৫৭

সংখ্যায় দেবীর তর্পণ করিবে। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্র-সিদ্ধিকর শ্রেষ্ঠ তর্পণ-বিধি আমি তোমাকে বলিলাম। ৪৯-৫২

হে প্রিয়ে! অনন্তর অভিষেক করিবে। তাহার পদ্ধতি বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধক নিজকেই দেবীজ্ঞান করিয়া পূজা করিবে। "তারিণীং সিঞ্চয়ামি" অর্থাৎ তারিণীকে সিঞ্চন করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজমস্তকে জল ও সমস্ত পূজাদ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। আমিই এই সর্ব্বপাপ-বিনাশক অভিষেক-পদ্ধতি বলিয়াছি। ৫৩-৫৪

অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় দেবীর সাধকগণকে ভোজন করাইবে। সুবেশিনী কুমারীগণকে ক্ষীর খণ্ডাদি ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা আহার্য্য প্রদানে তৃপ্ত করিবে। ইহার ফলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। তৎপর গুরুকে বহুসম্মান প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৫৫-৫৬

হোম ও তর্পণকালে মন্ত্রশেষে স্বাহা এবং পূজাকালে মন্ত্রশেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে। মন্ত্রের শেষে দেবতা বা দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া তৎপর "তর্পয়ামি" [তর্পণ করিতেছি] এবং তৎপর স্বাহা শব্দ যোগ করিলে তাহাই

১। পুনরেকৈকং সন্তর্প্য। ২। ছায়ামাত্মানং। ৩। নিকৃন্তিনঃ। ৪। সাধকং চৈব। ৫। সুবাসিনীং। ৬। পুরসরঃ। ৭। ন্যাসপূজনয়োস্ততঃ।

স্বাহান্তে তর্পণঞ্চৈব[১]-মভিষেকং শৃণু প্রিয়ে।
মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চয়ামি নমঃ পদম্ ॥ ৫৮
ইত্যেবং সিদ্ধমন্ত্রঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ[২]।
যথা নৈমিত্তিকাচারং তৎ শৃণুষ্ব প্রিয়ম্বদে[৩] ॥ ৫৯
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদ্ যৎ প্রার্থয়তে মন্ত্রী তত্তদাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ৬০
লভতে মঞ্জুলাং বাণীং কৃষ্ণাষ্টম্যাং যদা[৪] যজেৎ।
নিত্যার্চ্চনান্তরং কার্য্যো নৈমিত্তিক-বিধিঃ শিবে ॥ ৬১
যত্র ন কালনিয়মো স্বেচ্ছাচারো নিগদ্যতে[৫]।
মাসং বা মণ্ডলং ব্যাপ্য নৈমিত্তিক-বিধিঃ শিবে ॥ ৬২
মাসার্দ্ধমথবা মাসং দ্বিগুণং ত্রিগুণং তথা।
যাবৎ ফলাপ্তিমান্ যোগী তাবদেব সমাচরেৎ ॥ ৬৩

তর্পণমন্ত্র হইবে। হে প্রিয়ে! অভিষেক মন্ত্র বলিতেছি,শ্রবণ কর। মন্ত্রের শেষে দেবতা বা দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া তৎপর "সিঞ্চয়ামি নমঃ" পদ উচ্চারণ করিবে। ৫৭-৫৮

এইরূপে তর্পণ ও অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় এবং তাহা সর্ব্বকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। হে প্রিয়ম্বদে! অনন্তর নৈমিত্তিকাচার কি, তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে যত্নসহকারে দেবীর পূজা করিবে। তাহার ফলে মন্ত্রসাধক যাহাকিছু কামনা করে, তাহাই সে প্রত্যহ প্রাপ্ত হয়। ৬০

কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবীর পূজা করিলে সাধক মধুর কবিত্বশক্তি লাভ করে। নিত্য পূজার পরে নৈমিত্তিক অর্থাৎ প্রয়োজনার্থক পূজা করিবে। নৈমিত্তিক বা কাম্যপূজায় কোন কালনিয়ম নাই। যদৃচ্ছা যে কোন সময়ে বা যে কোন-রূপে কাম্যপূজা সম্পন্ন করা যায়। একদিন বা একমাস ব্যাপিয়াও কাম্য-পূজা করা যায়। এস্থলে স্বেচ্ছাচারই নিয়ম। ৬১-৬২

একপক্ষ, একমাস, দুই বা তিনমাস বা যাবৎকাল পর্য্যন্ত ফললাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রসাধক প্রত্যহ পূজা করিতে থাকিবে। ৬৩

১। নমোঽন্তে স্বাহান্তে। ২। সিদ্ধিদং মন্ত্র সর্ব্বমর্ম্মণি।
৩। প্রসঙ্গান্নৈমিত্তিকা বাচানুচ্যতে বরবর্ণিনি। ৪। সদা। ৫। গদ্যতে তত্র।

নৈমিত্তিকে তথা কাম্যে ফলাপ্তির্মণ্ডলাবধিঃ।
ন চ[১] তদ্দ্বিগুণং কুর্য্যাদ্ যথা স্যাৎ ফলভাক্ প্রিয়ে ॥ ৬৪
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়েচ্চ যথাবিধি।
আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্নোতি জবাপুষ্পঞ্চ বর্ব্বরাম্ ॥ ৬৫
ন চার্ক-কুসুমং দদ্যাৎ তথা শ্বেতাপরাজিতাং।
অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিশেষেণ নিত্যপূজাসু সর্ব্বদা ॥ ৬৬
অষ্টোত্তর-শতং জাপ্যং যাবজ্জীবিত-সংখ্যয়া।
যস্তু সংপূজয়েদ্দেবীং মহাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ॥ ৬৭
স[২] ত্রিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
যে জপন্তি মহামায়াং জ্ঞাত্বা তত্ত্বেন ভৈরবি ॥ ৬৮
আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্যন্তে ধ্রুবং যান্তি শিবালয়ম্।
তারিণী যত্র পীঠে তু শিলারূপে চ তিষ্ঠতি ॥ ৬৯
তত্র যত্নেন গন্তব্যং ফলসংখ্যা ন বিদ্যতে।
লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং তারিণী যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৭০

নৈমিত্তিক বা কাম্যপূজায় অহোরাত্রকাল পর্য্যন্ত বা বাঞ্ছিত ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পূজা করিবে। কখনও তাহার দ্বিগুণ পূজা করিবে না। হে প্রিয়ে! এইরূপে কাজ করিলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয়। ৬৪

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে জবাপুষ্প এবং কৃষ্ণতুলসী (কৃষ্ণ বাবুই তুলসী) দ্বারা যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে বাঞ্ছানুযায়ী সিদ্ধিলাভ হয়। ৬৫

দেবীপূজায় কখনও অর্ক [আকন্দ] পুষ্প বা শ্বেতাপরাজিতা পুষ্প প্রদান করিবে না। কিন্তু নিত্যপূজায় সর্ব্বদা বিশেষভাবে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ৬৬

নিত্যপূজার পর অষ্টোত্তর সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে। যে ব্যক্তি দেবীকে মহাষ্টমী তিথিতে বিশেষভাবে পূজা করে, তাহার ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। হে ভৈরবি! যে ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া মহামায়ার মন্ত্র জপ করে সে ব্যক্তি আজ্ঞাসিদ্ধিলাভ করে এবং নিশ্চয়ই শিবালয়ে গমন করে। যে স্থানে তারিণীর শিলারূপী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে, যত্ন সহকারে তথায় গমন করিয়া তিনলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ইহার ফল অসীম। ৬৭-৭০

১। চৈতদ্। ২। তস্য।

নিঃস্পৃহঃ স্থিরচিত্তেন সিদ্ধির্ভবতি তৎক্ষণাৎ।
অসংখ্যানি চ ফলানি অক্ষতঞ্চ তথৈব চ॥ ৭১
মধুনা পায়সঞ্চৈব ক্ষীরং[১] সাজ্যঞ্চ শর্করাং।
বলিং দদ্যাচ্চ তারায়ৈ আসবঞ্চ প্রশস্যতে॥ ৭২
যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
তত্র গুড়ার্দ্রকং দদ্যাৎ তক্রং বা গুড়মিশ্রিতম্॥ ৭৩
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে ত্যজেন্মধু।
রম্ভাপুষ্পং[২] শালমৎস্যং জুহুয়ান্মন্ত্রবিত্তমঃ॥ ৭৪
সর্ব্বসিদ্ধিমনুপ্রাপ্য অন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
সাক্ষতং বিল্বপত্রঞ্চ জুহুয়াচ্চ সহস্রকম্॥ ৭৫
লভতে মঞ্জুলাং বাণীং মহাষ্টম্যাঞ্চ সাধকঃ।
কুলবারে কুলাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ॥ ৭৬
যোগিনীং পূজয়েত্তত্র প্রধানং কুলপূজনং।
মহাবিদ্যাঞ্চ সংধার্য্য বাসুদেবঞ্চ যোঽর্চ্চয়েৎ॥ ৭৭

নিঃস্পৃহ হইয়া স্থিরচিত্তে তিনলক্ষ উক্তরূপে জপ করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ করে। আতপ তণ্ডুল, অসংখ্য ফল, মধু, পায়স, দুগ্ধ, শর্করা ও আসব দ্বারা তারাকে বলি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে স্থলে আসব অবশ্য প্রদাতব্য, সে স্থলে আদামিশ্রিত গুড় বা তক্র ও গুড়, কাংস্য বা তাম্র পাত্রে নারিকেলের জল ও মধু সহযোগে রক্ষা করিয়া, তাহাই তারাকে আসব হিসাবে প্রদান করিবে। কদলীপুষ্প (ফল?) ও শোল মাছ দ্বারা মন্ত্র সাধক তারার হোম করিবে। ৭১-৭৪

ইহার ফলে সাধক সকল প্রকার মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অন্তকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মহাষ্টমীতিথিতে বিশেষতঃ কুলবারে ও কুলাষ্টমী তিথিতে আতপতণ্ডুল ও বিল্বপত্র দ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। ইহার ফলে সাধক মনোহর কবিত্বশক্তি লাভ করে। ৭৫-৭৬

কুলবারে ও কুলাষ্টমী তিথিতে পূজাকালে যোগিনীকে প্রধানভাবে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি মহাবিদ্যার আরাধনা করিয়া তৎপর বাসুদেবকে অর্চ্চনা

১। শরীরং। ২। ফলং?

প্রাপ্নোতি তৎফলং সম্যক্ হরি-সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ।
বাসুদেবো হরো ব্রহ্মা তারিণী প্রকৃতিস্তথা॥ ৭৮

একমূর্ত্তিঃ সদা চিন্ত্যা একমূর্ত্তিঃ সদা স্থিতা।
সুখমোক্ষপ্রদা দেবী জয়বিদ্যা-প্রদায়িনী॥ ৭৯

ধনবিদ্যা-যশোলক্ষ্মী-রাজ্যভোগ-প্রদায়িনী।
তস্মাত্তাং পূজয়েদ্দেবীং গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপকৈঃ॥ ৮০

নৈবেদ্যৈ র্বিবিধৈর্ভোগ্যৈঃ পূজয়েৎ তারিণীং সদা।
আষাঢ়ে শয়নং কুর্য্যাৎ সিংহে চ পরিবর্ত্তনম্॥ ৮১

আশ্বিনে বোধয়েদ্দেবীং পশু-পায়স-মোদকৈঃ।
রাত্রৌ দেবী-বোধনঞ্চ জায়তে সুর-সুন্দরি॥ ৮২

দিবা প্রবোধয়েদ্বাপি ন তু রাত্রৌ[১] কদাচন।
শুক্লাষ্টম্যাং মহাষ্টম্যাং ঘটাষ্টম্যাং বিশেষতঃ॥ ৮৩

করে, সে তাহার ফলস্বরূপ হরিসাযুজ্যতা লাভ করে। বাসুদেব, শিব, ব্রহ্মা, তারিণী এবং প্রকৃতিতে সর্ব্বদা এক ও অভিন্ন সত্ত্বারূপে চিন্তা করিবে। তাহারা সর্ব্বদা এক ও অভিন্ন সত্ত্বারূপে অবস্থিত। তারিণীদেবী সুখ, মোক্ষ, জয়, বিদ্যা, ধন, যশ, লক্ষ্মী ও রাজ্যভোগ প্রদায়িনী। সুতরাং তারিণীদেবীকে সর্বদা নৈবেদ্য, বিবিধ ভোজ্যবস্তু, গন্ধপুষ্প ও ধূপদীপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। আষাঢ় মাসে তাঁহার শয়ন এবং ভাদ্র মাসে তাঁহার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবে। ৭৭-৮১

আশ্বিনমাসে পশু, পায়স ও মোদক দ্বারা দেবীর বোধন* করিবে। হে সুন্দরি! রাত্রিকালে দেবীর বোধন করিবে। ৮২

দিবাভাগে দেবীকে প্রবোধ করিবে। রাত্রিকালে কখনও দেবীকে প্রবোধ করিবে না। হে প্রিয়ে! শুক্লাষ্টমী, মহাষ্টমী, ঘটাষ্টমী এবং মাঘ মাসের

১। 'স্বপ্নে'

* বোধন শব্দের অর্থ নিদ্রাভঙ্গ করা, জাগরিত করা। শ্রাবণ হইতে পৌষ সূর্যের গতি দক্ষিণ দিকে হয় বলিয়া তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে। দক্ষিণায়ন দেবতার রাত্রি এবং উত্তরায়ণ (মাঘ হইতে আষাঢ়) দেবতার দিন। রাত্রিকালে দেবতা নিদ্রিত থাকেন বলিয়া তাহার বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়।

রটন্ত্যাখ্যস্য মাঘস্য দেবীং সংপূজয়েৎ প্রিয়ে।
অথ পীঠার্চ্চনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে ॥ ৮৪
পীঠানাং পরমং পীঠং কামরূপং মহাফলং।
তত্র যঃ কুরুতে পূজাং সকৃদ্বাপি মহেশ্বরি ॥ ৮৫
সফলা সা পূজা লক্ষ্মীস্তস্য গেহে বসেৎ ধ্রুবং।
তস্মাৎ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলম্ ॥ ৮৬
তেষাং ফলং মহাদেবি বহু কিং কথ্যতে ময়া।
যত্র কোটিগুণৈঃ সার্দ্ধমাদ্যা বসতি তারিণী ॥ ৮৭
যৎ পীঠং ব্রহ্মণা বক্তুং গুপ্তং সর্ব্বসুখাবহং।
ততো দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মুনয়শ্চৈব ভাবজাঃ ॥ ৮৮
সর্ব্বে প্রাদুর্ভবন্ত্যত্র তেন গুপ্তং সদা কুরু।
দ্বিবিধং চৈব তৎ পীঠং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি ॥ ৮৯
ব্যক্তাদ্ গুহ্যং মহাপুণ্যং দুরাপং সাধকোত্তমৈঃ।
ব্যক্তং সর্ব্বত্র দেবেশি লভ্যতে কুলসুন্দরৈঃ ॥ ৯০

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে বিশেষভাবে দেবীর পূজা করিবে। হে কমলাননে। অনন্তর পীঠপূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৩-৮৪

[পীঠপূজা]

পীঠস্থানসমূহের মধ্যে কামরূপই শ্রেষ্ঠ এবং মহাফলপ্রদ। হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি একবারমাত্রও কামরূপে দেবীর পূজা করে, তাহার সে পূজা সফল হয় এবং লক্ষ্মী তাহার গৃহে নিশ্চয় বাস করেন। কামরূপ অপেক্ষা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে অর্চ্চনা করিলে শত গুণ অধিক লাভ হয়। ৮৫-৮৬

হে মহাদেবি! কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে পূজার ফল আমি বেশী আর কি বলিব? সে স্থলে অনন্তগুণ-সম্পন্না তারিণী স্বয়ং বাস করেন। ৮৭

সর্ব্বসুখাবহ এই গুপ্ত পীঠের বিষয় স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। তাহা হইতে দেব, দেবী ও মুনিগণ সকলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা গোপন করিবে। হে মহেশ্বরি! কামাখ্যা যোনিপীঠ গুপ্ত ও ব্যক্তরূপে দ্বিবিধ। ৮৮-৮৯

ব্যক্ত হইতেও গুপ্তযোনিপীঠ অধিকতর মহা পুণ্যপ্রদ এবং সাধকশ্রেষ্ঠগণের নিকটও অতি দুর্লভ। হে দেবেশি! কুলসাধকগণ ব্যক্ত যোনিপীঠ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হন। ৯০

একশ্চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞঃ পূজার্হস্তত্র ভৈরবি।
সর্ব্ব এব সুরাঃ পূজ্যাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯১
একী চেৎ যুবতী চৈব পূজিতা চাবলোকিতা।
সর্ব্ব এব পরা দেবাঃ[১] পূজিতাঃ কুলভৈরবি ॥ ৯২
আদাবন্তে চ মধ্যে চ লক্ষপূর্ণো বিশেষতঃ।
ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্বিলিপ্যতে ॥ ৯৩
পূর্ব্বার্জ্জিতং ফলং নাস্তি কা কথা পরজন্মনি।
নর[২]শক্তিং পক্ষি-শক্তিং পশু-শক্তিঞ্চ ভৈরবি ॥ ৯৪
পূজয়েদ্দ্বিগুণং কর্ম্ম সগুণং সাধয়েৎ যতঃ।
পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যাৎ পীঠদর্শনম্ ॥ ৯৫
তদা যত্র পীঠপূজা মনসা ন হি জায়তে।
দেবীকোট্টে মহাভাগাং উড্ডীয়ানে চ ভৈরবীম্ ॥ ৯৬
যোগনিদ্রাং কামরূপে মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
কাত্যায়নীং কামভূমৌ কামাখ্যাং কামদায়িনীম্ ॥ ৯৭

হে ভৈরবি! য়োনিপীঠে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি একজন থাকিলেও তিনি সমস্ত দেবতার দেবতারও পূজার্হ। ইহা ধ্রুব সত্য, এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে কুলভৈরবি! একজন কুলযুবতীও যদি সেই কামাখ্যা যোনিপীঠে দৃষ্ট হয় ও পূজিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত পরা দেবী সেস্থলে পূজিত হন। ৯১-৯২

তারিণী পূজার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, বিশেষতঃ লক্ষজপ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যে সাধক কুলযুবতীর পূজা করে না, সে ব্যক্তি নানাবিধ বিঘ্নমধ্যে পতিত হয়। ৯৩

এবং তাহার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলও নষ্ট হয়. সুতরাং পর জন্মের আর কথা কি? হে ভৈরবি! নরশক্তি, পক্ষিশক্তি ও পশুশক্তিকে দ্বিগুণ পূজা করিবে। তাহা হইলে উগ্র সগুণ সাধন প্রাপ্ত হয়। পুরশ্চরণকালে যদি ভাগ্যবশতঃ যোনিপীঠ দর্শন হয়, তাহা হইলে, দেবীকোটে মহাভাগাকে, উড্ডীয়ানে ভৈরবীকে, কামরূপে যোগনিদ্রাকে, কামভূমিতে মহিষাসুরমর্দ্দিনী ও কাত্যায়নীকে, কামাখ্যায় কামদায়িনীকে, জালন্ধরে পূর্ণেশীকে এবং পূর্ণশৈলে

১। দেব্যঃ। ২। নব।

জালন্ধরে চ পূর্ণেশীং পূর্ণশৈলে চ চণ্ডিকাং।
কামরূপে ততো দেবি পূজা দিক্কর-বাসিনী ॥ ৯৮
অথবা কামরূপস্য দর্শনং যদি ভাগ্যতঃ।
তদা ভগাদি-দেবীনাং পূজা তত্র বিধীয়তে ॥ ৯৯
যদি ভাগ্যবশেনৈব কুলদৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০০
ভগিনীং ভগজিহ্বাঞ্চ ভগাস্যাং ভগমালিনীং।
ভগদন্তাং ভগাক্ষীঞ্চ ভগকর্ণাং ভগাম্বিকাম্ ॥ ১০১
ভগনাসাং ভগস্তনীং ভগস্থাং ভগসর্পিণীং।
সংপূজ্য তাভ্যো গন্ধাদ্যৈ র্মানসে-গুরুমেব চ ॥ ১০২
নমস্কৃত্য বিধানেন স্বয়মক্ষোভিতঃ প্রিয়ে।
শিবাবলিশ্চ দাতব্যঃ পশুরূপা সনাতনী[১] ॥ ১০৩

চণ্ডিকাকে মনে মনে [মানসিক] পূজা করিবে। হে দেবি! তৎপর কামরূপে দিক্কর বাসিনীর পূজা করিবে। [পুরশ্চরণকালে যোনিপীঠ দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও যদি উক্ত মানসিক পূজা না করে তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্মফল নষ্ট হয়।] ৯৪-৯৮

অথবা যদি ভাগ্যবশতঃ পুরশ্চরণকালে যোনিপীঠ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ যোনিপীঠে নিম্নলিখিত ভগাদি দেবীর পূজা করিবে। ৯৯

যদি সাধক ভাগ্যবশতঃ কুলদৃষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে যোনিপীঠে ভগাদি দেবীর মানসিক পূজা করিবে। ১০০

[ভগাদি দেবী যথা ঃ—] ভগিনী, ভগজিহ্বা ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী, ভগকর্ণা, ভগাম্বিকা, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা, ভগসর্পিণীকে পূজা করিবে। তৎপর গন্ধাদিদ্বারা গুরুকেও ঐ যোনিপীঠে মানসিক পূজা করিবে। ১০১-১০২

[শিবাবলি]

হে প্রিয়ে! তৎপর যথাবিধানে নমস্কার করিয়া সাধক স্বয়ং অক্ষোভিত হইয়া পশুরূপা সনাতনীকে শিবাবলি প্রদান করিবে। সাধক, বিল্বমূলে, প্রান্তরে

১। পশুরূপ-সনাতনী।

বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ।
মাংসপ্রদানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ১০৪
কালী কালীতি বক্তব্যে তদ্রূপা শিবরূপিণী।
পশুরূপধরায়াতি পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ১০৫
ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং[1] মুখমুত্তোল্য সুস্বরং।
তদৈব সফলং তস্য নান্যথা কুলভূষণে ॥ ১০৬
অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাং।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃ-তর্পণম্ ॥ ১০৭
তত্রৈব কুলসেব্যানাং নিত্যতা কুলপূজনে।
পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে ॥ ১০৮
শিবারাবেণ তস্মাত্তু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতং।
জপ-পূজা-বিধানন্তু যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ ॥ ১০৯
গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রৌদিতি নির্জ্জনে।
একয়া ভুজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ভৈরবি ॥ ১১০

বা শ্মশানে সন্ধ্যাকালে "কালি কালি" উচ্চারণ করিয়া মাংস নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ইহাই শিবাবলী। উক্তরূপে "কালি কালি" উচ্চারণ করিলে শিবারূপিণী মহামায়া তাহার পরিবারবর্গ সহ সে স্থানে আগমন করেন। ১০৩-১০৫

হে কুলভূষণে! শিবাগণ বলি ভক্ষণ করিয়া যদি ঈশানকোণের দিকে মুখোত্তলন পূর্ব্বক সুস্বরে চিৎকার করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ শিবাবলি সফল হইয়াছে জানিবে। কখন ইহার অন্যথা হয় না। ১০৬

শিবাকে প্রত্যহ অন্নদানে অবশ্যই তুষ্ট করিবে। এবং প্রত্যহ নিত্যশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা বন্দনা ও পিতৃতর্পণ করিবে। ১০৭

কুলপূজনে কুলসেবিদিগের নিত্যসেবনীয় পশুরূপা শিবাদেবীকে নির্জ্জনে যে সাধক প্রত্যহ অর্চ্চনা করে না, শিবারবে নিশ্চয়ই তাহার সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিবাবলি প্রদান বা নির্জ্জনে শিবাকে অর্চ্চনা না করিলে, জপ, পূজা প্রভৃতিতে সাধকের যাহাকিছু সুকৃতি লাভ হয়, শিবা তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া সাধককে শাপ প্রদান করতঃ নির্জ্জনে রোদন করে। হে ভৈরবি! যে স্থানে

১। যদৈশান্যং।

তত্রৈব সর্ব্বদেবীনাং প্রীতিঃ পরমদুর্ল্লভা।
তেন সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পূজনং মহৎ ॥ ১১১
রাজাদি-ভয়মাপন্নে দেশান্তর-ভয়াদিকে।
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ ॥ ১১২
গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নি-রূপিণি।
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব ॥ ১১৩
এবমুচ্চার্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজনঃ প্রিয়ে।
যদি নো ভুজ্যতে দেবি তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥ ১১৪
শুভং যদি ভবেত্তত্র ভুজ্যতে তদশেষতঃ।
আচার-নিয়মং দেবি শৃণুষ্বাবহিতা ততঃ ॥ ১১৫
প্রাতরুত্থায় মন্ত্রজ্ঞঃ কুলবৃক্ষং প্রণম্য চ।
শিরঃ-পদ্মে গুরুং ধ্যাত্বা তৎসুধা-প্লাবিতং স্মরেৎ ॥ ১১৬

একটি শিবাও পূজিত হয়, সে স্থলে পরম দুর্লভ সর্ব্বদেবীর প্রীতিলাভ হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে শিবার্চ্চনা রূপ মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। ১০৮-১১১

রাজভয় উপস্থিত হইলে, দেশান্তর গমন বা অন্য যে কোন কারণে ভয় উপস্থিত হইলে, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ শিবাবলি প্রদান করিবে। ১১২

"গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব।" [মন্ত্রার্থ—হে দেবি, মহাভাগে কালাগ্নিরূপিণি শিবে! আমার প্রদত্ত বলি (পূজোপহার) গ্রহণ কর। শুভ ও অশুভ ফল প্রকাশ করিয়া বল ও তোমার বলি গ্রহণ কর।] ১১৩

এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঐ সকল শুভাশুভ কর্ম্মের ফল জ্ঞাপনার্থ কুলসাধক শিবাবলি প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! শিবা যদি ঐ বলি ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে কোন শুভফল হইবে না জানিবে। যদি শিবা সমস্ত বলি নিঃশেষে ভোজন করে তাহা হইলে সাধকের ফল শুভ হইবে। হে দেবি! অনন্তর অবহিত চিত্তে দৈনন্দিন কুলাচার বিধি শ্রবণ কর। ১১৪-১১৫

[দৈনন্দিন আচার]

মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কুলবৃক্ষকে* প্রণাম করিবে। তৎপরে সহস্রারে গুরুকে ধ্যান করিয়া সহস্রারচ্যুত সুধাধারা সর্ব্বদেহ প্লাবিত হইতেছে, এই রূপ চিন্তা করিবে। ১১৬

---

* পরবর্ত্তী ১১৯ শ্লোকে কুলবৃক্ষ কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

মানসৈরুপচারৈস্তু তমারাধ্য নিরাময়ঃ।
মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ॥ ১১৭
সূর্য্যকোটি-প্রতীকাশাং সুধাপ্লাবিতবিগ্রহাং।
তৎপ্রভা-পটল-ব্যাপ্তং স্বশরীরং বিচিন্তয়েৎ॥ ১১৮

শ্লেষ্মান্তক-করঞ্জাখ্য-নিম্বাশ্বত্থ-কদম্বকাঃ।
বিল্বো বটোঽপ্যশোকশ্চ ইত্যষ্টৌ কুলপাদপাঃ॥ ১১৯

বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ॥ ১২০

তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা।
সর্ব্বথা ন চ কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ॥ ১২১

স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণং।
স্ত্রীসঙ্গিনা সদভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়ামপি॥ ১২২

মানসোপচারে সহস্রারে গুরুকে পূজা করিয়া, কোটিসূর্য্যপ্রভা-সম্পন্না ও সুধাপ্লাবন-রূপা মূলবিদ্যারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া তাঁহার দীপ্তিতে, সাধক স্বীয় শরীরকে পরিব্যাপ্ত ও প্রভাযুক্ত চিন্তা করিবে। ১১৭-১১৮

শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ [চালতা গাছ], করঞ্জা গাছ, নিম্ববৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ, কদম্ববৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ, বটবৃক্ষ ও অশোকবৃক্ষ—এই আটটি বৃক্ষের প্রত্যেকটিই কুলবৃক্ষ নামে অভিহিত হয়। ১১৯

বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা—যেরূপ নারীই দৃষ্ট হউক না কেন, তাহাকে শক্তিরূপিণী চিন্তা করিয়া মনে মনে নমস্কার করিবে। ১২০

কখনও নারীদিগকে প্রহার করিবে না বা নারীনিন্দা করিবে না। নারী-দিগের প্রতি কুটিল বা অপ্রিয় ব্যবহারও সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। ইহার অন্যথা ব্যবহার করিলে সাধকের সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হয়। ১২১

নারীকে সর্ব্বদা দেবীরূপা, প্রাণস্বরূপা, ভূষণস্বরূপা এবং সঙ্গীরূপিণী কল্পনা করিবে। এমন কি, নিজের পত্নীকেও ইহার অন্যথা চিন্তা করিবে না। ১২২

বিপরীত-রত্যাসক্তা* ভবিতা হৃদয়োপরি।
তদ্ধস্তা-রচিতং পুষ্পং তদ্ধস্তা-রচিতং জলম্ ॥ ১২৩
তদ্ধস্তা-রচিতং ভোজ্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
অন্য-মন্ত্র-পুরস্কারং নিন্দাঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৪
এতদন্যতমং[১] ধ্যাত্বা সোঽপি স্যাৎ পূর্ণফলভাক্।
ন ভোক্তব্যং ন বা কার্য্যং ন চারণমিতস্ততঃ ॥ ১২৫
ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা তথৈব চ।
বলিদানং বিনা দেবি হিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৬
অথোচ্যতে মহাদেবি সময়াচারস্তত্ত্বতঃ।
শৃণু দেবি রহস্যং মে সময়াচার-লক্ষণম্ ॥ ১২৭
যেন বিনা ন সিদ্ধন্তি মন্ত্রাঃ কল্পশতৈরপি।
মানবঃ কুলশাস্ত্রাণাং কুলাচারানুচারিণাম্ ॥ ১২৮

নারীকে কুলকুণ্ডলিনীরূপে বিপরীত রতিতে আসক্তা হইয়া উদ্ধ্বদিকে হৃদয়োপরি [অনাহত চক্র পর্য্যন্ত] উত্থিত ও তৎস্থানস্থ শিবের সহিত যুক্ত চিন্তা করিবে। নারীর হস্ত চয়িত পুষ্প, নারীর হস্তপ্রদত্ত জল, নারীহস্ত রচিত ভোজ্য দেবতাকে নিবেদন করিবে। শক্তিমন্ত্র ভিন্ন অন্যমন্ত্রের নিন্দা বা প্রশংসা উভয়ই বর্জ্জন করিবে। ১২৩-১২৪

উক্তপ্রকারে যে কোন নারীকে চিন্তা করিলেই সাধক পূর্ণ ফলভাগী হইয়া থাকে। ইতস্ততঃ ভক্ষণ বা বিচরণ বা নিষ্ফল কর্ম করিবে না। ১২৫

অকারণ প্রাণিহিংসা ও পশুহিংসা করিবে না। হে দেবি! বলিদান ব্যতীত সর্ব্বত্র অকারণ হিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জন বরিবে। ৯২৬

॥ সময়াচার ॥

হে মহাদেবি! অনন্তর আমি তত্ত্বতঃ সময়াচার বলিতেছি। হে দেবি! সময়াচার-রহস্য ও লক্ষণ শ্রবণ কর। ১২৭

সময়াচার যথাযথরূপেপ্রতিপালিত না হইলে, কুলশাস্ত্র-কথিত কোন বিষয় বা কুলাচারিদিগের কোন মন্ত্রই শতকল্পেও সিদ্ধি প্রদান করে না। ১২৮

১। একদ্ ব্রহ্মতমং।

* উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে গতিকে স্বাভাবিক রতি এবং নিম্ন হইতে বিপরীতক্রমে উদ্ধ্ব-দিকে গমনই বিপরীত রতি।

উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচার-তৎপরঃ।
পরনিন্দা-সহিষ্ণুঃ স্যাত্তুপকার-রতঃ সদা ॥ ১২৯

পর্ব্বতে বিপিনে ব্যাপি নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে।
চতুষ্পথে কলা-মধ্যে যদি দৈবাৎ গতির্ভবেৎ ॥ ১৩০

ক্ষণং ধ্যাত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেৎ যথাসুখং।
গৃধ্রং দৃষ্ট্বা মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদলক্ষিতঃ ॥ ১৩১

ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জম্বুকীং যমদূতিকাং।
কুররং শ্যেন-ভূকাকৌ কৃষ্ণমার্জ্জারমেব চ ॥ ১৩২

কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে।
কুলাচার-প্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ১৩৩

শ্মশানঞ্চ[1] শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্।
প্রণম্যানেন মন্ত্রেণ মন্ত্রী মন্ত্রফলং লভেৎ ॥ ১৩৪

সাধক সর্ব্বদা উদার চিত্ত ও বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ, অন্যকর্ত্তৃক স্বীয় নিন্দা-সহিষ্ণু এবং সর্ব্বদা পরোপকার-রত হইবে। ১২৯

যদি দৈবাৎ কখনও পর্ব্বতে, অরণ্যে, নির্জ্জনস্থানে, শূন্যমণ্ডপে, চতুষ্পথে বা কলা-মধ্যে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষণকাল দেবীর ধ্যান করিয়া, মন্ত্র জপ করতঃ তারিণীকে প্রণাম করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্যস্থলে প্রস্থান করিবে। গৃধ্র-দৃষ্ট হইলে মনে মনে মহাকালীকে নমস্কার করিবে, যমদূতিকারূপী জম্বুকী দৃষ্ট হইলে মনে মনে ক্ষেমঙ্করীকে এবং কুরর পক্ষী, শ্যেন, ভূকাক বা কৃষ্ণ-মার্জ্জার দেখিলেও ক্ষেমঙ্করীকে মনে মনে—

"কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে।
কুলাচার-প্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবে। ১৩০-১৩৩

[পথিমধ্যে] শ্মশান বা শব (পাঠান্তর মতে—শ্মশানস্থ শব) দৃষ্ট হইলে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তৎপর—

১। শ্মশানস্থং।

ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটি-শব্দপ্রণাদিনী।
ঘূর-ঘোররবাস্ফারে[১] নমস্তে চিতিবাসিনি॥ ১৩৫
রক্তপুষ্পাং রক্তবস্ত্রাং বিলোক্য ত্রিপুরাত্মিকাং।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১৩৬
বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি।
ভগ্যোদয়-সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি॥ ১৩৭
কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজপুত্রকং।
হস্ত্যশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকান্ বীরপূরুষান্॥ ১৩৮
মহিষং কুলনাথঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দ্দিনীং।
জয় দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে॥ ১৩৯
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তু তে।
মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্য-মাংসং বর-স্ত্রিয়ম্॥ ১৪০

"ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটিশব্দ-প্রণাদিনি।
ঘূর-ঘোর-রবাস্ফারে নমস্তে চিতিবাসিনি॥"

এই মন্ত্রে তারিণীকে প্রণাম করিবে। তাহা হইলে মন্ত্রসাধক তদ্দ্বারা মন্ত্রফল লাভ করে। ১৩৪-১৩৫

রক্তপুষ্পা ও রক্তবস্ত্রপরিহিতা ত্রিপুরাত্মিকা* নারী দর্শন করিলে মনে মনে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবে। [প্রণাম মন্ত্র :—]

"বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়-নাশিনি।
ভাগ্যোদয়-সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি।" ১৩৬-১৩৭

[পথিমধ্যে] কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণপুষ্প, রাজা, রাজপুত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, অস্ত্রফলক, বীরপুরুষ, মহিষ বা শিববিগ্রহ দর্শন করিলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মহিষমর্দ্দিনীকে প্রণাম করিবে। [প্রণাম মন্ত্র :—]

"জয় দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তু তে।"

মদ্যভাণ্ড, মৎস্য, মাংস ও বরনারী দর্শন করিলে, নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভৈরবীদেবীকে প্রণাম করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে? [প্রণাম মন্ত্র :—]

১। স্ফালে।

* ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র সাধনকারিণী নারী।

দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিমৃশেন্মনুং।
রোগ-বিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে ॥ ১৪১
নমামি বরদে দেবি, মুণ্ডমালা-বিভূষিতে।
কুলভক্ত-প্রসন্নাস্যে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে ॥ ১৪২
করালবদনে শ্যামে নমস্তে সুরসুন্দরি।
রক্তমাংস-সমাকীর্ণ-বদনে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ১৪৩
এতেষাং দর্শনাদ্দেবি যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে পুরশ্চরণ-প্রকরণং
নাম একাদশঃ পটলঃ ॥ ১১ ॥

"রোগবিঘ্নবিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে।
নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ॥
কুলভক্ত-প্রসন্নাস্যে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
করালবদনে শ্যামে নমস্তে সুরসুন্দরি ॥
রক্তমাংস-সমাকীর্ণ-বদনে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥" ১৩৮-১৪৩

হে দেবি! উল্লিখিত বিষয়সমূহ দর্শনপথে আসিলেও সাধক যদি শক্তিমন্ত্রোচ্চারণে উক্তরূপে প্রণাম না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ১৪৪

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে, পুরশ্চরণ, মহাশঙ্খমালা, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য,
তর্পণাভিষেক, হোম, নৈমিত্তিকাচার, পীঠার্চ্চন, শিবাবলি,
আচার-নিয়ম ও সময়াচার নামক একাদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ পটলঃ

[কাম্যানুষ্ঠান-নির্ণয়ঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ষট্‌কর্ম্ম-সিদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি সুন্দরি ।
সিদ্ধমন্ত্রৈঃ প্রকুর্ব্বীত কাম্যকর্ম্মাণি নান্যথা ॥ ২
সিদ্ধিলক্ষং যদা দেবি উচ্যতে তদ্‌শেষতঃ ।
মনোরথানামক্লেশ-সিদ্ধিঃ সিদ্ধিশ্চ ঈরিতা ॥ ৩
খ্যাতির্ভূষণ-বাহাদি-লাভঃ সুচির-জীবিতা ।
আরোগ্যমতিসম্বাদ-সহিষ্ণুত্বং কৃতজ্ঞতা ॥ ৪

[ষট্‌কর্ম্মসিদ্ধিবিধান, ষটকর্ম্ম সাধনে ঋতু-কাল, দেবতার বর্ণ, দেবতার অবস্থান ভাব, মন্ত্রযোজনা, আসন, দেবতার ধ্যান, তিথিবার, তর্পণ, জপ, হোম, বলি, নিগ্রহকরণ, শান্তি ও রক্ষাকবচ ; জাত বালকের সংস্কারবিধি ।]

দেবী কহিলেন, হে দেবদেবেশ, হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ! অধুনা ষট্‌কর্ম্মসিদ্ধির উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি ! হে সুন্দরি ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । কেবল মাত্র সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা কাম্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিবে । ইহার অন্যথাচরণ করিবে না । অর্থাৎ অসিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা কখনও কাম্যকর্ম্ম করিবে না । ২

অনন্তর আমি বিশদভাবে মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছি । বিনা আয়াসে মনোরথ সিদ্ধিকেই মন্ত্রসিদ্ধি বলা হয় । ৩

মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইলে খ্যাতি, ভূষণ, বাহন, অতি দীর্ঘজীবন, আরোগ্য, জনগণের প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা লাভ হয় । হে ভামিনি ! কথিত

প্রত্যক্ষ-সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধি-মন্ত্রস্য ভাবিনি।
সিদ্ধমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যাঃ প্রয়োগা নান্যথা প্রিয়ে॥ ৫

হোমস্তর্পণপূজা চ ভাবনা জপ এব হি।
মন্ত্রস্য চরণঞ্চৈব মারণোচ্চাটনে তথা॥ ৬

এতানি কাম্য-কর্ম্মাণি প্রয়োগেন সমাচরেৎ।
শান্তিং পুষ্টিং তথা বশ্যমাকর্ষণ-চতুষ্টয়ম্॥ ৭

ষট্‌কর্ম্মাণি প্রয়োক্তানি নিগ্রহে নিধনং তথা।
রোগ-কৃত্যা-গ্রহাদীনাং বিনাশঃ শান্তিরীরিতা[১]॥ ৮

পুষ্টির্ধনজনাদীনাং জ্ঞানাদীনাঞ্চ কথ্যতে।
জন-সম্বলনং বশ্য-মাকর্ষণাত্মস্যাৎকৃতম্॥ ৯

উচ্চাটনাদি-করণং নিগ্রহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
জনানাং প্রাণহরণং মারণং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১০

আছে যে এই সকল মন্ত্রসিদ্ধির প্রত্যক্ষ ফলমাত্র। সিদ্ধমন্ত্রের দ্বারাই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে প্রিয়ে! কদাপি ইহার অন্যথা করিবে না। ৪-৫

কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োগে বা মারণোচ্চাটনে, বা মন্ত্রের অন্য কোন কাম্য আচরণে সর্ব্বদা হোম, তর্পণ, পূজা, ধ্যান ও জপ করিবে। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ ও আকর্ষণ—এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যেও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। ৬-৭

নিগ্রহকরণ ও নিধন কার্য্যও ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত। রোগাক্রমণ, কৃত্যা (আভিচারিক কর্ম) বা গ্রহাদির মন্দ প্রভাব বিনাশ করার নিমিত্ত সম্পাদিত কার্য্যকে শান্তিকর্ম্ম নামে অভিহিত করা হয়। ৮

ধন, জন, জ্ঞান, বিদ্যা, লোকপ্রিয়তা প্রভৃতির বৃদ্ধিকে পুষ্টি কর্ম্ম, জনগণকে বশীকরণ ও আকর্ষণ কর্ম্মকে বশীকরণ ও আকর্ষণ বলা হয়। ৯

উচ্চাটনাদি কার্য্যকে নিগ্রহকরণ বলা হয়। লোকসকলের প্রাণহরণ কার্য্যকে মারণ বলা হয়। ১০

১। রীরিতঃ, রীরিতাঃ।

সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ স্যুর্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে ॥ ১১।
বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাঢ্য-শরদ্ধেমন্ত-শৈশিরাঃ।
হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি ॥ ১২
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।
প্রাবৃট্ উচ্চাটনে জ্ঞেয়ঃ শরন্মারণ-কর্ম্মণি ॥ ১৩
বশ্যে চাকর্ষণে স্তম্ভে রক্তবর্ণং বিভাবয়েৎ।
নির্ব্বশীকরণে শান্তৌ সিতঞ্চ পরিভাবয়েৎ ॥ ১৪
পীতং স্তম্ভনকার্য্যেষু ধূম্রমুচ্চাটনে স্মরেৎ।
উন্মাদে শুক্লগোপাভং কৃষ্ণবর্ণন্তু মারণে ॥ ১৫

[ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদনে ঋতুনির্ণয়।]

— সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর বসন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি ঋতু গণনা করিবে। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম চারিঘণ্টা বসন্ত, তৎপর চারিঘণ্টা গ্রীষ্ম, তৎপর চারিঘণ্টা বর্ষা, তৎপর চারি ঘণ্টা শরৎ, তৎপর চারিঘণ্টা হেমন্ত এবং তৎপর চারিঘণ্টা শীত ঋতু বলিয়া জানিবে। অহোরাত্র এইরূপে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত-ক্রমে অহোরাত্রকে বিভাগ করিবে। হেমন্তকালে শান্তিকর্ম্ম এবং বসন্তে বশীকরণ কর্ম্ম করিবে। ১১-১২

শীতকালে স্তম্ভন, গ্রীষ্মকালে বিদ্বেষণ, বর্ষাকালে উচ্চাটন এবং শরৎকালে মারণ কার্য্য করিবে। ১৩

[ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদনকালে দেবীর বর্ণ]

বশীকরণ, আকর্ষণ এবং স্তম্ভনকার্য্যে দেবীকে রক্তবর্ণা চিন্তা করিবে। শান্তিকর্ম্মে এবং বশীকরণ কার্য্য নষ্ট করণার্থে দেবীকে শ্বেতবর্ণা চিন্তা করিবে। ১৪

স্তম্ভনকার্য্যে দেবীকে পীতবর্ণা এবং উচ্চাটনে দেবীকে ধূম্রবর্ণা ধ্যান করিবে। উন্মাদকরণ কার্য্যে দেবীকে শ্বেত (রক্ত?) গোপকীটবর্ণা এবং মারণে দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা ধ্যান করিবে। ১৫

উত্থিতং মারণে ধ্যায়েৎ সুপ্তমুচ্চাটনে তথা।
উপবিষ্টং সুরেশানি বশ্যাদৌ পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬

আসীনং শ্বেতবর্ণন্তু শান্তিকে পরিচিন্তয়েৎ।
যানমার্গে স্থিতং কৃষ্ণং তামসং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭

সাত্ত্বিকে মোক্ষলাভানাং রাজসি রাজ্যমিচ্ছতাং।
তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্ ॥ ১৮

মারণে বিষ-সংহারে গ্রহভূত-নিবারণে।
উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে প্রভবন্ত প্রপূজ্যতে[১] ॥ ১৯

অন্তে নাম ভবেন্মন্ত্রং পল্লবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রান্তে নাম-সংস্থানং যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২০

শান্তিকে পৌষ্টিকে বশ্যে প্রায়শ্চিত্ত-বিশোধনে।
মোহনে দীপনে যোগং প্রবদন্তি মণীষিণঃ ॥ ২১

[ষট্কর্ম্মকালে দেবীর অবস্থান ভাব]

হে সুরেশানি! মারণ কার্য্যে দেবীকে দণ্ডায়মানা, উচ্চাটনে সুপ্ত এবং বশীকরণাদি কার্য্যে দেবীকে উপবিষ্ট অবস্থায় ধ্যান করিবে। ১৬

শান্তিকার্য্যে দেবীকে শ্বেতবর্ণা এবং উপবিষ্ট অবস্থায় এবং তামসকার্য্যে দেবীকে গমনশীল অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণা-রূপে ধ্যান করিবে। ১৭

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মোক্ষলাভার্থে, রজগুণী রাজ্যলাভার্থে এবং তমোগুণী ব্যক্তি শত্রুনাশ, ব্যাধিনাশ, বিষনাশ, গ্রহভূতাদির প্রভাব-নাশ, উচ্চাটন বা বিদ্বেষণ প্রভৃতি সকল কর্ম্মে প্রথমে দেবীর পূজা করিবে। ১৮-১৯

[ষট্কর্ম্মার্থ মন্ত্রযোজনা]

মন্ত্রের শেষে সাধ্য ব্যক্তির নাম যোজনা করিলে তাহাকে পল্লবমন্ত্র বলা হয়। মন্ত্রান্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যুক্ত করিলে তাহাকে যোগ বলা হয়। ২০

সকলপ্রকার শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, বিশোধন, মোহন ও দীপন কর্ম্মে মন্ত্রান্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যুক্ত করিয়া কার্য্য করিবে। ২১

১। প্রপূজতে।

স্তম্ভনোচ্চাটনোচ্ছেদ-বিদ্বেষে চ স চোচ্যতে।
মন্ত্রাভিমুখ্যকরণে সর্ব্বপাপ-নিবারণে॥ ২২

জ্বরগ্রহারিষ্ট-কৃত্যা-শান্তিকে চ স চোচ্যতে।
সম্মোহনে স এবাথ মন্ত্রাণামক্ষরাণি চ॥ ২৩

একৈকান্তরিতং যত্তু গ্রথনং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
তচ্ছান্তিকে বিধাতব্যং নাম্নাদ্যন্তে সদা[১] মনুঃ॥ ২৪

তৎ সংপুটো ভবেত্তত্তু যামলে পরিভাষিতং।
স্তম্ভো মৃত্যুঞ্জয়োদ্দিষ্টো রক্ষণাদিষু সংপুটে॥ ২৫

দ্বি-ত্রি-মন্ত্রাক্ষরং তস্য মধ্যে নামাক্ষরং ক্রমাৎ।
গ্রথ্যতে স বিদর্ভস্তু বশ্যাকর্ষণপৌষ্টিকে॥ ২৬

এবং যোগক্রমঃ প্রোক্তঃ কর্ম্মকালে মণীষিভিঃ।
বহ্নিকার্য্যে জপেৎ স্বাহাং নমঃ সর্ব্বত্র পূজনে॥ ২৭

স্তম্ভন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, উচ্ছেদকরণ, আকর্ষণ, সর্ব্বপ্রকার পাপ নিবারণ, জ্বর ও গ্রহারিষ্ট এবং কৃত্যা-নাশকরণ, শান্তিকার্য্য এবং সম্মোহনে মন্ত্রান্তে সাধ্য ব্যক্তির নাম যোগ করিয়া কার্য্য করিবে। একটি মন্ত্রের অক্ষর এবং তৎপর সাধ্য ব্যক্তির নামের একটি অক্ষর—এইরূপে পর পর মন্ত্রাক্ষর এবং সাধ্য ব্যক্তির নামাক্ষর বসাইলে তাহাকে গ্রথন কহে। শান্তিকর্ম্মে সর্ব্বদা সাধ্য নামের আদি ও অন্তে গ্রথিত মন্ত্র বসাইয়া কার্য্য করিবে। ২২-২৪

সাধ্য নামের আদি ও অন্তে গ্রথিত মনু পুটিত করার [সংস্থাপন করার] ব্যবস্থা যামলে উক্ত হইয়াছে। স্তম্ভন, মৃত্যুঞ্জয় ও রক্ষণাদি কার্য্যে উক্তরূপে সংপুটিত মন্ত্র ব্যবহার করিবে। ২৫

দুই বা তিনটি মন্ত্রাক্ষরের পর ক্রমান্বয়ে সাধ্য ব্যক্তির দুই বা তিনটি নামাক্ষর যোগ করিলে তাহাকে বিদর্ভ মন্ত্র বলা হয়। বশীকরণ, আকর্ষণ এবং পৌষ্টিক কর্ম্মে বিদর্ভ মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ২৬

মনীষিগণ ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদনার্থ উক্তরূপে মন্ত্র প্রয়োগ বিধি কহিয়াছেন। হোম কার্য্যে সর্ব্বদা মন্ত্রান্তে স্বাহা এবং পূজাকালে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মন্ত্রান্তে নমঃ

১। যদা।

শান্তি-পুষ্টি-বশ-দ্বেষাকর্ষোচ্চাটন-মারণে।
স্বধা স্বাহা বষট্ হূঞ্চ বৌষট্ ফড়িতি যজেৎ ক্রমাৎ ॥ ২৮
পদ্মাসনং পৌষ্টিকে তু শান্তিকে স্বস্তিকাসনং।
আকৃষ্টে পার্ষ্ণিকং তদ্বৎ বিশেষে শত্রুনিগ্রহে[১] ॥ ২৯
অর্দ্ধস্বস্তিকমুচ্চাটে মারণাদৌ প্রশস্যতে।
শান্তি-পৌষ্টিক[২]-বশ্যেষু সুন্দরী শোভনাশয়া ॥ ৩০
সর্ব্বাভরণ-সন্দীপ্তা প্রাপ্তকাম-মনোরথা।
ধ্যাতব্যা দেবতা সম্যক্ সুপ্রসন্নাননাম্বুজা ॥ ৩১
আকর্ষণে বরারোহা প্রসারণে প্রশস্যতে।
সাধ্যস্যাকর্ষণে দ্বেষে ভর্ৎস্যমানো জনৈরিহ ॥ ৩২
তাড্যমানো যমৈর্দণ্ডৈ-র্দর্শিত-স্তত্ত্বকেন তু।
উলূক-বায়সারিষ্টৈ-গ্রস্তমুচ্চাটনে রিপুম্ ॥ ৩৩

শব্দ যোগ করিবে। শান্তি-পুষ্টি, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণ কার্য্যে যথাক্রমে স্বধা, স্বাহা, বষট্, হূং, বৌষট্ ও ফট্ শব্দ মন্ত্রান্তে যোজনা করিয়া পূজা করিবে। ২৭-২৮

[ষট্‌কর্ম্মের আসন]

পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মাসন, শান্তিকর্ম্মে স্বস্তিকাসন, আকর্ষণে এবং শত্রুনিগ্রহে পার্ষ্ণিক আসন। এবং উচ্চাটন ও মারণাদি কর্ম্মে অর্দ্ধ-স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে।

[ষট্‌কর্ম্মে দেবতার ধ্যান]

শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্মে দেবীকে অতিশয় সুন্দরী সুশোভন্ম, উদারহৃদয়-সম্পন্না, সর্ব্বাভরণসন্দীপ্তা, প্রাপ্তকামমনোরথা, সুপ্রসন্নাননাম্বুজরূপিণী ধ্যান করিবে। ২৯-৩১

আকর্ষণে দেবীকে হস্ত প্রসারণে আকর্ষণ-কারিণী ও ভর্ৎস্যমানারূপে ধ্যান করিবে। বিদ্বেষণ কর্ম্মে দেবীকে ভর্ৎসনা-কারিণীরূপে ধ্যান করিবে। ৩২

ক্রূর কর্ম্মে দেবী যমদণ্ড দ্বারা শত্রুকে তাড়না-করিতেছেন—এইরূপ ধ্যান করিবে। উচ্চাটনকর্ম্মে শত্রুকে পেচক, বায়স এবং বিবিধ অরিষ্ট [অমঙ্গল]

১। শত্রুবিগ্রহে। ২। পুষ্টিক।

স্তম্ভনে শিলয়াক্রান্তং কৃষ্যে পর্ণাদিবৎ স্মরেৎ।
ব্যাপ্তশ্চ তক্ষকৈ রাজ-পুরুষস্য বপুর্যথা ॥ ৩৪

ব্যাঘ্রেণ হিংস্রকৈর্বাপি হন্যতে মারণে রিপুঃ।
জপঞ্চ কুরুতে সম্যক্ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রুধা ॥ ৩৫

কর্ম্ম কুর্য্যাৎ যথান্যায়ং মন্ত্রী ক্রূরেষু কর্ম্মসু।
পৌষ্টিকাদীনি কর্ম্মাণি যদ্বার-তিথি-যোগতঃ ॥ ৩৬

প্রযোক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সংপ্রোচ্যতেঽধুনা।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ॥ ৩৭

বুধেজ্য-বার-সংযুক্তা শান্তিকর্ম্মণি পূজিতা।
নবমী পৌষ্টিকে শস্তা অষ্টমী নবমী তথা ॥ ৩৮

দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রাদি-সংযুতা।
আকর্ষণেঽপ্যমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা ॥ ৩৯

পৌর্ণমাসী মন্দভানু-যুক্তা বিদ্বেষ-কর্ম্মণি।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তদ্বদভুষ্টমন্দবারকাঃ ॥ ৪০

দ্বারা পরিবেষ্টিত কল্পনা করিবে। স্তম্ভনে শত্রুকে শিলা দ্বারা আক্রান্ত, আকর্ষণে অভীষ্ট ব্যক্তিকে পর্ণবৎ এবং মারণ কর্ম্মে শত্রুকে সর্পপরিবেষ্টিত, রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত, ব্যাঘ্র বা অন্য হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত—রূপে চিন্তা করিবে। মারণ কর্ম্মে ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া জপ করিবে। ৩৩-৩৫

[ষট্‌কর্ম্মের তিথি ও বার]

সমস্ত ক্রূর কর্ম্ম সম্পাদন কালে সাধক সর্ব্বদা যথা নির্দ্ধারিত নিয়মে কার্য্য করিবে। পুষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য ষট্ কর্ম্ম যে যে বার ও যে যে তিথিতে যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে অধুনা আমি তাহার বিবরণ বলিতেছি। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী বা সপ্তমী তিথিতে বুধবার বা অন্য শুভবারে শান্তিকর্ম্ম করিবে। অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী তিথিতে রবি বা শুক্রবার যুক্ত হইলে তাহা পুষ্টি কর্ম্মে প্রশস্ত। আকর্ষণ কার্য্যে প্রতিপদ, নবমী ও অমাবস্যা প্রশস্ত। ৩৬-৩৯

বিদ্বেষণ কর্ম্মে শনি বা মঙ্গলবার যুক্ত পূর্ণিমা তিথি অথবা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীযুক্ত শনি বা মঙ্গল বার প্রশস্ত। ৪০

উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষে চ বিশেষতঃ।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ॥ ৪১

মন্দভৌমাদিনোপেতা শস্তা মারণ-কর্ম্মণি।
বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা॥ ৪২

পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি।
শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাৎ শুভানি চ শুভোদয়ে॥ ৪৩

রৌদ্র-কর্ম্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণং।
মধুনা তর্পণং প্রোক্তং সর্ব্বকাম-প্রপূরকম্॥ ৪৪

মন্ত্রসিদ্ধিকরং দেবি মহাপাতক-নাশনং।
কর্পূর-মিশ্রিতৈস্তোয়ৈ-র্মাসমাত্রং হি তর্পয়েৎ॥ ৪৫

বশীকৃত্য নৃপান্ সর্ব্বান্ ভোগী স্যাৎ যাবদায়ুষং।
ঘৃতৈঃ পূর্ণায়ুষঃ সিদ্ধ্যৈ দুগ্ধৈরারোগ্য-সিদ্ধয়ে॥ ৪৬

উচ্চাটন কার্য্য সম্পাদনে ও উক্ত তিথিসমূহ প্রদোষকালে বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, কৃষ্ণপক্ষীয় অমাবস্যা তিথি শনি বা মঙ্গলবার যুক্ত হইলে তাহা মারণকর্ম্মে প্রশস্ত হয়। পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমাতিথিতে সোম বা বুধবার যুক্ত হইলে তৎকালে স্তম্ভন কর্ম্ম প্রশস্ত। শুভ তিথিতে এবং শুভ বারে শুভ কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। ৪১-৪৩

রিক্তাতিথিতে রবিবারে, মৃত্যু যোগে, রৌদ্র ও মারণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

[ষট্‌কর্ম্মে তর্পণ]

মধুদ্বারা তর্পণ করিলে, সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। হে দেবি! মধুদ্বারা তর্পণ করিলে মহাপাতক নাশ হয় এবং মন্ত্র সিদ্ধি লাভ হয়। কর্পূর-মিশ্রিত জল দ্বারা একমাস তর্পণ করিবে। কর্পূর মিশ্রিত জল দ্বারা সমস্ত নৃপগণও বশীভূত হয় এবং সাধক আজীবনকাল ভোগসুখ প্রাপ্ত হয়। ঘৃত দ্বারা তর্পণ করিলে সাধক পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হয় এবং রোগ মুক্তির জন্য সর্ব্বদা দুগ্ধদ্বারা তর্পণ করিবে। ৪৪-৪৬

অগুরু-মিশ্রিতৈ-স্তোয়ৈঃ সর্ব্বকালং সুখী ভবেৎ।
নারিকেলোদকৈর্ম্মিশ্রৈ-স্তোয়ৈঃ সর্ব্বার্থ-সিদ্ধয়ে॥ ৪৭

মরীচ-[১]মিশ্রিতৈ-রুষ্ণতোয়ৈঃ শত্রূন্ বিনাশয়েৎ।
কেবলৈরুষ্ণতোয়ৈস্তু শত্রুমুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ॥ ৪৮

জ্বরারিষ্টো ভবেত্তেন দুগ্ধসেকাৎ শমং নয়েৎ।
হবিষ্যাশী মুক্তকেশো জপাদযুতমাদরাৎ॥ ৪৯

গদ্য-পদ্যময়ী বাণী তস্য সর্ব্ববিধা ভবেৎ।
উচ্চাটয়তি পিঙ্গাক্ষী সন্ত্রাসয়তি কেকরান্॥ ৫০

বিদ্রাবয়তি মুক্তা স্যাৎ সন্ত্রাসয়তি ঘূর্ণিতা।
সংক্ষোভয়তি সংক্রুদ্ধা সন্তাপয়তি উন্নতা[২]॥ ৫১

অগুরুমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিলে সর্ব্বকালে সুখ লাভ হয়। নারিকেলোদক মিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। ৪৭

উষ্ণজলে মরিচ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তর্পণ করিলে শত্রু নাশ হয়। কেবলমাত্র উষ্ণ জলদ্বারা তর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রু উচ্চাটিত হয়। ৪৮

এবং শত্রুজ্বর ও মৃত্যু অর্থাৎ পূর্বোক্ত মরিচ জলে তর্পণ করিলে শত্রুর জ্বর ও অমঙ্গল, লক্ষণাক্রান্ত হয়। কিন্তু পুনরায় দুগ্ধদ্বারা তর্পণ করিলে, ঐ দোষ নষ্ট হয় এবং শত্রু জ্বর ও বিপদ হইতে মুক্ত হয়।

[ষট্‌কর্ম্মার্থ জপবিধান]

হবিষ্যাশী হইয়া মুক্তকেশে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ৪৯

এইরূপ জপের ফলে সাধক সর্ব্বদা গদ্য-পদ্যময়ী বাণী লাভ করে। জপকালে দেবীকে পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা চিন্তা করিলে উচ্চাটন এবং উর্দ্ধ চক্ষু চিন্তা করিলে সংত্রাসন কার্য্য সিদ্ধ হয়। ৫০

দেবীকে জপকালে উন্মুক্তারূপিণী চিন্তা করিলে দ্রাবণ এবং ঘূর্ণিতলোচনা চিন্তা করিলে সংত্রাসন কার্য্য সিদ্ধ হয়। জপকালে দেবীকে ক্রোধান্বিতা চিন্তা করিলে সংক্ষোভন এবং ক্রুদ্ধা ও উন্নতদেহী চিন্তা করিলে সন্তাপন কার্য্য সিদ্ধ হয়। ৫১

১। মরীচৈঃ। ২। উন্নতঃ।

সঙ্কোচয়তি সংরুদ্ধা পূরকং বা প্রবোধয়েৎ ।
অত্র সর্ব্বং প্রকর্ত্তব্যং ভাবনা-মাত্র-চিন্তনম্ ॥ ৫২

শতাভিজপ্তমাত্রেণ রোচনা-তিলকং নরঃ ।
কৃত্বা পশ্যতি যং মন্ত্রং তং কুর্য্যাদ্দাসবজ্জগৎ ॥ ৫৩

পুষ্করিণ্যা জলেঽগাধে যষ্টিকাষ্ঠং তমোগ্রহে ।
দন্তেনানীয় তত্তূর্ণং কীলকং তেন কারয়েৎ ॥ ৫৪

তেন মধু-ঘৃতাক্তেন পদ্মিনী-পদ্ম-পত্রকে ।
লিখেৎ সূত্রাবলী-মধ্যে মূলমন্ত্র-বিদর্ভিতম্ ॥ ৫৫

তৎকুণ্ডে চতুরস্রে তু নিক্ষিপ্য জুহুয়াদপি ।
সহস্রং ক্ষীরনীরাক্তং পদ্মানাং লোহিত-ত্বিষাম্ ॥ ৫৬

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মেযুগ্মং তথৈব চ ।
মহাপদ্মে পদং ব্রূয়াৎ পদ্মাবতি-পদং ততঃ ॥ ৫৭

জপকালে দেবীকে অবরুদ্ধা চিন্তা করিলে সঙ্কোচসাধন কর্ম্মের ফল লাভ হয় এবং তদ্বিপরীত ভাবে চিন্তা করিলে সঙ্কোচ সাধনের ফল দূর হয়। কেবল মাত্র চিন্তা দ্বারাই জপকালে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ৫২

একশতবার মন্ত্র জপ করিয়া গোরোচনা দ্বারা সাধক তিলক করিবে। তৎপর সাধক যাহাকে দর্শন করিবে, সেই তাহার দাসবৎ বশ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত জগৎ তাহার বশ্য হয়। ৫৩

পুষ্করিণীর অগাধ জলে তমোগ্রহে (উগ্র গ্রহে) যষ্টি কাষ্ঠ (যষ্টি মধু) দন্তের দ্বারা আনিয়া, তাহার দ্বারা শীঘ্র কীলক (গোঁজা) করাইবে। তাহা মধু ও ঘৃত লিপ্ত করিয়া পদ্মিনী (পদ্মময় স্থানে) পদ্ম পত্রে সূত্রাবলী-মধ্যে মূল-মন্ত্র বিদর্ভিত* করিয়া লিখিবে। তাহা কুণ্ডে ও চতুরস্রে নিক্ষেপ করিয়া হোমও করিবে। ক্ষীর (দুগ্ধ) ও জলের দ্বারা লিপ্ত করিয়া রক্তাভ পদ্মের দ্বারা সহস্র হোম (নিম্ন মন্ত্রে) করিবে। প্রথমে প্রণব (ওঁ-কার) উচ্চারণ করিয়া, তারপর পদ্মে-যুগ্ম ('পদ্মে পদ্মে-এইরূপ দুইবার)। তারপর 'মহাপদ্মে' পদ বলিবে। পরে পদ্মাবতি-পদ, তৎপর মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা অর্থাৎ 'ওঁ পদ্মে

---

* বিদর্ভিত মন্ত্রের প্রকার ২৬ সংখ্যক শ্লোকে দেখুন।

মায়া স্বাহা চ মন্ত্রেণ যথাপূর্ব্বং বলিং হরেৎ।
এবং য কুরুতে কর্ম্ম স স্যাৎ দ্রুত-কবির্বরঃ ॥ ৫৮
উপচার-বিশেষেণ রাজপত্নীং বশং নয়েৎ।
রাজানং জপমাত্রেণ বলিনা সকলং জগৎ ॥ ৫৯
রম্ভা-জাতী-বীজপূরং সুগন্ধি-পরিমিশ্রিতং।
মিশ্রীকৃত্য বলিং দদ্যাদিষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৬০
প্রয়োগে বালমন্ত্রোঽয়ং প্রয়োগাৎ সাধয়েৎ যদি।
অর্দ্ধরাত্রে ততো নিত্যং বলিং দদ্যাচ্চতুষ্পথে ॥ ৬১
পরসৈন্য-গ্রহারিষ্ট-রোগ-কৃত্যা-নিবারণং।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য উগ্রতারে ততঃ পরম্ ॥ ৬২
বিকটদংষ্ট্রে পর-পক্ষং মোহয়-দ্বয়মুচ্চরেৎ।
মারয়-খাদয়-দ্বন্দ্বং হিংস-দ্বয়ং বদেত্ততঃ ॥ ৬৩
যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রে-
স্তান্ ছেদয় হূং ফট্ স্বাহা।
পরবিদ্যামাকর্ষয় আকর্ষয় ছেদয় ছেদয়
কপালে গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ॥ ৬৪

পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতি হ্রীং স্বাহা' এই মন্ত্রের দ্বারা যথাপূর্ব বলি প্রদান করিবে। এইরূপ যে কর্ম করে, সে স্বভাব-কবি-শ্রেষ্ঠ হয়। ৫৪-৫৮

বিশেষ বিশেষ বলি প্রদান করিয়া রাজপত্নীকেও বশীভূত করা যায়। কেবলমাত্র মন্ত্রে জপ দ্বারা রাজাকে এবং বলিদ্বারা সমস্ত জগৎ বশীভূত করা যায়। ৫৯

রম্ভা, জাতিফল ও টোবা লেবু সুগন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিবে। অষ্টমীতিথিতে এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিশেষভাবে বলি প্রদান করিবে। ৬০

শত্রুসৈন্য নিরোধকল্পে, গ্রহারিষ্ট এবং রোগ-কৃত্যাদি নিবারণার্থে—'ওঁ উগ্রতারে বিকটদংষ্ট্রে পরপক্ষং মোহয় মোহয় মারয় মারয় খাদয় খাদয় হিংস হিংস যে মাং হিংসিতুমুদ্যতা যোগিনীচক্রেস্তান্ ছেদয় হূং ফট্ স্বাহা। পরবিদ্যামাকর্ষয় আকর্ষয় ছেদয় ছেদয় কপালে গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা'—এই মন্ত্রোচ্চারণে কার্য্য করিবে। ৬৩-৬৪

অথোচ্যতে মহাদেবি নিগ্রহাদ্যুপযোগতঃ ।
শ্মশানাঙ্গারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি ॥ ৬৫

কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্ত-তন্তুনা[১] ।
শতাভিমন্ত্রিতং দেবি নিক্ষিপেদ্ বৈরিবেশ্মনি ॥ ৬৬

সপ্তাহাভ্যান্তরে তেষামুচ্চাটনমিদং মহৎ ।
নরাস্থিনি[২] লিখেন্মন্ত্রং ক্ষীরযুক্ত-হরিদ্রয়া ॥ ৬৭

সহস্রং পরিসংজপ্য নিশায়াং শনিবাসরে ।
নিক্ষিপ্যতে যস্য গেহে মৃত্যুস্তস্য দ্বিমাসতঃ ॥ ৬৮

ক্ষেত্রে তু শস্যহানিঃ স্যাৎ জীবহানিস্তুরঙ্গমে ।
ধনহানি র্ধনাগারে গ্রাম-মধ্যে তু তৎক্ষয়ঃ ॥ ৬৯

ক্ষীরস্তু শ্যেনবিট্‌যুক্তো বিড্‌বা লবণ-সংযুতঃ ।
দ্বেষে তু বিলিখেন্মন্ত্রং প্রেতকর্পটকে সুধীঃ ॥ ৭০

হে মহাদেবি! অনন্তর আমি নিগ্রহাদি করণোপায় বলিতেছি। মঙ্গলবারে রাত্রিকালে শ্মশানাঙ্গার গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপর ঐ কৃষ্ণবস্ত্রকে রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ তাহাকে একশতবার মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর তাহা শত্রুগৃহে নিক্ষেপ করিলে এক সপ্তাহ মধ্যে সেই শত্রু উচ্চাটিত হয়। হরিদ্রামিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা মনুষ্যাস্থিতে মন্ত্র লিখিয়া এক সহস্রবার তাহাকে মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, শনিবারে নিশাকালে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, দুই মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। ৬৫-৬৮

ঐ মন্ত্রপূতঃ মনুষ্যাস্থি উক্তরূপে শস্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে শস্যহানি, অশ্বশালায় নিক্ষেপ করিলে অশ্বহানি, ধনাগারে নিক্ষেপ করিলে ধনহানি এবং গ্রামমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ঐ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ৬৯

দুগ্ধের সহিত বাজপক্ষীর বিষ্ঠা অথবা বিট্‌লবণ মিশ্রিত করিয়া মৃত মনুষ্যের কপালাস্থিতে বিদ্বেষণার্থ মন্ত্র সহযোগে দ্বেষ্য ও দ্বেষক এতদুভয়ের নাম

১। তন্তা। ২। নরাস্থনি।

দ্বেষ্য-দ্বেষকয়ো র্নাম অস্য দ্বেষো মহান্ ভবেৎ।
মন্ত্রং লিখেন্মহাদেবি হৃল্লেখা রেফমধ্যতঃ॥ ৭১
অমুকং মারয় মারয় লিখিত্বা সহস্রং পরিজপ্য চ।
দ্বেষে ত্বমুকামুকয়ো-র্দ্বেষং কুরু কুরু ইত্যন্তে জপং পার্ব্বতি॥ ৭২
উচ্চাটন-পদং প্রোক্তং পিঙ্গাখ্যং তদনন্তরং।
ষট্‌কূট-মন্ত্রমুচ্চার্য্য সাধ্য-সংজ্ঞান্বিতং পুনঃ॥ ৭৩
রিপু-র্দেশান্তরং যাতি কাকপক্ষী ইবাপরঃ।
পরমন্ত্র-বীর্য্যহানি-প্রকারং শৃণু কথ্যতে॥ ৭৪
বহ্নিকূটে রিপোর্বিদ্যাং লিখিত্বা পত্রকামলে[১]।
শ্মশানে মন্ত্রমুচ্চার্য্য পুটীকৃত্য বিদর্ভ্য চ॥ ৭৫
সহস্রনামভি র্জপ্ত্বা বিদ্যা ন চ ফলপ্রদা।
সিদ্ধয়শ্চ বিনশ্যন্তি দেবানামপি দুর্লভা॥ ৭৬
যন্মনুং তন্মনুং দিব্যং নবোদিতঃ শশী যথা।
ক্ষণে ক্ষণে তু তেজস্বী রিপুদৃষ্টিগতোঽপি চ॥ ৭৭

লিখিবে। ইহার দ্বারা তাহাদের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ জন্মে। হে মহাদেবি! মন্ত্রের প্রথমে 'হ্রীং রং' লিখিয়া, তৎপর মন্ত্রমধ্যে 'অমুকং মারয় মারয়' লিখিবে। তৎপর মন্ত্রান্তে পুনরায় 'হ্রীং রং' লিখিয়া, ঐ মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবে। হে পার্ব্বতি! বিদ্বেষণার্থে মন্ত্রমধ্যে 'অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু কুরু' লিখিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। ৭০-৭২

প্রথমে উচ্চাটন পদ (উচ্চাটয়), তারপর পিঙ্গ শব্দ, তারপর ষট্‌কূট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় সাধ্য নাম (শত্রুর নাম) উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে শত্রু কাক পক্ষীর মত অন্য দেশে চলিয়া যাইবে। অন্যের মন্ত্রের শক্তি-হানির প্রকার বলা হইতেছে, শ্রবণ কর। বহ্নিকূটে শত্রুর বিদ্যা পত্রে লিখিয়া শ্মশানে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তৎপর ঐ মন্ত্র পুটিত ও বিদর্ভিত করিয়া সহস্র নামের সহিত জপ করিলে শত্রুর বিদ্যা ফলপ্রদ হয় না। শত্রুর দেবাদির দুর্লভ সিদ্ধিও নষ্ট হয়। এ মন্ত্র দিব্য নবোদিত চন্দ্রের মত ক্ষণে-ক্ষণে শত্রুর দৃষ্টিগোচর হইলেও তেজস্বী হয়। ৭৩-৭৭

১। কমলে?

শান্তিকাদৌ লিখেন্মন্ত্রং কথ্যতে শৃণু সুন্দরি।
যোনি-যুগ্মে লিখেন্মন্ত্রং[১] মন্ত্রী হেম-শলাকয়া ॥ ৭৮

ক্লীবহীনান্ দীর্ঘবর্ণান্ ষট্কোণে বিলিখেত্ততঃ।
অষ্টপত্রেষ্বষ্টবর্ণান্ তদ্বহি র্ভূপুর-দ্বয়ম্ ॥ ৭৯

অষ্টবজ্রং ভূপুরে চ লিখেত্তৎ সাধকোত্তমঃ।
সুবর্ণপট্টে ভূর্জ্জে বা রৌপ্যে বাপ্যথ সুব্রতে ॥ ৮০

বিলিখেদ্ধেম-লেখন্যা গন্ধাষ্টক-সমন্বিতং।
দূর্ব্বাকাণ্ডেন বা লিখ্যং দশমূলেন বা পুনঃ ॥ ৮১

বেষ্টিতং পীতবস্ত্রেণ যত্নেন পরিবেষ্টয়েৎ।
বধ্নীয়াৎ পট্টসূত্রেণ শিশূনাং কণ্ঠভূষণম্ ॥ ৮২

[রক্ষা ও শান্তিকবচ]

হে সুন্দরি! শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মের (শুভকর্ম্মের) যন্ত্র (কবচ) লেখক-প্রণালী কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। মন্ত্রসাধক স্বর্ণশলাকা দ্বারা (প্রথমে একটির অভ্যন্তরে অন্যটি সন্নিবেশিত করিয়া) দুইটি যোনি যন্ত্র (ত্রিভুজ বা সমকোণী ত্রিভুজ যাহার একটি রেখা ঊর্দ্ধ্বদিকে দিক্‌চক্রবালের সহিত সমান্তরাল এবং অন্য দুই বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত হইয়া যে বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে, তাহা ঠিক সমান্তরাল ঊর্দ্ধ্ববাহুর মধ্যবিন্দুর নিম্নে অবস্থিত) অঙ্কিত করিবে। ৭৮

তৎপর ঐ যোনি-যন্ত্রের বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম এবং তাহার বহির্ভাগে ভূপুরদ্বয় অঙ্কিত করিবে। ঐ যোনিযন্ত্রের ষট্‌কোণে, আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ—এই ছয়টি অক্ষর বিন্যাস করিবে। তৎপর ঐ ভূপুর-দ্বয়ের অষ্টকোণে অষ্টবজ্র অঙ্কিত করিবে। হে সুব্রতে! সাধকোত্তম, স্বর্ণে, রৌপ্যে বা ভূর্জ্জপত্রে, হেমলেখনী, দূর্ব্বাকাণ্ড বা দশমূল দ্বারা গন্ধাষ্টক সাহায্যে উক্ত যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ৭৯-৮১

তৎপর ঐ যন্ত্রকে সযত্নে পীতবস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া, পট্টসূত্র দ্বারা বন্ধন করতঃ শিশুর কণ্ঠভূষণ করিবে। ৮২

১। লিখেদ্‌যন্ত্রং ?

স্ত্রীণাং বামভুজে চৈবমন্যেষাং দক্ষিণে ভুজে।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৮৩

ইয়ং রক্ষা পুরা বদ্ধা জ্ঞানার্থং গৌতমাদিভিঃ।
প্রীত্যর্থং তারিণী-দেব্যাঃ সংগ্রামে জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৮৪

কালিকা-মন্ত্র-তন্ত্রোক্তান্ প্রয়োগানপি চাচরেৎ।
অত্রোক্তান্ সম্যক্ তত্রাপি প্রয়োগানপি চাচরেৎ ॥ ৮৫

যথা বালক-সংস্কারো শৃণু পর্ব্বত-নন্দিনি।
দক্ষিণ-পাণিনা মধু-লাজাভ্যাং জিহ্বায়াং বালকস্য চ ॥ ৮৬

নাড়ীচ্ছেদাৎ তথা পূর্ব্বং লিখেৎ স্বর্ণ-শলাকয়া।
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী ওষ্ঠে বা শ্বেতদূর্ব্বয়া ॥ ৮৭

বাক্যোচ্চারণমাত্রেণ বাগ্মী দ্রুত-কবির্ভবেৎ।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিং কুর্য্যাৎ সুশোভনম্ ॥ ৮৮

এই কবচ (যন্ত্র) পুরুষের দক্ষিণহস্তে এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তে বন্ধন করিবে। এই যন্ত্রপ্রভাবে বন্ধ্যাও পুত্রলাভ করে এবং নির্ধনও ধনবান হয়। ৮৩

পুরাকালে গৌতমাদি মুণিগণ জ্ঞান লাভার্থ এই রক্ষাযন্ত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। সংগ্রামে জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণও তারিণীদেবীর প্রীত্যর্থে এই রক্ষা-যন্ত্র ধারণ করিবে। ৮৪

(শান্তি, পুষ্টি; রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে) তন্ত্রোক্ত কালিকা মন্ত্রও প্রয়োগ করিবে। ৮৫

হে পর্ব্বত-নন্দিনি! এক্ষণে জাত বালকের সংস্কারবিধি শ্রবণ কর। নাড়ীচ্ছেদের পর মন্ত্রসাধক দক্ষিণহস্তে স্বর্ণশলাকা (লেখনী) বা শ্বেতদূর্ব্বা (লেখনী) গ্রহণ করতঃ মধু ও খই দ্বারা জাত বালকের জিহ্বায় ওষ্ঠে মূলমন্ত্র লিখিবে। ৮৬-৮৭

(ইহার ফলে জাত বালক) বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুত বাগ্মিতা ও কবিত্ব শক্তি লাভ করে। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সুশোভন পঙ্‌ক্তি রচনাক্রমে জাত বালকের জিহ্বায় বা ওষ্ঠে উক্তরূপে মন্ত্র লিখিবে ৮৮।

আদৌ সংস্কারং কর্ত্তব্যং তদন্তে বিলিখেন্মনুং।
গন্ধ-চন্দন-পুষ্পৈশ্চ তদন্তে পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৮৯
পিতুর্ভ্রাতা লিখেন্মন্ত্রং মাতুর্ভ্রাতা তথৈব চ।
পিতা চৈব লিখেন্মন্ত্রং নান্য এব কদাচন ॥ ৯০
মাতুঃ ক্রোড়ে তু সংস্থাপ্য বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য যত্নতঃ।
শান্তিং কুর্য্যাৎ বালকস্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ সংযুতঃ ॥ ৯১
ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি।
দেবেভ্যঃ পুষ্ণাতি সর্ব্বমিদং সজ্জলন্ম্[১] ॥ ৯২
শিব-শান্তিস্তারায়ৈ শবেভ্য-[২] স্তারায়ৈ।
রুদ্রেভ্য-স্তারায়ৈ শিবায় সেবয় যশসে ॥ ৯৩

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে কাম্যানুষ্ঠান-নির্ণয়ো
নাম দ্বাদশঃ পটলঃ ॥ ১২ ॥

প্রথমে জাত বালকের সংস্কার করিবে। তৎপর তাহার জিহ্বায় বা ওষ্ঠে উক্তপ্রকারে মন্ত্র লিখিবে। তৎপর গন্ধ, চন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা তারিণীর পূজা করিবে। ৮৯

জাত বালকের পিতা, পিতার ভ্রাতা, বা জাত বালকের মাতার ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কেহ বালকের জিহ্বায় বা ওষ্ঠে উক্তরূপে মন্ত্র লিখিবে না। ৯০

জাতবালককে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে শায়িত করতঃ ব্রাহ্মণসহ ঐ বালকের শান্তি বিধান করিবে। ৯১

কামজাতদের মধ্যে এইরূপ পুত্র কামনাকারী দেবতাদের পোষণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত উজ্জ্বল (সৎজন্ম)। শিব-শান্তি তারার উদ্দেশে, শব ও তারার জন্য, রুদ্রগণ ও তারার উদ্দেশে, যশের জন্য শিবের সেবা কর। ৯২-৯৩

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে কাম্যানুষ্ঠান নির্ণয়, ষট্‌কর্ম্মসাধনার্থ ঋতুকাল, দেবতার বর্ণ-অবস্থানভাব, মন্ত্রযোজনা, আসন, ধ্যান, তিথি-বারাদিবর্ণন-তর্পণ-জন্ম-হোম, বলি, নিগ্রহকরণ, রক্ষণযন্ত্র ও কবচ এবং জাত-বালক-সংস্কার নামক
দ্বাদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

১। শিবেভ্য (?) ২। সজ্জননং (?)

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

[মহাচীন-প্রকরণম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

মহাচীনক্রমং দেব কথিতং ভুবি দুর্ল্লভং।
গান্ধর্ব্বঞ্চ মহাচীনং ত্বৎ-যৎগুপ্ততরং মহৎ ॥ ১
মহাচীনক্রমং দেব সূচিতং ন প্রকাশিতং।
কথয়স্ব তদিদানীং যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

মহাচীনক্রমং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং।
ন বক্তব্যং ত্রিভুবনে শুদ্ধাভাবেন[1] ভাবিনি ॥ ৩
কেচিদ্দেবাঃ নরাঃ কেচিৎ দানবাঃ যক্ষ-রাক্ষসাঃ।
নাগলোকাঃ কিন্নরাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গনাঃ ॥ ৪
যে বা পশুমৃগাঃ পক্ষা[2] যে কেচিজ্জীবজাতয়ঃ।
এতে জড়দগবাঃ সর্ব্বে পরস্পর-খলাত্মকাঃ ॥ ৫

[মহাচীনাচার কথন]

দেবী কহিলেন—হে দেব। পৃথ্বীতলে দুর্লভ মহাচীন ক্রমের [পদ্ধতির] বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব ও মহাচীন তন্ত্রে কথিত বিষয়সমূহ হইতেও যাহা অধিকতর গোপনীয়, সেই মহৎ মহাচীনক্রম পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় নাই। হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাঁহা হইলে এখন আপনি তাহা আমাকে বিবৃত করুন। ১-২

ভগবান্ [সদাশিব] কহিলেন—হে দেবি। সমস্ত তন্ত্রেই মহাচীন ক্রমের [পদ্ধতির] বিষয় গোপন করা হইয়াছে অর্থাৎ কোন তন্ত্রেই মহাচীনক্রম কথিত হয় নাই। হে ভাবিনি! শুদ্ধির অভাববশতঃ ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করার যোগ্য নহে। ৩

দেব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগলোকবাসী, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ-মধ্যে কেহ কেহ এবং জীবজগৎ মধ্যে পশু, পক্ষী ও মৃগাদি যে কোন জীব আছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংস্র মনোভাবসম্পন্ন। ৪-৫

১। শুদ্ধভাবেন। ২। পক্ষী।

কুকল্পন-রতাঃ সর্ব্বে কুমার্গ-দর্শনোৎসুকাঃ।
এতেষু কোঽপি বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম চিন্মুখম্ ॥ ৬
ন জানাতি মহাদেবি কথং তৎ কথয়ামি তে।
নিত্যমুক্তস্বভাবো য-স্তদর্থমিদমীরিতম্ ॥ ৭
ক্ষমস্ব দেবি চার্ব্বঙ্গি বক্তব্যং কিং ত্বয়ানঘে ॥ ৮

দেব্যুবাচ—

নমস্তে শিবরূপায় নমস্তে গুরুরূপিণে।
নমস্তে বরদ স্বামিন্ করুণানিধয়ে নমঃ ॥ ৯
নান্যদেবরতা যে চ যে তৎপদকাঙ্ক্ষিণঃ।
তেষামেবাধিকফলং মদ্ভক্তানাং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০
সিংহ-ব্যাঘ্রাদয়ো যে চ যে চ বিঘ্নানুকারিণঃ।
রিপবশ্চ তথা সর্পাঃ যে চান্যে দুষ্টজন্তবঃ ॥ ১১
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি পতঙ্গ ইব পাবকে।
দেহে দীপশিখাকারং হন্যতে[১] দুষ্টজন্তুভিঃ ॥ ১২

ইহাদের সকলেই সর্ব্বদা কু-কল্পনারত এবং কু-মার্গদর্শনোৎসুক এবং ইহাদের কেহই চিন্ময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞাত নহে। হে মহাদেবি! যিনি নিত্যমুক্ত স্বভাব, এবং নিত্যমুক্ত চিৎস্বরূপ আনন্দই যাহার অর্থ, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান তোমাকে আমি কিরূপে বলিব? হে দেবি! হে চার্ব্বঙ্গি! আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা কর। তোমার অন্য বক্তব্য কি তাহা বল। ৬-৮

দেবী কহিলেন—শিবরূপী আপনাকে নমস্কার, গুরুরূপী আপনাকে নমস্কার, বরদ স্বামীরূপী আপনাকে নমস্কার, এবং করুণাসাগর আপনাকে নমস্কার। ৯

যাহারা অন্য দেবতার উপাসক বা যাহারা সেই সকল দেবপদ আকাঙ্ক্ষা করে, আমার ভক্তগণ তদপেক্ষা অধিক ফললাভ করে। আমার ভক্তদের বিঘ্নকারী—সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি দুষ্ট প্রাণী এবং শত্রুগণ, সকলেই অগ্নিতে পতঙ্গের ধ্বংসের ন্যায়, বিলয় প্রাপ্ত হয়। দেহস্থিত দীপশিখাকার চৈতন্যময়ীকে (শক্তিকে) দুষ্ট জন্তুগণ জানিতে পারে না। ১০-১২

১। ন জ্ঞাতং (?)

কেবলং প্রেমভাবেন ত্বয়ৈব কথিতং প্রভো।
কিংবা শিবময়ে পূত্বা আসনে পঞ্চদেবতাঃ ॥ ১৩
পৃথিবী জলতাং যাতি জলং তেজোময়ং ভবেৎ।
তেজো বায়ুস্তথা সর্ব্ব-মাকাশং তৎপ্রকাশকম্ ॥ ১৪
দানবাঃ রাক্ষসাঃ যক্ষাঃ যে চান্যে দেবতাগণাঃ।
রাজানশ্চ তথা চান্যে সর্ব্বে ত্বৎপদবর্ত্তিনঃ ॥ ১৫
আজ্ঞাং ভজন্তি গন্ধর্ব্বাঃ কিং পুন র্নরপুঙ্গবাঃ।
যত্র যত্র ভবেদ্ বাঞ্ছা তত্তৎসিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥ ১৬
সদা তাং গোপিতাং বাণীং ভয়াদ্ভবতি নিশ্চলা।
দ্বন্দ্বভাবং পরিত্যজ্য কিমন্যৎ বহুজল্পিতৈঃ ॥ ১৭
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী লভতে ধনং।
অন্তে চ জায়তে গৌরী-লোকে শিব ইবাপরঃ ॥ ১৮

হে প্রভো। কেবলমাত্র আপনিই প্রেম পরবশ হইয়া তাহার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। অথবা পঞ্চভূতকেই শিবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিলে, পৃথিবী জলে বিলীন হয় এবং জল তেজে বিলীন হয় অর্থাৎ তেজোময় হয়। তেজ বায়ুতে এবং বায়ু সেই পরমাশক্তি-প্রকাশক আকাশে বিলীন হয় অর্থাৎ আকাশে পরিণত হয়। ১৩-১৪

দানবগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, দেবতাগণ, রাজগণ বা অন্য যে কেহই হউক না কেন, সকলেই সেই পরমাশক্তির অধীন ও অনুসরণকারী। সেই পরমা-শক্তির নির্দ্দেশ গন্ধর্ব্বগণও পালন করে, সুতরাং নরপুঙ্গবগণের আর কথা কি? সেই পরমাশক্তিকে ভজনা করিলে, যেখানে যখন বাঞ্ছার (অভিলাষ, কামনা= বাসনা বা ইচ্ছার) উদয় হয় তাহাই তৎক্ষণাৎ করতল গত হয়। ১৫-১৬

সেই পরমাশক্তিকে সর্ব্বদা এইরূপে গোপন করা হইয়াছে যে বাণীও তাহার ভয়ে নিশ্চলা হইয়া যায়।

এই বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত এবং এই বিষয়ে অন্যান্য বহু জল্পনায় ফল কি? ১৭

সেই পরমাশক্তিকে ভজনা করিলে মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে, ধনার্থী ধন লাভ করে এবং সাধক মৃত্যুর পরে শিবতুল্য হইয়া গৌরীলোকে গমন করে। ১৮

সিদ্ধভাবন্ত ভক্ত্যা যঃ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
ন বক্তব্যমভক্তায় পরভক্তায় পাপিনে ॥ ১৯

শ্রীভগবানুবাচ—

মহাচীনক্রমং দেবি বিবিধং কথিতং ভুবি।
স্নানাদি-মানসং শৌচং মানসং প্রবরো* জপঃ ॥ ২০

পূজনং মানসং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকং।
সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২১

ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি।
বস্ত্রাসনস্থানগেহে দেহস্পর্শাদিবারিণঃ ॥ ২২

শুদ্ধিং ন চাচরেদত্র নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ।
নাত্র শুদ্ধেরপেক্ষাস্তি ন চামেধ্যাদি-দূষণম্ ॥ ২৩

যে ভক্তিযুক্ত ভাব দ্বারা সেই পরমা শক্তিকে লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধভাব আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ইহা ভক্তিহীন এবং অন্য দেবতার ভক্ত বা পাপী-দিগের নিকট কখনও বক্তব্য নহে। ১৯

ভগবান্ কহিলেন—হে দেবি! পৃথিবীতে বিবিধ প্রকার মহাচীনক্রম [পদ্ধতি] কথিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে স্নানাদি প্রকার শৌচই মানসিক। অর্থাৎ এই পদ্ধতি মতে স্নানাদি সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক শৌচই বর্জ্জনীয়, কেবল মাত্র মানসিক শৌচই (শুচিতা) একমাত্র শৌচ [পবিত্রতা] এবং মানসিক জপই শ্রেষ্ঠ জপ। ২০

এই বিধান মতে মানসপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং মানসিক তর্পণই একমাত্র তর্পণ। এই মতে সমস্তকালই মহাশক্তির আরাধনার্থ শ্রেষ্ঠ কাল এবং কোন কালই তদর্থে অশুভ নহে। এই বিষয়ে দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা অথবা মহানিশির মধ্যে কোন তারতম্য নাই। বস্ত্র, আসন, স্থান, গৃহ, বা দেহ স্পর্শাদি বিষয়েও কোন নিষেধাত্মক বিধি নাই। ২১-২২

এই বিধানে কোন প্রকার শুদ্ধি [অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ইত্যাদি] কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না। কেবলমাত্র মনকে নির্ব্বিকল্প [অর্থাৎ বাসনাহীন] করিবে। ২৩

---

* প্রবর—শ্রেষ্ঠ।

য এনং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিদং।
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে॥ ২৪
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ।
রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ॥ ২৫
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ।
মহানিশ্যশুচৌ দেহে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ॥ ২৬
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ।
জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যোর্দ্ধং[১] জপং চরেৎ॥ ২৭
স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ যত্র কুত্রাপি ভূতলে।
ভক্ষ্যাস্তাম্বূলমৎস্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যং যথারুচি॥ ২৮
মৎস্য-মাংস-দধি-ক্ষৌদ্র*-ভক্ষ্যদ্রব্যং যথেপ্সিতং।
ভক্তা[২]দ্যশেষরূপাণি ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চরেজ্জপম্॥ ২৯

যে মন্ত্র-সাধক এইরূপে মহাশক্তিকে চিন্তা করেন, তাহার সমস্ত কামনা সফল হয় এবং সভাস্থলে তাহার মুখ হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণী নির্গত হয়। ২৪

সেই সাধককে দর্শনমাত্রই প্রতিপক্ষ নিষ্প্রভ হইয়া যায়, রাজাও তাহার দাসত্ব স্বীকার করে—অন্যের আর কথা কি? ২৫

সর্ব্বদা স্নান না করিয়া এবং ভোজনান্তে দেবীর পূজা করিবে। মহানিশিতে অশুচি দেহে মূলমন্ত্রের দ্বারা বলি প্রদান করিবে। ২৬

কখনও স্ত্রীলোকের প্রতি দ্বেষ করিবে না এবং স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ-ভাবে পূজা করিবে। জপস্থানে মহাশঙ্খ প্রোথিত করিয়া তদুপরি বসিয়া জপ করিবে। ২৭

স্ত্রীগমন করিয়া, স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিয়া বা দর্শন করিয়া ভূতলে সমস্ত সাধনা করিবে। তাম্বূল, মৎস্য ও অন্যান্য দ্রব্য যথারুচি ভক্ষণ করিবে। ২৮

মৎস্য, মাংস, দধি, মধু প্রভৃতি এবং ভক্ত প্রভৃতি অশেষ (বহুপ্রকার) ভোজ্য দ্রব্য যদৃচ্ছা আহার করিয়া তৎপর জপে প্রবৃত্ত হইবে। ২৯

১। নিবেশ্যার্দ্ধং?

* ক্ষৌদ্র—মধুমক্ষিকাজাত অর্থাৎ মধু।

২। ভাবপ্রকাশে 'ভক্ত' প্রস্তুতের প্রণালী—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধুইয়া যখন স্ফীত হইবে, তখন ঐ তণ্ডুল তাহার পাঁচগুণ জলে পাক করিবে এবং সুসিদ্ধ হইলে উহা নামাইয়া মাড় (ফেন) গালিয়া ফেলিতে হইবে।

দিক্-কাল-নিয়মো নাত্র নিত্যাদি-নিয়মো ন চ।
ন জপে কাল-নিয়মো নার্চ্চাদিষু বলিম্বপি ॥ ৩০
স্বেচ্ছা-নিয়ম উক্তোঽত্র মহামন্ত্রস্য সাধনে।
নাধর্ম্মো বিদ্যতে দেবি কিন্তু ধর্ম্মো মহান্ ভবেৎ ॥ ৩১
স্বেচ্ছাচারোঽত্র গদিতঃ প্রচরেৎ হৃষ্টমানসঃ।
কৃতার্থং মন্যমানস্তু[১] সুসন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ॥ ৩২
পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ।
তদাবাদীৎ সুসিদ্ধান্তো হতঃ ক্ষিতিতলং বিশেৎ ॥ ৩৩
পর্ব্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ো যতমানসঃ।
কবিতাং লভতে সোঽপি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৪
পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা নিম্বং[২] খঞ্জনং শিখরং তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোবরম্ ॥ ৩৫

এই বিধানে দিক্‌কাল প্রভৃতির বাধ্যতামূলক নিত্যকর্ম্মেরও কোন নিয়ম নাই। জপ, পূজা, বলি প্রভৃতিতেও কোন কালাকাল নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ৩০

মহাশক্তির মহামন্ত্র সাধনোদ্দেশ্যে মহাচীনাচারমতে সাধনের সকল কার্য্যই স্বেচ্ছাচার নিয়মের অধীন। হে দেবি! এই বিধানে অধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই; বরং উহার অনুষ্ঠানে মহা ধর্ম্ম হইয়া থাকে। ৩১

স্বেচ্ছাচারই মহাচীনাচারের নিয়ম। সুতরাং হৃষ্টচিত্তে স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যে কোনরূপে এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। ৩২

পৃথিবীকে ঋতুমতী দর্শন করিয়া যদি সাধক প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে বাদানুবাদ কার্য্যে তাহার সুসিদ্ধান্ত দ্বারা বিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়। ৩৩

যদি কুলযুবতীর স্তনোপরি হস্তার্পণ করিয়া সাধক সংযত ও নির্ভয়চিত্তে মহামায়ার সাধ্যমন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সে কবিত্বশক্তি লাভ করে এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩৪

যদি সাধক কুলযুবতীর স্তনযুগল, যোনি, নয়নযুগল, মুখমণ্ডল, কেশরাজি, মস্তক, ছায়া, নাভিদেশ (পদ্ম, নিম্ব, খঞ্জন, শিখর, চামর, রবিবিম্ব, তিলপুষ্প,

---

১। মন্যমানস্তু।
২। বিম্বং।

ত্রিশূলং বীক্ষ্য জপ্ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ।
সুখপ্রসাদং সুমুখং সহাস্যঞ্চ সুলোচনম্ ॥ ৩৬

সুকেশং সুগতিং গন্ধং সুজনং সুখমেব চ।
লভতে চ যথাসৌখ্যং শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্ ॥ ৩৭

মহাচীনক্রমং[১] দেবি ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজ্য চ।
তদ্‌ক্রমোদ্ভব-পুষ্পেণ পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৮

স ভবেৎ কুলদেবশ্চ কুলক্রমগতঃ শুচিঃ।
ব্রহ্মতরোর্ম্মহাপদ্মে দেবীং ধ্যাত্বা যথাবিধি ॥ ৩৯

তৎসুধাসার-সারেণ তর্পয়েন্মাতৃকাননে।
স ভবেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো মাতৃণাঞ্চ ভবেৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪০

মহাচীন-ক্রমলতা-বেষ্টিতঃ সাধকোত্তমঃ।
রাত্রৌ যদি জপেন্মন্ত্রং সৈব-কল্পলতা ভবেৎ ॥ ৪১

সরোবর ও ত্রিশূল) দর্শন করিয়া অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সে যেরূপে সুখ, প্রসাদ, সুন্দর নয়ন, সুমধুর বাণী, সহাস্য আনন, সুকেশ, সুগতি, সুগন্ধ, সুজন-সাহচর্য সুখ ও সৌখ্য প্রাপ্ত হয়, হে পার্ব্বতি! তাহা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৩৬-৩৭

হে দেবি! মহাচীনক্রমকে (নগ্না কুলযুবতীকে) ধ্যান ও পূজা করিয়া ঐ কুলযুবতীর দেহজাত রজঃশোণিত দ্বারা ভক্তিভাবে মহাশক্তির পূজা করিবে। ৩৮

তৎপর ঐ কুলযুবতী গমন করিলে সাধক স্বয়ং শিবতুল্য হইয়া থাকে। সহস্রার পদ্মে যথাবিধি দেবীকে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ধ্যান করিয়া তৎপর ঐ শিবশক্তি-সংযোগ-জাত সহস্রারোৎপন্ন অমৃতধারা দ্বারা মাতৃকাননে তর্পণ করিবে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি তারিণীদেবীর প্রিয় এবং সাধকাগ্রগণ্য হইয়া থাকে। ৩৯-৪০

সাধক যদি রাত্রিকালে কুলযুবতীর সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সাধক স্বয়ং কল্পলতা-তুল্য লইয়া থাকে। ৪১

১। মহাচীনক্রমং দেবীং।

তিথিক্রমেণ সংখ্যাভি-র্লতাভি-র্বেষ্টিতো যদি।
তদা মাসেন সিদ্ধিঃ স্যাৎ সহস্র-জপমানতঃ ॥ ৪২

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং দ্বিগুণং যদি জপ্যতে।
তদৈব মহতী সিদ্ধি র্দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৪৩

তৎপার্শ্বে সাধ্যমাখ্যাতং আড়য়েদিষ্ট-বৃষ্টিভিঃ।
তত্র গচ্ছতি কামার্ত্তা যত্র তিষ্ঠতি সাধকঃ ॥ ৪৪

মহাচীন-ক্রমরসেনাক্তং পিণ্ডং বিধায় চ।
যন্নাম্না দীয়তে দেবি সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫

মহাচীন-ক্রমলতা-বেষ্টনেন তু যৎ ফলং।
তস্যাপি ষোড়শাংশেন কলাং নার্হন্তি তে শবাঃ ॥ ৪৬

শবাসনাধিকং ফলং লতাগেহে প্রবেশনং।
এবম্ভূতঃ সদা দেবি সাধকো ভুবি দুর্লভঃ ॥ ৪৭

যে তিথিতে জপ করিবে সেই তিথিক্রমসংখ্যক কুলযুবতী [অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে একজন, দ্বিতীয়াতে দুইজন, তৃতীয়াতে তিনজন, চতুর্থীতে চারিজন ইত্যাদি) দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাধক যদি প্রত্যহ একসহস্র মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে একমাসে মন্ত্র সিদ্ধিলাভ হয়। ৪২

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে সাধক যদি দ্বিগুণ সংখ্যায় জপ করে, তাহা হইলে সে দেবদুর্লভ মহতী সিদ্ধিলাভ করে। ৪৩

এই সিদ্ধির ফলে সাধক যে নারীকে কামনা করিয়া মন্ত্রমধ্যে ঐ নারীর নাম সংযোগকরতঃ মন্ত্র জপ করে, সেই নারী কামার্ত্তা হইয়া যেস্থানে সাধক অবস্থান করে, সেই স্থানে সাধকসমীপে গমন করে। ৪৪

মহাচীনাচার সাধনার্থ গৃহীত কুলযুবতীর রজঃ সহযোগে যাহার নামে পিণ্ড প্রদান করা হয়, হে দেবি! সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪৫

মহাচীনক্রমলতা (কুলযুবতী) আলিঙ্গন করিলে যে ফললাভ হয়, শবসাধনায় তাহার ষোড়শাংশ ফল লাভ হয় না। ৪৬

লতাগৃহে প্রবেশ (কুলযুবতীর সহিত রতিকার্য্য) দ্বারা শবাসন অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। হে দেবি! মহাচীনাচার সাধক ভূতলে অতীব দুর্লভ। ৪৭

যয়া কয়াপি দৃষ্টো বা যঃ কো বা ভুবি দৃশ্যতে।
সোঽপি দাসো ভবেৎ সদ্যো যেন বা দৃশ্যতে ভুবি ॥ ৪৮
এতৎপ্রকাশনাদ্দেবি মৃত্যু-র্ভবতি নান্যথা।
মহাভূতগণৈঃ সার্দ্ধং তস্য সর্ব্বং হরাম্যহম্ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে মহাচীনাচার-প্রকরণং নাম
ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩ ॥

সেই সাধক যে কোন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুক বা সেই সাধককে যে কোন ব্যক্তিই অবলোকন করুক না কেন—সেই ব্যক্তি সদ্য (তৎক্ষণে) ঐ সাধকের দাসত্ব স্বীকার করে। অথবা যাহা কিছু ভূতলে দৃষ্ট হয় তৎসমুদয় ঐ সাধকের বশীভূত হইয়া থাকে। ৪৮

হে দেবি! এই সাধনপদ্ধতি প্রকাশ করিলে সাধকের মৃত্যু হয়, ইহার কখনও অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি এই মহাচীনাচার পদ্ধতিতে সাধনকারী সাধকের অথবা এই মন্ত্রের নিন্দা করে, আমি মহাভূতগণসহ তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করি। ৪৯

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে মহাচীনাচার প্রকরণ নামক
ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

[সিদ্ধিমন্ত্রঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

শম্ভো ! সর্ব্ববিচারবর্য্যচতুরঃ সর্ব্বাগমানাং বিধি-
স্ত্বং দেবঃ সদসৎ-ফলৈক-নিপুণ-স্ত্বং ব্রহ্মবেদ্যো বিভুঃ।
সর্ব্বং বেৎসি মহেশ যন্ন ভবতা জ্ঞাতন্তু বিশ্বান্তরে,
তন্নৈবাস্তি ন জায়তে মম পুনর্ব্বাচ্যং বিচার্য্যং গুরো ॥ ১
যদুক্তো ভবতা মন্ত্রস্তৎ সর্ব্বং দুঃখ-সিদ্ধিদম্।
বিনা দুঃখৈর্ব্বিনা জাপৈস্তৎসিদ্ধিং ব্রূহি সত্বরম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

বিনা দুঃখৈর্ব্বিনা জাপৈর্ব্বিনা পুণ্যস্ত্রিয়াদিভিঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি ! ॥ ৩

[সিদ্ধিমন্ত্র অর্থাৎ জপ ও পুরশ্চরণ না করিয়াও সিদ্ধ হয় এইরূপ মন্ত্রকথন ; মন্ত্রসিদ্ধির উপায় স্বরূপ মন্ত্রশিখা, মন্ত্রের নিদ্রাকাল ও জাগ্রতকাল, মন্ত্রের দিবা ও নিশাকাল, পল্লব মন্ত্র, মন্ত্রের গ্রথন ও বিদর্ভ মন্ত্র ; অমৃতত্রয় পুটিত মন্ত্র ও অমৃতত্রয় কথন।]

হে শম্ভু ! তুমি সমস্ত শ্রেষ্ঠবিচারে দক্ষ, তুমি সমস্ত আগমের বিধিস্বরূপ, তুমি দেব সৎফল ও অসৎফল দানে একমাত্র দক্ষ, তুমি ব্রহ্মবেদ্য বিভু; হে মহেশ ! তুমি সমস্তই জান অর্থাৎ তুমি সুর্বজ্ঞ। এই বিশ্বমধ্যে যাহা তুমি জান না—তাহা নাই, তাহা জন্মে না। হে গুরো ! তাহা আমার বিচার্য্য নহে। ১

আপনি যে মন্ত্র বলিয়াছেন, সে সমস্তই দুঃখে সিদ্ধি দান করে অর্থাৎ দুঃখ না করিলে সেই সমস্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। দুঃখ বিনা জপ বিনা যাহাতে মন্ত্রের সিদ্ধি হয়, তাহা সত্বর বলুন ॥ ২

শ্রীভগবান বলিলেন—হে পর্বতনন্দিনি ! দুঃখ বিনা, জপ বিনা, পুণ্য স্ত্রী প্রভৃতি বিনা মন্ত্রসিদ্ধি বলিতেছি। তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩

যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ ভোগমোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
ন বক্তুমুচিতং লোকে তব স্নেহাদিহোচ্যতে ॥ ৪
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গুরুসিদ্ধি-পুরঃসরম্।
গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতম্ ॥ ৫
রহস্যং মন্ত্রসিদ্ধেস্তু[১] পুরশ্চর্য্যাদিকং বিনা[২]।
এতৎপ্রকাশনাল্লোকে[৩] মহাহানিঃ পদে পদে ॥ ৬
শিরসি লিখিত- ভানুং পঞ্চমান্ত্য-স্বরাঢ্যং,
দ্বিতয়মিদমপূর্ব্বং বীজমুগ্রপ্রভায়াঃ।
ক্ষণমপি স্বমনীনাং মণ্ডলান্তর্বিভাব্য[৫],
ক্ষপয়তি দুরদৃষ্টং বাদিরাট্ জায়তে সঃ ॥ ৭
স জয়তি রিপুবর্গান্ বাদিনশ্চাপি বাদে,
রময়তি[৬] রমণীনাং চিত্তমূর্ব্ব্যাং[৭] চিরায়ুঃ।

যাহার অনুষ্ঠানমাত্রের দ্বারা মানব ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা সাধারণ লোকের নিকট বলা উচিত নহে ; তবু তোমার স্নেহে আমি তাহা এখানে বলিতেছি ॥ ৪

যেহেতু তুমি জানিতে চাহিয়াছ, এই হেতু আমি গুরুসিদ্ধিপূর্বক মন্ত্রসিদ্ধি বলিতেছি। ইহা সমস্ত তন্ত্রে গুপ্ত হইলেও এই নীলতন্ত্রে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫

পুরশ্চরণাদি ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির রহস্য আছে। ইহা সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশিত হইলে পদে পদে মহাক্ষতি হইবে ॥ ৬

মস্তকে ভানু (বিন্দু-ং) বর্ণ লিখিত হইলে পঞ্চমান্ত ষষ্ঠ স্বরের দ্বারা যুক্ত হইলে ইহা অপূর্ব উগ্রপ্রভার দ্বিতীয় বীজ হয়। যিনি একক্ষণও মনোমধ্যে ইহা ভাবনা করিতে পারেন, তিনি দুরদৃষ্টসমূহকে নাশ করেন এবং বাদি-সম্রাট্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৭

তিনি শত্রুসমূহকে জয় করেন, বাদে বাদিগণকে জয় করেন ; রমণীগণের চিত্তে আনন্দ দান করেন, পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। কবিশ্রেষ্ঠের

১। সিদ্ধিশ্চ। ২। পুরশ্চর্য্যাদিভির্বিনা। ৩। প্রকাশমাত্রেণ মম।
৪। শিবশিখিসিত। ৫। ক্ষণমপি খননীনাং মান্ত-নান্ত-বিভাব্যং।
৬। স ভবতি? নময়তি ; লঘয়তি। ৭। চিত্তমোর্ব্বাং ; চিত্তচৌরঃ।

কলয়তি[1] কবিরাজৈরপ্যদৃষ্টং সুকাব্যং,
মধুমতিরপি হেয়া[2] কিং পুনঃ সিদ্ধসংঘাঃ[3] ॥ ৮

বর্দ্ধয়েৎ কবিশক্তিশ্চ অদৃষ্টা চাপ্যবিশ্রুতা।
তদাজ্ঞাবর্ত্তিনো[4] দেবা কে পুনর্বিঘ্নকারকাঃ ॥ ৯

কুলযুবতী-সুযোনৌ[5] মন্ত্রবর্ণান্ বিলিখ্য,
নিখিল-নিগম-মন্ত্রান্ সুপ্তদোষাদি-তুষ্টান্।
বিদিত-গুরুকুলান্ত-র্বাহ্যবর্ত্মান্[6] বিধিজ্ঞো,
মনুপুটিত-পটীয়ান্[7] সাধয়েৎ শান্তচেতাঃ ॥ ১০

কুলপথমনুসন্ধ্যং[8] যশ্চিতায়াং স্বভূমৌ,
তব জননি ! জন্মো য-স্তর্পয়েত্তীর্থতোয়ৈঃ।
রুধির-বর-সুপুষ্পৈ[9]র্গন্ধ-মাল্যানুলেপৈঃ
রচিত-যুবতী-বেশ-স্তদ্ধিয়া[10] ধ্যায়তে যঃ[11] ॥ ১১

অদৃষ্ট (অকল্পনীয়) সুকাব্য রচনা করেন। মধুমতি বিদ্যাও হেয়। ইহা কিন্তু সিদ্ধসংঘ কর্ত্তৃক হেয় নহে ॥ ৮

এই বিদ্যা দৃষ্ট ও শ্রুত না হইলেও কবিশক্তিকে বর্দ্ধন করে। দেবতাগণ ইহার আজ্ঞাবর্তী, কোন দেবতাই বিঘ্নকারক হইতে পারেন না ॥ ৯

গুরুকুলান্তবেত্তা বিধিজ্ঞ মন্ত্রের পুটীকরণে দক্ষ শান্তচেতা কুলযুবতীর সুযোনিতে মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া সুপ্ত-দোষাদি-দোষে-তুষ্ট নিখিল নিগমোক্ত মন্ত্রসমূহের সাধন করিতে পারেন। ইহাতে বাহ্য পথেরও সাধন হয় ॥ ১০

: যে ব্যক্তি নিজের ভূমিতে চিতায় কুলমার্গ অনুসরণ করে, হে জননি! যে ব্যক্তি তীর্থজলের দ্বারা তোমার তর্পণ করে, যে ব্যক্তি যুবতীর বেশ রচনা করিয়া যুবতীবুদ্ধিতে গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, রুধির-শ্রেষ্ঠ মনোহর পুষ্পের দ্বারা তোমার অর্চনা করে ॥ ১১

১। কবয়তি। ২। হেয়াৎ। ৩। সিদ্ধিসংঘাঃ। ৪। তদাজ্ঞাবর্ত্তিতে। ৫। কুলযুবতি-সুযোনৌ। ৬। হ্যনর্থান্। ৭। পুটীয়ান্। ৮। মনুসন্ধ্যঃ। ৯। সুরতরুবর-পুষ্পৈঃ। ১০। স্তদ্হি যা। ১১। সঃ ; সা।

পরিচরতি সমন্ত্রৈর্ন্যাসপূর্ব্বৈঃ প্রসিদ্ধৈ-
স্তব পরিজনজালৈর্যোনিচক্রে প্রপূজ্যঃ।
সুবিমল-কুলজাং[১] তাং হ্রী-ঘৃণা-বর্জ্জিতাঞ্চ,
স্বয়মপি বিজিতাঙ্গঃ ক্ষোভকৃদ্-যোগিনীশঃ[২] ॥ ১২
পশুরিব কুলচক্রং সংস্পৃশন্ মধ্যভাগং,[৩]
সুরতরু-সুরনাথঃ শাপদৃষ্টো মনুষ্যঃ[৪]।
কুলপথি কুলনাথস্তদ্দ্বয়ং যোজয়িত্বা,
মনুপুটিত-বিমৃষ্যং[৫] যোজয়েৎ তদ্বহির্যঃ ॥ ১৩
জননি ! তব বিলাসং[৬] কোবিদং কামরূপং[৭],
কুমতি-রহিত-চেতঃ[৮] সংলিখেত্তাং ত্রিধারে।
বিগত-ভয়বিষাদ[৯]-ধ্বান্তজালৈঃ[১০] সুধাংশু-
স্তব চরণ[১১]-তলান্ত-ধূলিজালৈ-র্ব্বিশালৈঃ[১২] ॥ ১৪

যে ব্যক্তি যোনিচক্রে তোমার পরিজনবর্গের সহিত প্রসিদ্ধ ন্যাসপূর্বক মন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমার পরিচরণ (আরাধনা) করে, নির্মল কুলজাতা লজ্জা-ঘৃণারহিতা সেই যুবতীকে অর্চনা করে, সে নিজে বিজিতাঙ্গ হইয়া অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়া ক্ষোভকরী যোগিনীগণের অধীশ্বর হইয়া থাকে ॥ ১২

যিনি কুলচক্রের মধ্যভাগকে পশুর ন্যায় স্পর্শ করিয়া সেই মন্ত্রদ্বয়কে যোজনা করিয়া তাহার বহির্ভাগে মন্ত্রপুটিত চিন্তনীয় মন্ত্রকে যোজনা করেন, তিনি পাপদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও কুলমার্গে কুলনাথ ও সুরনাথ হইয়া সুরতরুর ন্যায় অবস্থান করেন ॥ ১৩

হে জননি ! কামরূপ তোমার বিলাসস্থান, পণ্ডিতগণেরও বিলাসভূমি। চিত্তকে কুমতিরহিত করিয়া ভয় ও বিষাদরহিত হইয়া ত্রিধারে সেই যোনিকে লিখিবেন।

চন্দ্রমা যেমন অন্ধকারসমূহের দ্বারা আবৃত হন, সেইরূপ সেই ব্যক্তি তোমার চরণতলের বিশাল ধূলিসমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকেন ॥ ১৪

১। বিমলকুলরতাং। ২। যোগিনী নাম। ৩। মধ্যশাখাং ; মধ্যশাখং ; মধ্যশাখা। ৪। পাপদৃষ্টো মনুষ্যঃ ; পাপভ্রষ্টং সুবেশং ; শাপভ্রষ্টসূরিণঃ। ৫। বিমর্গ্যং ; বিম্বগ্যং। ৫। বিলাসং (?) ; কিলাসং। ৬। কোবিদাং কামরূপঃ। ৭। চিত্তঃ। ৮। বিবাদ। ৯। ধ্বান্ত জালৈঃ। ১০। র্ব্বচনতর। ১১। র্ব্বিষাণৈঃ।

পরিকল্পিত[১]-বপুর্দ্ধর্ম্মভি[২]-র্দেবপূজ্যৈঃ।
পরিচতি স বিজ্ঞো মোক্ষচর্য্যাধিপঃ[৩] সন্ ॥ ১৫
মদনমদবধূনাং বীজমুদ্ধৃত্য শক্তি-
স্তদনু[৪] কঠিনবীজং লোক-ধাত্রীং তদন্তঃ।
যদি জপতি তদন্তর্ভাবমাসাদ্য[৫] সদ্যঃ,
সুরনগরগতৈ-[৬]স্তৈঃ সিদ্ধবৃন্দৈঃ[৭] স পূজ্যঃ॥ ১৬
শিব-ভৃগু-মদথ-[৮] পৃথ্বীশক্তিযুক্তং সুসিদ্ধং,
হরিহর-চতুরাস্যৈঃ স্ব-স্ব-ভূমি-প্রসূতিং[৯]।
পরম-ত্রিদশ-যজ্ঞ-[১০] ক্ষোভকৃৎ কামিনীনা-
মধিপতিরপি বাচাং ভূপতিঃ[১১] সার্ব্বভৌমঃ ॥ ১৭
ভৃগুমদ-[১২] কঠিনাধঃ কামবীজং তদগ্রে,[১৩]
ভুবন[১৪]-ভয়বিনাশ[১৫]-ক্ষোভিণীং[১৬] যোজয়িত্বা।
জপতি যদি সকৃদ্বা চিন্ত্যতে বীরসিংহঃ,
কুলযুবতি-কুলান্ত-ক্ষোভকৃৎ কামভাবাৎ ॥ ১৮

সেই বিজ্ঞ ধার্মিক ব্যক্তি দেবপূজ্য দেবদেব কর্তৃক পরিগণিত (উত্তম) দেহ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষাচারিগণের অধিপতি হইয়া বিচরণ করেন ॥ ১৫

মদন ও মদনবধূর বীজকে উদ্ধার করিয়া তাহার পর শক্তিবীজকে উদ্ধার করিয়া তাহার মধ্যে কঠিন বীজ দিয়া তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভাবকে গ্রহণ করিয়া লোকধাত্রীর মন্ত্র জপ করেন, তিনি তখনই সুরনগরস্থিত সেই সিদ্ধবৃন্দ কর্তৃক পূজ্য হন। তাঁহাকে শিব, শুক্র, মদন ও পৃথিবীর তুল্য শক্তিধারী, সিদ্ধ হরি, হর ও ব্রহ্মার ন্যায় নিজ নিজ ঐশ্বর্য্যযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যযুক্ত জানিবে। তিনি পরম পুরুষ, স্ত্রীগণের ক্ষোভকারী, বাক্যের অধিপতি, সার্বভৌম ভূপতি ॥ ১৬-১৭

ভৃগুবীজ, মদ ও কঠিন বীজের অধোভাগে কামবীজ, তাহার অগ্রে ভুবনভয়বিনাশী ক্ষোভিণী বীজ যোগ করিয়া যদি জপ করেন বা একবার ভাবনা করেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ কামভাবহেতু কুলযুবতী ও কুলান্তের ক্ষোভক হইয়া থাকেন ॥ ১৮

১। পরিকলিত; পরিগণিত। ২। শুদ্ধর্ম্ম ধাম্মিভি। ৩। মোক্ষকার্য্যাধিপঃ। ৪। শক্তিং তদনু। ৫। যদি ভবতি তমেদন্তভাব মাসাধ্য সদ্যঃ; অপি জপতি তদন্তর্ভাবমাসাদ্য সদ্যঃ। ৬। গত। ৭। সিদ্ধবর্গৈঃ। ৮। শিবশুক্রমদ। ৯। ভূতি প্রসৃতং। ১০। পরম পুরুষ সংজ্ঞ। ১১। শ্রীপতিঃ। ১২। ভৃগুমদ। ১৩। তদগ্রং। ১৪। ভবন। ১৫। নিরাস; বিবাদ; নিবাস। ১৬। ক্ষোভনীং।

মদন-মদ-তলাধঃ[১] শক্তিবীজং নিযোজ্য,
স্মরহর-হরিরূপী কামরূপঃ কুবেরঃ ।
রিপুকুল-হরিণাক্ষী-লোচনাম্ভোজ-বিপ্রুট্-
রিপুজ-নয়ন[২]সেকাৎ খণ্ডিতাশেষ-তাপঃ ॥ ১৯

শিবভৃগু-মদমূলং মূলমত্যন্তদূরং[৩],
ভজতি যদি গুরূণাং বর্ত্ম মূলং[৪] কিমৃষ্য ।
নিধিপতিরপি নাথো গীষ্পতি-বিজ্ঞ[৫]-চেতা
যদি ভবতি[৬] তদৈতৎ[৭] মুখ্যমুর্ব্বীপতিত্বম্ ॥ ২০

বরগরল[৮] বিবর্জ্জ্যং[৯] ঘ্রাণমেকং বিবর্জ্জ্যং,
তদুপরি মৃগচিহ্নং দ্বন্দ্ব[১০]-মেতদ্ভবান্যাঃ[১১] ।
নিখিল[১২]-মনু বরাণাং মোক্ষদানৈক-দক্ষঃ
সদসদ-সমধর্ম্মা[১৩] ক্ষেমকৃন্মন্ত্ররাজঃ ॥ ২১

যিনি মদন ও মদ তলের অধোদেশে শক্তিবীজ যোগ করিয়া জপ করেন, তিনি হর ও হরিরূপী, তিনি কামরূপ কুবের। তিনি শত্রুকুলের হরিণাক্ষী স্ত্রীগণের নয়নপদ্মের জলবিন্দু সেচনকারী রিপুজয়ী মহাদেবের দৃষ্টিপাতে সমস্ত তাপ-রহিত ॥ ১৯

শিব, ভৃগু, ও মদের মূলই মূল (সিদ্ধির কারণ); কিন্তু উহা অতিদূর অর্থাৎ উহা সহজলভ্য নহে। যদি কেহ মূলীভূত গুরুমার্গকে স্মরণ করিয়া ঐ মূল ভাবনা করেন, তিনি নিধিপতি, সকলের প্রভু ও গীষ্পতি হইয়া থাকেন। বিজ্ঞচেতা ব্যক্তি যদি উহার ভজনা করেন, তাহা হইলে এই শ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতিত্ব লাভ হয় ॥ ২০

বর গরল বর্জনীয়, এক ঘ্রাণও বর্জনীয়। তাহার উপরিভাগে মৃগচিহ্ন—ইহাই ভবানীর তত্ত্ব। সমস্ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রেরও শ্রেষ্ঠ। উহাই একমাত্র মোক্ষদানে সমর্থ। সদসতের বিষমধর্মী এই মন্ত্ররাজ মঙ্গলকারক ॥ ২১

১। মদনবরুণতালাঃ। ২। প্রসবতি নিজং। ৩। শিবভৃগুমদমূলঃ-মূলমত্যন্তদূরং। ৪। বর্ত্তমূলং। ৫। বিমৃষ্য। ৬। ক্ষুদ্র'। ৭। ভজতি; জপতি। ৮। তদৈৎ। ৯। চরণ রণ লিবর্জ্জং। বারণবল; ররণরণ। পাঃ বিবর্জ্জ। ১০। তত্ত্ব ১১। ঘ্রাণমেকং বিবর্জ্জং; যানমেবারিবাহং। ১২। অখিল। ১৩। সধর্ম্মা; সমধর্ম্মা।

অনল[১]-শিরসি ঘর্ম্মং বাদিবর্জ্জ্যং সচন্দ্রং[২],
ভবেশ-নয়ন[৩]-যুক্তং বীজমেতদ্ভবান্যাঃ।
দ্বিতয়ক-পরিমাণং বক্তুমীশো মহেশঃ[৪],
কিমিহ কমলজন্মা জন্ম-ধারা-সহস্রৈঃ॥ ২২
ইহ জগতি যত্রৈনং[৫] মন্ত্ররাজং সুভাগ্যৈ[৬]-
র্ভজতি জননি! যুষ্মৎপাদপদ্মোত্থভক্ত্যা।
ত্যজসি পর-পুমাংসং মাদৃশং বাপি বান্যং,
ন খলু বপুরনর্থং তস্য কাচিৎ কদাচিৎ[৭]॥ ২৩
ত্রিতয়-পরিমাণং বক্তুমীশো মহেশঃ[৮],
কিমিহ কমলজন্মা জন্ম-ধারা সহস্রৈঃ[৯]।
ইহ ভজতি য এনং[১০] মন্ত্ররাজং সুবাগ্মী,
ভবতি জনো যুষ্মৎ—পাদপদ্মেঽপি[১১] ভক্ত্যা॥ ২৪

অনলের মস্তকে ঘর্ম বাদিভিন্ন চন্দ্রযুক্ত ও ভবেশ নয়নযুক্ত হইলে ইহা ভবানীর বীজ হয়। এই দ্বিতীয়ের পরিমাণ মহেশই বলিতে পারেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা জন্মসহস্রেও কি উহা বলিতে পারেন? ॥ ২২

হে জননি! তোমার পাপপদ্মজাত ভক্তির বশে এই জগতে যেখানে এই মন্ত্ররাজকে ভাগ্যবশে যে জপ করে, তাহার দেহ অনর্থক, ইহা কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন না। তুমি পরপুরুষকে বা অন্যকে ত্যাগ করিতে পার; কিন্তু মাদৃশকে কি ত্যাগ করিতে পার? ॥ ২৩

ত্রিতয়ের পরিমাণ মহেশ বলিতে পারেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা জন্মসহস্রেও কি তাহা বলিতে পারেন? তোমার পাদপদ্মে ভক্তিবশে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র-রাজের ভজনা করে, সে সুবাগ্মী হয়॥ ২৪

১। শমন। ২। বাদিবর্জ্জ্যং সুচন্দ্রং; বাদিরাজ স্বচন্দ্রং; বাবিরাজ সচন্দ্রং, বাদিরাজ স্বতন্ত্রং। ৩। ভবন নয়ন; অসম নয়ন; নসমনঘন। ৪। দ্বিতয়মপরিমাণং বক্তুমীক্ষো মহেশঃ। ৫। যত্রনং। ৬। স্বভাগ্যৈ। ২২ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত পাঠান্তর—ত্রিতয় পরিমাণং বক্তুমীশঃ কিমীশ, কিমিহ কমলজন্মা জন্মধারাসহস্রৈঃ। ইহ ভজতি য এনং মন্ত্র-রাজং সুবাগ্মী ভবতি। জননি যুষ্মৎপাদপদ্মেপি ভক্ত্যা।

৭। পাঃ—ত্যজসি পরবপুঃস্থাং মাতৃশঙ্কাপি কালে, ন খলু বপুরমর্ঘ্যং তস্য কেচিৎ কদাচিৎ। ৮। বক্তুমীশো মহেশঃ; বক্তুমীশঃ কিমীশঃ। ৯। সহস্রে।

১০। পাঃ—এনং স্থলে এবং। ১১। পদ্মেপ।

বিদিতং গুরুমুখাদ্বা বালকাদ্বা পশোর্ব্বা[১],
লিখিতমপি সুবুদ্ধ্যা প্রাপ্য কস্মাদকস্মাদ্[২]।
স্মররিপু-পুরারে-র্মোক্ষমবাপ্য পারে[৩],
পরমপদ-বিলীনঃ সর্ব্ব-সৌভাগ্যভোগৈঃ ॥ ২৫
ক্রমপঠিতমপূর্ব্বং সর্ব্ব[৪]মেবানুরুদ্ধং[৫],
মনুবর-মমরার্চ্চ্যং[৬] সর্ব্ব[৭]-মধ্যস্থরূপং।
অনল-পরমবাহ্যং তস্য মধ্যস্থ-সর্ব্বং,
ভজতি[৮] যদি চিদানন্দ-রূপো নরোঽসৌ[৯] ॥ ২৬
বিপিনে ভুবি মনুষ্যঃ প্রাকৃতো নায়মেবং[১০],
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
যথানু[১১]-ক্রমতো দেবি![১২] কিং ন সাধয়তি[১৩] যোগীরাট্ ॥ ২৭

দেব্যুবাচ—

ভগবন্! দেবদেবেশ! সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
যেনাবশ্যং ভবেৎ সিদ্ধিস্তদুপায়ং বদ প্রভো! ॥ ২৮

গুরুর মুখ হইতে, বালকের নিকট হইতে, পশুর নিকট হইতে, ইহাকে জানিয়া অকস্মাৎ কাহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া সুবুদ্ধি দ্বারা লিখিত (গৃহীত) হইলে সে মোক্ষ লাভ করিয়া সমস্ত সৌভাগ্য ভোগে যুক্ত হইয়া ত্রিপুরারির পরপারে পরমপদে লীন হয় ॥ ২৫

...এই মনুষ্য যদি দেবগণের অর্চনীয় সকলের সাক্ষিস্বরূপ সকলের আদরণীয় ক্রমপঠিত এই মন্ত্রবরের বিপিনে ভজনা করে, সে চিদানন্দরূপ হয়। এই জগতে সে আর প্রাকৃত মনুষ্য থাকে না ॥ ২৬

এই পরম অদ্ভুত সমস্ত রহস্য এই প্রকারে কথিত হইল। হে দেবি! যোগীশ্রেষ্ঠ যথানুক্রমে কেন ইহার সাধনা করে না? শ্রীদেবী বলিলেন—হে ভগবান্! হে দেবদেবেশ! আপনি সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য রত রহিয়াছেন। হে প্রভো! যাহাতে অবশ্য সিদ্ধি হয়, তাহার উপায় বলুন ॥ ২৭-২৮

১। বিহিত-গুরুরখাদৌ বন্দনং পাদয়োর্ব্বা। ২। কস্মাত্তদৈব। ৩। পাঃ—স্মররিপু পুরারে র্মোক্ষচর্য্যোপচারে। পাঃ—স্মররিপুরবাবে যোক্ষপূর্য্যাশ্চপারে। ৪। পূর্ব্ব।
৫। মেবানুরুদ্ধং। ৬। তদনল পদবাচ্যং। ৭। তস্য। ৮। ব্রজন্তি।
৯। যদি চিদাত্মানন্দ ককেবলোঽসৌ। ১০। বিপিনে ভুবি মনুষ্যঃ কৌতুকী মা মনুষ্যঃ। বিপিনে ভুবি মনুষ্যঃ কেতুকী দামদগ্ধ্যঃ। ১১। কথানু। ১২। লোকে। ১৩। সিদ্ধ্যন্তি।

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! পরং জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমোত্তমম্ ।
যেন বিজ্ঞান-মাত্রেণ ক্ষিপ্রং বিদ্যা প্রসিধ্যতি ॥ ২৯

মূলকাণ্ডে তু যা শক্তির্ভুজগাকার-রূপিণী ।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্তিতং তোয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩০

ঝিঞ্জিরাঽব্যক্তিমধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা ।
গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে তু প্রবিশন্তী স্বকেতনে ॥ ৩১

যাতাযাত-ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্ ।
তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপিকা ॥ ৩২

তমঃপূর্ণে গৃহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে ।
শিখাহীনাস্তথা মন্ত্রা ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৩

শিখোপদেশঃ সর্ব্বত্র গোপিতঃ পরমেশ্বরি ! ।
বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৩৪

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি ! যাহার জ্ঞানমাত্রে শীঘ্র বিদ্যা সিদ্ধি হয়, সমস্ত উত্তম জ্ঞান হইতেও উত্তম সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপায় শ্রবণ কর ॥ ২৯

মূলকাণ্ডে ভুজগাকাররূপী যে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি আছেন, তাঁহার ভ্রমাবর্ত্তিত জল পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রাণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩০

সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ঝিঝি পোকার ন্যায় অব্যক্ত মধুরধ্বনি করিতে করিতে সর্বদা জাগরিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করেন এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ॥ ৩১

তাঁহার যাতায়াতক্রমেই সেইখানে মনোলয় করিবে। তাহাতে সর্ব মন্ত্র-প্রদীপিকা মন্ত্র শিখা উৎপন্ন হয় ॥ ৩২

অন্ধকারপূর্ণ গৃহে যেমন কিছুই প্রকাশিত হয় না, শিখাহীন মন্ত্রও সেইরূপ কখনও সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৩

হে পরমেশ্বরি ! যাহা বাদ দিয়া শতকোটি বর্ষেও সিদ্ধি হয় না, সেই শিখার উপদেশ সর্বত্র গুপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩৪

তস্মাত্ত্বয়াপি গিরিজে ! গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ।
সুপ্তা নিদ্রায়িতা মত্তা শিখাং বক্ত্বা তু তৎপরা ॥ ৩৫

সমস্তদোষজালেন গ্রথিতে বস্তু সুন্দরি ! ।
নিশাচারং দিবাচারং সন্ধ্যাচারঞ্চ পল্লবম্ ॥ ৩৬

দর্পণং বীজসংযোগং ভাগ-সংযোগমেব চ ।
ধ্যাত্বা প্রবোধয়েদ্বীজং গুরুবক্ত্রৈককারণম্ ॥ ৩৭

নিশাচরাস্তু দেবেশি ! বামনাসা দিবাচরঃ ।
স্বাপকালো বামবহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ ॥ ৩৮

প্রবোধকালো জানীয়াদুভয়োরুভয়োরপি ।
স্বাপকালে তু মন্ত্রাণাং জপোঽনর্থফলপ্রদঃ ॥ ৩৯

অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূর-সৌম্যয়োঃ ।
কর্ম্মণো বহ্নি-তারান্ত্য-বিয়ৎ-প্রায়াঃ সমীরিতাঃ ॥ ৪০

আগ্নেয়স্য মনোঃ সোম্য-মন্ত্রৈস্তৈতদ্বিপর্যয়ঃ ।
তদাত্মিকা স্মৃতা বিদ্যা মন্ত্রা দেবি ! মহাত্মিকাঃ ॥ ৪১

অতএব হে গিরিজে। তুমিও ইহাকে যত্নপূর্বক গোপন কর। বিদ্যা সুপ্তা, নিদ্রিতা, মত্তা ; অতএব মন্ত্র-শিখা বলিতে তৎপর হও ॥ ৩৫

হে সুন্দরি। বস্তুসমস্ত দোষসমূহের দ্বারা গ্রথিত। অতএব নিশাচার, দিবাচার, সন্ধ্যাচার, পল্লব, দর্পণ, বীজসংযোগ ও ভাগসংযোগকে চিন্তা করিয়া বীজকে প্রবোধিত করিবে। গুরুমুখই ইহার একমাত্র কারণ ॥ ৩৬-৩৭

হে দেবেশি। দক্ষনাসা নিশাচর ; বামনাসা দিবাচর। বিদ্যা ও মন্ত্রের স্বাপ (নিদ্রাকালে) প্রাণ বামবহ এবং প্রবোধকালে দক্ষিণাবহ হয় ॥ ৩৮

মন্ত্র ও বিদ্যা, উভয়েরই প্রবোধকাল জানিবে। মন্ত্রের নিদ্রাকালে মন্ত্র-সমূহের জপ অনর্থফলপ্রদ ॥ ৩৯

ক্রূর ও সৌম্য কর্মে মন্ত্রসমূহকে অগ্নীষোমাত্মক জানিবে। অর্থাৎ অগ্নি-দেবতাক মন্ত্র ক্রূর কর্মে এবং সোমদেবতাক মন্ত্র সৌম্যকর্মে প্রযুক্ত হয়। বহ্নি (র), তার (ওঁ), অন্ত্য (ক্ষকার) বহুল মন্ত্র আগ্নেয় মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৌম্যমন্ত্র ইহার বিপরীত। হে দেবি। মহাবিদ্যা ও মহামন্ত্র অগ্নীষোমাত্মক উক্ত হইয়াছে। ৪০-৪১

বামবাহো যদা বায়ুর্দীর্ঘাণাং যোজনং তদা।
দক্ষিণস্থাং যদা বায়ু-স্তদা হ্রস্বা নিয়োজিতাঃ ॥ ৪২

উভয়স্থো যদা বায়ুস্তদা স্যাদ্ উভয়াত্মকঃ।
আদৌ যোগো ভবেদন্তে পল্লবঃ সংপুটং দ্বয়োঃ ॥ ৪৩

একৈকান্তরিতং[১] গ্রথনং বিদর্ভো বিকৃতঃ পুনঃ।
প্রণবো মাতৃকা দেবী হৃল্লেখেত্যমৃতত্রয়ম্ ॥ ৪৪

অমৃত-ত্রয়-সংযোগাদ্ ভ্রষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
যোষিতাং ধ্যানযোগেন সিদ্ধয়ঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫

ক্ষুধার্ত্তঃ ক্ষীরপানেন যথা তৃপ্তোঽভিজায়তে।
ফল-পুষ্প-প্রদানেন যথা শক্ত্যুপতুষ্যতি ॥ ৪৬

গুরুসেবৈক-মাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্যথা ভবেৎ।
মহাপদ্মবনং ধ্যায়েদ্ যথা যোগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৪৭

যখন প্রাণবায়ু বামবহ, তখন দীর্ঘ স্বরের যোগ হয়, যখন দক্ষিণাবহ হয়, তখন হ্রস্ব স্বরের যোগ হয় ॥ ৪২

যখন উভয় নাসিকায় বায়ু রহিবে, তখন উভয়াত্মক অর্থাৎ হ্রস্বদীর্ঘাত্মক হয়। প্রথমে যোগ হইবে। শেষে দুইটী সম্পুটরূপ পল্লব ॥ ৪৩

এক একটির অন্তরগ্রথন (পুটীকরণ) অর্থাৎ এক-একটী মাতৃকাবর্ণকে মন্ত্রের দ্বারা পুটীকরণ করিবে। বিকৃত হইল বিদর্ভ। প্রণব, মাতৃকা ও দেবী হৃল্লেখা—এই অমৃতত্রয় ॥ ৪৪

এই অমৃতত্রয়ের যোগে ভ্রষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হয়। স্ত্রীবর্গের ধ্যানমাত্রেই মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৫

ক্ষুধার্ত্ত শিশু ক্ষীরপানের দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হইয়া থাকে, যথাশক্তি ফল পুষ্প প্রদানের দ্বারা দেবীও সেইরূপ তুষ্ট হন ॥ ৪৬

গুরুর একমাত্র সেবা দ্বারা যেমন সমস্ত সিদ্ধি হয়, মহাপদ্মবনের (ষট্‌চক্রের) ধ্যানে যেমন যোগীশ্বর হয় ॥ ৪৭

১। একান্তরিতং রসিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত মুদ্রিত সংস্করণে "একান্তনির্যতং" শব্দ আছে।

ত্রিপুরা-ধ্যান-মাত্রেণ ভুক্তি-মুক্তি র্যথা ভবেৎ।
মহাদুর্গা-প্রসাদেন যথা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৪৮
গঙ্গাস্মরণ-মাত্রেণ নিষ্পাপো জায়তে যথা।
যোষিচ্চিন্তন-মাত্রেণ তথেয়ং বরদায়িনী॥ ৪৯
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষয়েদ্দ্বিজকামিনীম্॥ ৫০

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে সিদ্ধ-মন্ত্রোঽপি মন্ত্রসিদ্ধেরুপায়-কথনং নাম চতুর্দ্দশঃ পটলঃ॥ ১৪॥

ত্রিপুরার ধ্যানমাত্রে যেমন ভোগ ও মুক্তি হয়। মহাদুর্গার প্রসাদে যেমন সিদ্ধির অধীশ্বর হয়॥ ৪৮

গঙ্গার স্মরণমাত্রে যেমন নিষ্পাপ হয়, স্ত্রীর ধ্যানে সেইরূপ ইনি বরদায়িনী হইয়া থাকেন। অতএব সর্বপ্রযত্নে স্ত্রীকে দীক্ষিত করাইবেন॥ ৪৯

পরমরহস্য শ্রীনীলতন্ত্রের মন্ত্রসিদ্ধির উপায় কথন নামক চতুর্দ্দশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ পটলঃ

[কুমারী-পূজনম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক।
কুমারীপূজনং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুমারী-পূজনং যথা।
বিফলং জপ-পূজাদি কুমারী পূজনং বিনা ॥ ২

পূজাদি বিফলং চৈব সফলং পূজনাদ্ভবেৎ।
ততঃ সকলসিদ্ধ্যর্থং শবস্থাং তাং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩

আনয়েৎ কন্যকাং যোগ্যাং কুমারীং বা শবাসিনীং।
কুমার্য্যাঃ পূজনং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্ ॥ ৪

যস্যাঃ পূজনমাত্রেণ ত্রৈলোক্য-পূজনং ভবেৎ।
আদ্যা সৃষ্টিকরী যা তু প্রত্যক্ষা সৈব চ দ্বিধা ॥ ৫

[কুমারীপূজা এবং তাহার ফল-কথন]

দেবী কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তা। হে মহেশ্বর! আপনি আমার নিকট কুমারী-পূজার বিষয় বিবৃত করুন। ১

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি! কুমারী-পূজার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুমারী-পূজন ব্যতীত জপ ও পূজা ইত্যাদি সমস্তই বিফল। ২

কুমারী-পূজন ভিন্ন পূজা ইত্যাদি সমস্তই বিফল এবং কুমারীপূজা দ্বারাই পূজাদি সমস্তই (অর্থাৎ পূজা, জপ, হোম, বলি ইত্যাদি) সফল হয়। সুতরাং পূজাদি কার্য্যে সফলতার জন্য শবারূঢ়া কুমারীর পূজা করিবে। ৩

পূজার্থে যথাযোগ্যা কন্যা বা কুমারী বা শবাসীনা কুমারী গ্রহণ করিবে। হে দেবি! কুমারীপূজন ত্রিলোক-দুর্লভ। কুমারীপূজনমাত্রেই ত্রিলোকের পূজা করা হয়। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই কুমারীরূপে বিরাজমানা। ৪-৫

উমারূপা তু সা মায়া সৃষ্টিরূপার্ণবেঽপি চ।
একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা তু সরস্বতী ॥ ৬
ত্রিবর্ষা তু ত্রিধা মূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্ষা তু কালিকা।
সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়্‌বর্ষা তু উমা ভবেৎ ॥ ৭
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষা-দষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা।
নবভিঃ কালসংবর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা ॥ ৮
একাদশে তু রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী।
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা ॥ ৯
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে তারিণী মতা।
এবং ক্রমেণ পূজ্যা তু যাবৎ পুষ্পং ন জায়তে ॥ ১০
প্রতিপদাদি পূর্ণান্তং বৃদ্ধিভেদেন পূজয়েৎ।
মহাপর্ব্বস্থু দেবেশি বিশেষার্চ্চা পবিত্রকে ॥ ১১
মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীশ্চ প্রপূজয়েৎ।
কুমারীং পূজয়েদ্ যস্তু ষোড়শৈশ্চৈব ভক্তিমান্ ॥ ১২

সৃষ্টিরূপার্ণবে সেই আদ্যাশক্তি মায়াই উমারূপে বিরাজমানা। এক বৎসর বয়স্কা কুমারীকে সন্ধ্যা, দুই বৎসর বয়স্কা কুমারীকে সরস্বতী, তিনবৎসর বয়স্কা কুমারীকে ত্রিধামূর্ত্তি, চারিবৎসর বয়স্কা কুমারীকে কালিকা, পাঁচবৎসর বয়স্কা কুমারীকে সুভগা, ছয়বর্ষীয়া কুমারীকে উমা, সপ্তমবর্ষীয়া কুমারীকে সাক্ষাৎ মালিনী, অষ্টমবর্ষীয়া কুমারীকে কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়া কুমারীকে সংবর্ষা, দশমবর্ষীয়া কুমারীকে অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া কুমারীকে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীকে ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কুমারীকে মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কুমারীকে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারীকে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়া কুমারীকে তারিণী নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুমারীকে পূজা করিবে। ৬-১০

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে কুমারীকে পূজা করিবে। হে দেবেশি! মহাপর্ব্বদিনসমূহে বিশেষ পূজা পবিত্রতা বিধান করে। ১১

হে দেবেশি! মহানবমী তিথিতে কুমারীকে পূজা করিবে। ভক্তিমান সাধক ষোড়শোপচারে ভক্তিভাবে কুমারীপূজা করিয়া সর্ব্বসম্পত্তির অধীশ্বর

ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু সর্ব্বসম্পত্তিমান্ ভবেৎ।
পূজয়েৎ কুলবিদ্যানামেকাং বা কুলভৈরবীম্ ॥ ১৩
এবং প্রণবযোগেন চৈতন্যং তত্ত্বমর্চ্চয়েৎ।
বাণী মায়া তথা লক্ষ্মীস্তথা কূর্চ্চদ্বয়ং পুনঃ ॥ ১৪
এতে চ প্রণবা জ্ঞেয়াঃ কুমার্য্যাঃ পরিপূজনে।
চতুর্দ্দশ-স্বরেণাঢ্যো ভৃগুর্বিয়তিসংযুতঃ ॥ ১৫
চৈতন্যবীজং কথিতং বিসর্গাঢ্যং সুখাবহম্।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোং হেসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ।
ঐঁ হ্রৌঁ বৈঁ হৈঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ স্বাহা শিরসে স্বাহা ॥
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মে শিখায়ৈ বষট্।
ঐঁ কুলবাগীশ্বরী কবচায় হুঁ ॥
হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ওঁ সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ ॥
ওঁ ঐঁ জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ।
[কালিকে দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ।] ॥ ১৬
এবং ক্রমেণ দেবেশি ষড়ঙ্গ-ন্যাসমাচরেৎ।
ঐঁ-কারেণ চ দেবেশি দলং[1] দদ্যাৎ সুশোভনম্ ॥ ১৭
হ্রীঁ-কারেণ চ দেবেশি কুর্য্যাচ্চ পাদসেবনং।
শ্রীঁ-কারেণৈব সুভগে অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৮

হইয়া থাকে। কুলবিদ্যাসমূহের একজনকেও বা কুলভৈরবীকে পূজা করিবে। ১২-১৩

(৬ হইতে ১০ শ্লোকে) উল্লিখিত কুমারীদিগের নাম সমূহের সহিত প্রণব যোগ করিয়া চৈতন্যতত্ত্বকে পূজা করিবে।

কুমারী-পূজার্থে ওঁ হ্রীং শ্রীং হূং হূং—এইসকল বীজকে প্রণব মনে করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ৬ হইতে ১০ শ্লোকে লিখিত নামের সহিত উক্ত বীজসমূহ যোগ করিয়া কুমারীর পূজা করিবে। ১৪-১৫

হে দেবেশি! এইরূপে (মূলে লিখিত) ক্রমানুসারে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। হে দেবেশি! তৎপর "ঐং" বীজযোগে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আচমনীয় সুশোভন

১। ফলং (?) ; জলং (?)

কূর্চ্চবীজেন দেবেশি দদ্যাচ্চ চন্দনং শুভং ।
হুঁ-বীজেন তু পুষ্পাণি হেসৌ ধূপঞ্চ দাপয়েৎ ॥ ১৯

বাগ্‌ভবে চ রিপুক্ষোভং মায়াবীজে গুণাষ্টকং ।
শ্রিয়ো বীজে শ্রিয়ো লাভো হেসৌঃ বীজেঽরিসংক্ষয়ঃ ॥ ২০

ভৈরবেণ তু বীজেন খগত্বমমরাদিভিঃ ।
কুমারিকা মোক্ষদা তু সদা ত্বঞ্চ কুমারিকা ॥ ২১

অষ্টোত্তরশতং বাপি একং বাপি প্রপূজয়েৎ ।
কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী সর্ব্বদেবতা ॥ ২২

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
তে তুষ্টাঃ সর্ব্বতুষ্টাশ্চ যস্তু কন্যাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩

কালাগ্নিশিবপর্য্যন্তং তথা গৌর্য্যাদি-সংস্থিতিঃ ।
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ২৪

জল এবং 'হ্রীং'-বীজযোগে পাদ্য প্রদান করিবে। হে দেবেশি! হে সুভগে! 'শ্রীং' বীজযোগে বিচক্ষণ সাধক অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ১৬-১৮

হে দেবেশি! হূং বীজের দ্বারা শুভচন্দন, হুং বীজযোগে পুষ্প এবং হেসৌ বীজযোগে ধূপ প্রদান করিবে। ১৯

'ঐং' বীজোচ্চারণে রিপু ক্ষোভিত হয়। হ্রীং বীজোচ্চারণে গুণাষ্টক লাভ, শ্রীং বীজোচ্চারণে শ্রীলাভ এবং হেসৌ বীজোচ্চারণে শত্রু ক্ষয় হয়। ২০

ভৈরববীজযোগে কুমারীপূজা করিলে আকাশগামিত্ব লাভ হয়। কুমারীগণ সদা মোক্ষদায়িকা ও সাক্ষাৎ যোগিণীস্বরূপা এবং কুমারী সর্ব্বদেবতা স্বরূপা। ২১

কুমারীগণ পূজা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে তাহাদের পূজনকারীর পিতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর সদাশিব হইতে আরম্ভ করিয়া কালাগ্নি শিব গৌরী প্রভৃতি অষ্টশক্তি পর্য্যন্ত সকলেই সন্তুষ্ট হন। এমন কি, সপ্তসমুদ্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবী এবং চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ সকলেই কুমারীপূজন দ্বারা তৃপ্ত হয়। ২২-২৪

বিধিযুক্তাং কুমারীঞ্চ ভোজয়েচ্চৈব ভৈরবি।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুঙ্কুমং চন্দনং শুভম্ ॥ ২৫
ভক্তিভাবেন সংপূজ্য সর্ব্বং তস্যৈ নিবেদয়েৎ।
প্রদক্ষিণ-ত্রয়ং কৃত্বা আদৌ মধ্যে তথান্ততঃ ॥ ২৬
পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রজত-স্বর্ণ-মৌক্তিকৈঃ।
বিবাহয়েৎ স্বয়ং কন্যাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ২৭
গোহত্যাঞ্চৈব স্ত্রীহত্যাং সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি।
মাতরশ্চৈব পিতরো ভ্রাতরশ্চৈব সর্ব্বতঃ ॥ ২৮
যত্র যত্র পুনঃ সর্ব্বে কন্যাদানং প্রকল্পয়েৎ।
ভুক্তিমুক্তি-ফলং দেবি তস্য সর্ব্বত্র সম্পদঃ ॥ ২৯
রুদ্রলোকে বসেন্নিত্যং ত্রিনেত্রো ভগবান্ হরঃ।
ষষ্টিকোটি-সহস্রাশ্বমেধানাং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কন্যাং যস্তু বিবাহয়েৎ।
বালুকা সাগরে যাবৎ তাবৎ কল্পং নরেশ্বরঃ ॥ ৩১

পূজান্তে যথাবিহিতভাবে কুমারীদিগকে ভোজন করাইবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, কুঙ্কুম ও শুভ চন্দন প্রদানে ভক্তিভাবে তাহাদের পূজা করিয়া সমস্তই তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। পূজার প্রথমে, মধ্যভাগে এবং পূজান্তে কুমারীদিগকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। ২৫-২৬

তৎপর তাহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা দ্বারা দক্ষিণা দিবে। নিজ ব্যয়ে কুমারী কন্যার বিবাহ দিবে। তাহার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও দূরীভূত হয়। গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পাপ সর্ব্বত্র এই কুমারীপূজা দ্বারা বিনষ্ট হয়। ২৭-২৮

সুতরাং সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই পুনঃ পুনঃ কন্যাদান করিবে। হে দেবি! তাহা হইলে কন্যাদানকারী তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্বত্রঃভোগ, সর্ব্বসম্পদ ও মোক্ষলাভ করে। কুমারী পূজনকারী সাধক মৃত্যুর পর ত্রিনেত্র ভগবান হররূপে অনন্তকাল রুদ্রলোকে বাস করে। এবং সে ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি মর্ত্তলোকে বিবাহে [অন্যের] কুমারী কন্যা দান করে, সে ব্যক্তি ঐ অশ্বমেধের অনুরূপ ফল লাভ করে। সমুদ্রে যত সংখ্যক বালুকা-কণা বিদ্যমান, তত কল্পসংখ্যক বৎসর সে ব্যক্তি পৃথিবীতে রাজা হয়। ২৯-৩১

একৈকং কুলমুদ্ধৃত্য সম্যক্ কল্পগতোঽপি চ।
তাবদ্ভজন্তি তে ভোগান্ যাবদ্দিবি দিবৌকসঃ ॥ ৩২

কন্যাদানং মহাদানং সর্ব্বদানেষু চোত্তমং।
দৌর্ভাগ্যং নশ্যতি ক্ষিপ্রং সৌভাগ্যঞ্চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৩

রাজদ্বারে লভেৎ পূজাং রাজ্যমারোগ্যমেব চ।
সর্ব্বেষাঞ্চ কুমারীঞ্চ পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৪

মহাভয়ে সমুৎপন্নে কন্যকাঞ্চ প্রপূজয়েৎ।
তৎক্ষণাল্লভতে মোক্ষং সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি ॥ ৩৫

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে কুমারীপূজনং তৎফলকথনঞ্চ
নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি [অন্যের] একটি কুমারী কন্যাকে বিবাহার্থ দান করে, সে এক কল্পকাল তাহার ফল লাভ করে এবং যতকাল দেবতাগণ স্বর্গলোকে বাস করে সে ব্যক্তি তাবৎকাল [স্বর্গ] সুখ ভোগ করে। ৩২

[অপরের] কন্যাদান-রূপ মহাদান দানমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা অতি শীঘ্র দুর্ভাগ্য নষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য লাভ হয়। ৩৩

ইহা দ্বারা দাতা রাজদ্বারে সম্মান, রাজ্য ও আরোগ্য লাভ করে। সুতরাং সকল কুমারীকেই যত্নের সহিত পূজা করিবে। ৩৪

হে পার্ব্বতি! ইহা ধ্রুব সত্য যে মহাভয় সমুপস্থিত হইলে কুমারীপূজা করিলে সেই ভীতি হইতে সে ব্যক্তি (কুমারীপূজনকারী) তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। সুতরাং মহাপৎকালে কুমারীপূজা করিবে। ৩৫

শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে কুমারীপূজা ও তাহার ফলকথন নামক
পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ পটলঃ

[শবসাধন-পদ্ধতিঃ পুরশ্চরণবিধিশ্চ]

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর।
জপ-পূজা-বিহীনেঃ যঃ কেন সিদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ১

ভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি রহস্যং মে পরং তত্ত্বং বদামি তে।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥ ২

অনেন ধ্যানমাত্রেণ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি[১]।
অনেন ধ্যানমাত্রেণ সাধকস্য মতির্ভবেৎ॥ ৩

জপহোমবিহীনস্য সাধকস্যাপি সিদ্ধিদা।
ভবানী তস্য সর্ব্বজ্ঞে তত্ত্ববোধ-প্রবর্ত্তিকা॥ ৪

[শবসাধন বা বীরসাধন ; শবসাধনার্থ গ্রহণীয় শবলক্ষণ ; শবসাধনার স্থান শবসাধন পদ্ধতি এবং শবসাধনার পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম ; প্রকারান্তর পুরশ্চরণ বিধি এই পটলে কথিত হইতেছে।]

দেবী কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর। জপ ও পূজা বিহীন হইয়াও কিরূপে সিদ্ধি লাভ করা যায়, আপনি তাহা বর্ণনা করুন। ১

ভৈরব কহিলেন—হে দেবি! যাহার স্মরণমাত্রই সাধক ভোগ ও মোক্ষ লাভ করে, আমি আমার সেই গোপনীয় পরমতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

ইহার ধ্যানমাত্রই সাধক ভোগ ও মোক্ষ লাভ করে এবং সাধক সাধনার্থ আধ্যাত্মিক মতি লাভ করে। ৩

সাধক জপ ও হোম বিহীন হইলেও এই পদ্ধতিতে সিদ্ধি লাভ করে। হে সর্ব্বজ্ঞে! স্বয়ং ভবানী এই পদ্ধতিতে সাধকের তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষিত করেন। ৪

১। পংক্তিরিয়ং ন সর্বত্র।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতৎ শুচিস্মিতে
নৈব যোষিৎ সমারাধ্যা ন বিষ্ণু র্নাপি শঙ্করঃ ॥ ৫

স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ এব বিভূষণং।
স্ত্রী-সঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা ন প্রসীদতি ॥ ৬

দোষান্ন গণয়েৎ স্ত্রীণাং গুণমেব প্রকাশয়েৎ।
শতাপরাধ-সংযুক্তাং পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ ॥ ৭

অশুদ্ধমপি শুদ্ধং স্যাদ্ যুবত্যাং বা করং স্পৃশেৎ।
শ্রাদ্ধে বিবাহে দানে চ তথা দেবপ্রপূজনে ॥ ৮

যোষিতঃ পূজয়িত্বাদৌ ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ।
গন্ধ-পুষ্পাদি-বস্ত্রাদ্যৈ-র্ভক্ষ্যৈ-র্ভোজ্যৈর্জ্জলৈরিহ ॥ ৯

ন চেন্নিষ্ফলতাং যাতি দুর্গামন্ত্রার্চ্চকস্য বৈ।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণম্ ॥ ১০

হে শুচিস্মিতে! ইহা ধ্রুব সত্য। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে এই পদ্ধতিতে সিদ্ধি লাভ নিশ্চিত সত্য। এই পদ্ধতিতে যোষিৎ শঙ্কর বা বিষ্ণু কেহই আরাধ্য নহেন। ৫

এই পদ্ধতিতে স্ত্রীকে (আদ্যাশক্তিকে) প্রাণরূপে, দেবতারূপে, ভূষণরূপে এবং সঙ্গীরূপে চিন্তা করিবে। অন্যথা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। ৬

কখনও নারীগণের দোষ প্রকাশ করিবে না। সর্ব্বদা তাহাদের গুণই কেবল প্রকাশ করিবে। নারী শত অপরাধ করিলেও তাহাকে পুষ্প দ্বারাও তাড়না করিবে না। ৭

নারী অশুদ্ধ [অশুচি] হইলেও তাহাকে শুদ্ধ [শুচি] জ্ঞান করিবে। এবং যুবতী হইলেও শ্রাদ্ধে, বিবাহে, দান বা পূজাকালে তাহাদের করস্পর্শ করিবে। ৮

সর্ব্বাগ্রে কুল যুবতীকে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও জল [পানীয়] দ্বারা পূজা [সম্মানিতা] করিয়া তৎপর এই কার্য্য আরম্ভ করিবে। নচেৎ দুর্গা [শক্তি] মন্ত্র উপাসকদিগের সাধনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে নিত্যশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, বন্দনা, ও পিতৃতর্পণ সম্পন্ন করিয়া তৎপর কুলযুবতীর

তথৈব যোষিতাং পূজা পরমানন্দদায়িনী।
ক্রুদ্ধায়াং যোষিতি ক্রুদ্ধঃ সদাহং কুলনায়কঃ ॥ ১১
দুঃখিতায়াং সদা দেবী দুঃখিতা শাপদায়িনী।
মাতাপিত্রো র্গুরোস্ত্যাগো ব্রহ্মা শম্ভুস্তথা হরিঃ ॥ ১২
বরঞ্চাহং পরিত্যাজ্যো নাবমান্যা তু কামিনী।
বৃথা ন্যাসং বৃথা পূজা বৃথা জাপো বৃথা স্তুতিঃ ॥ ১৩
বৃথা সদক্ষিণো হোমো যদ্যপ্রিয়করঃ স্ত্রিয়াঃ।
বরং জনমুখান্নিন্দা বরং বা গর্হিতং যশঃ ॥ ১৪
বরং প্রাণপরিত্যাগো ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজিতব্যা নিতম্বিনী ॥ ১৫
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে লভতে তত্তদেব হি।
মুক্তিশ্চাপি তথা চান্তে লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
এতত্তে কথিতং দেবি শক্তিমন্ত্রস্য সাধনে।
বিনা যেন ন সিদ্ধ্যন্তি মন্ত্রাঃ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭

পরমানন্দদায়িনী পূজা আরম্ভ করিবে। কুলযুবতী ক্রুদ্ধা হইলে আমি কুলনায়কও সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকি। ৯-১১

কুলযুবতী দুঃখিতা হইলে স্বয়ং আদ্যাশক্তিও [ইষ্টদেবী] দুঃখিতা হইয়া সাধককে শাপ প্রদান করেন। মাতা, পিতা, বা গুরুত্যাগ অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভুকেও বরং পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু কখনও নারীকে অপমান করিবে না। কামিনী জনের [কুলযুবতীর] অপ্রিয় কার্য্য দ্বারা ন্যাস, পূজা, জপ, স্তুতি বা সদক্ষিণা হোম প্রভৃতি সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। বরং লোকমুখে নিজের নিন্দা বা অপবাদও সহ্য করিবে অথবা প্রাণও বিসর্জ্জন দিবে, কিন্তু তথাপি কখনও নারীগণের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে নিতম্বিনী-দিগকে পূজা [সম্মান] করিবে। ১২-১৫

নারীদিগকে এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করিলে সাধক স্বীয় সাধনায় ইহলোকে যাহা কিছু ইষ্টতম, তৎসমুদয় নিশ্চয়ই লাভ করে। এবং মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ১৬

হে দেবি! শক্তিমন্ত্র সাধনে এই বিধান কহিলাম। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শতকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। ১৭

ন ধাতা নাচ্যুতঃ শম্ভু র্ন চ বাহং সনাতনঃ।
যোষিদপ্রিয়কর্ত্তারং রক্ষিতুং ক্ষমতেঽপি কঃ॥ ১৮

দেব্যুবাচ—

মহাচীনক্রমং দেব সূচিতং ন প্রকাশিতম্।
কথয়স্ব মহাদেব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং মহৎ॥ ১৯

ভৈরব উবাচ—

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষাৎ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতং।
সর্ব্বপাপহরঞ্চৈব সর্ব্বরোগ[1]-বিনাশনম্॥ ২০

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং দিক্‌পালানাঞ্চ তারিণি।
ভৈরবাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গন্ধর্ব্বানাঞ্চ যোগিনাং[2]॥ ২১

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি[3] সর্ব্বেষামপি যদ্ভবেৎ।
সর্ব্বপাপহরে দেবি বীর-সাধনমাশ্রিতং।
নান্যৎ[4] সিদ্ধিপ্রদং দেবি বীরসাধন-বর্জ্জিতম্॥ ২২

নারীগণের অপ্রিয় সাধনকারী ব্যক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা অচ্যুত বা শম্ভু বা সনাতন আমিও রক্ষা করিতে সক্ষম নহি। সুতরাং তাহাকে আর কে রক্ষা করিতে সক্ষম? ১৮

দেবী কহিলেন—হে মহাদেব! আপনি মহৎ সিদ্ধিপ্রদ মহান্ বীরসাধনের সূচনা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই। অতএব হে দেব! আপনি সেই সাধন পদ্ধতি বিবৃত করুন। ১৯

ভৈরব কহিলেন—এই বীরসাধন সর্ব্বদেব নমস্কৃত এবং সাক্ষাৎ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। এই সাধনা সর্ব্বপাপহারী ও সর্ব্বরোগ-বিনাশক। ২০

হে তারিণি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দিক্‌পালগণ, ভৈরবগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং যোগিগণ—সকলেই এই সাধনায় স্ব স্ব সিদ্ধি লাভ করেন। হে দেবি! সকলের পক্ষেই এই সাধনা সর্ব্ব পাপহারক। হে দেবি! বীরসাধনা অবলম্বনে সকলেই যাহা কিছু সম্ভব, সেই সিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু হে দেবি! বীরসাধনা বর্জ্জিত অন্য কোন সাধনাই এরূপ দ্রুতসিদ্ধি প্রদান করে না। ২১-২২

১। হরং দেবি সর্বদুঃখ। ২। যোগিনি। ৩। প্রদঞ্চৈব। ৪। নান্য।

মহাবলো মহাবুদ্ধি র্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো[1] দয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২৩

তেষাং কৃতে মহেশানি কথ্যতে বীরসাধনং।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ২৪

কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ যথা বিধিঞ্চ সাধয়েৎ[2]।
ভৌমবারে তমিস্রায়াঃ যামে যাতে[3] চ ভাবিনি ॥ ২৫

তদর্দ্ধাভ্যন্তরে সম্যক্ পূজোপকরণং বলিং।
সামিষান্নং গুড়ং ছাগং সুরা[4] পিষ্টঞ্চ পায়সম্ ॥ ২৬

নানাফলন্তু নৈবেদ্যং স্ব-স্ব-কল্লোক্ত-সূচিতম্[5]।
চিতাস্থানং সমানীয় সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ২৭

সমান-গুণ-সম্পন্নৈঃ সাধকো বীতভীঃ স্বয়ং।
চিতা-লক্ষণং দেবেশি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি ॥ ২৮

হে মহেশানি ! যে ব্যক্তি মহাবলবান্, মহাবুদ্ধিমান্, মহাসাহসী, শুচি, মহা-সত্ত্ববান, দয়াবান এবং সর্ব্বভূতহিতে রত, কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারাই বীর-সাধন কার্য্য সম্ভবপর অর্থাৎ কেবল মাত্র তাহারাই বীর সাধনের উপযুক্ত। বীরসাধনের পদ্ধতি বলিতেছি—শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, বিশেষভাবে কৃষ্ণপক্ষে মঙ্গলবারে রাত্রিকালে [ঐ সকল তিথিতে] যথাবিধি বীর সাধনা করিবে। হে ভামিনি ! ঐ সকল তিথি ও বারে অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে সম্যক্ পূজোপকরণ এবং সামিষান্ন গুড়, ছাগ, পিষ্টক, পায়স দ্বারা বলি প্রদান করিবে। ২৩-২৬

নানাবিধ ফল এবং সাধকদিগের স্ব-স্ব-কল্পোক্ত বিধি অনুযায়ী আমিষ-যুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তৎপর সাধক নিজের ন্যায় সমান গুণসম্পন্ন শস্ত্রপাণি বন্ধুবর্গকে ঐ চিতাস্থানে আনয়ন করিয়া, সাধক নিজেই নির্ভয়চিত্ত হইবে। হে বরবর্ণিনি ! চিতালক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৭-২৮

১। মহাস্বত্তো। ২। সাধয়েচ্চ মূলান্বিতং। ৩। মাত্রে।
৪। মধু। ৫। সামিষং।

অসংস্কৃতা চিতা গ্রাহ্যা ন তু সংস্কার-সংস্কৃতা।
চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্র-সিদ্ধিদা॥ ২৯

শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখং।
স্নাত্বা রক্ষাং[১] সুবন্ধৈব[২] দেবতা-ধ্যানতৎপরঃ॥ ৩০

ভীতশ্চেৎ সাধকস্তত্র চতুর্দ্দিশি চ বান্ধবাঃ[৩]।
নো চেৎ স্বয়ং সাধকোঽসৌ[৪] ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১

বস্ত্রালঙ্কার-ভূষাদ্যৈর্ভূষিতঃ পূর্ব্বদিঙ্‌মুখঃ[৫]।
অস্ত্রান্ত[৬]-মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষণং যাগভূমিষু॥ ৩২

গুরুপাদরজো ধ্যাত্বা গণেশং বটুকং তথা।
যোগিনীং মাতৃকাঞ্চৈব বামপাদ-পুরঃসরম্॥ ৩৩

বীর সাধনার্থ অসংস্কৃত চিতাই গ্রহণ করিবে। সংস্কার-সংস্কৃত অর্থাৎ বিধৌত ও পরিষ্কৃত চিতা গ্রহণ করিবে না। চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির চিতা ও শব শীঘ্র সিদ্ধি দান করে। ২৯

সাধক স্নানান্তে বন্ধুবর্গের দ্বারা সুরক্ষিত এবং দেবতা ধ্যানতৎপর হইয়া যথাসুখে চিতাস্থানে গমন এবং শব আনয়ন করিবে। ৩০

সাধক ভীত হইলে চতুর্দ্দিকে শস্ত্রপাণি বান্ধবগণ, তাহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিবে। ভীত না হইলে সাধক স্বয়ং ভৈরবরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ৩১

বস্ত্রালঙ্কার ও ভূষাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া সাধক পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ মূলমন্ত্রের শেষে "ফট্" যোগ করিয়া ঐ মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞভূমি [অর্থাৎ সাধনার স্থান] প্রোক্ষণ করিবে। ৩২

তৎপর মনে মনে প্রথমে গুরু-পাদপদ্ম, তৎপর যথাক্রমে গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণকে ধ্যান করিয়া বামপদ অগ্রভাগে এবং দক্ষিণপদ পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিবে।

১। রক্ষেৎ। ২। সুবন্ধৈব ; পুরদ্বারৈঃ। ৩। ভীতাশ্চ সাধকস্তত্র সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ; বান্ধবাঃ স্থলে সাধকাঃ। ৪। কেবলোঽসৌ। ৫। পূর্ব্বসংস্থিতঃ। ৬। ঘেন্ত্রান্ত।

যে চাত্র সংস্থিতা দেবাঃ রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচ-যক্ষ-সিদ্ধাশ্চ[1] গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩৪
যৌগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাস্তা[2] ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥ ৩৫
প্রণম্য মনুনানেন[3] পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ।
শ্মশানাধিপতিং পশ্চাৎ[4] ভৈরবং কালভৈরবম্ ॥ ৩৬
মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পূর্ব্বাদি-দিক্-চতুষ্টয়ে।
পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য[5] বলিং পশ্চান্নিবেদয়েৎ ॥ ৩৭
শব্দ[6]-বীজং ততঃ পশ্চাৎ শ্মশানাধিপ-তৎপরঃ।
শ্মশানাধিপতয়ে চ বলিং গৃহ্ণ-যুগং ততঃ ॥ ৩৮
গৃহ্ণাপয় পদ-দ্বন্দ্বং বিঘ্ননিবারণং ততঃ।
কুরু কুরু সিদ্ধিং ঙেন্তং ভান্তং প্রযচ্ছ স্বাহয়ান্বিতম্ ॥ ৩৯

যথা—"যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচ-যক্ষ-সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাস্তা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ।"

অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল দেবতা, ভয়ানক রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরসাগণ, যোগিনী, মাতৃগণ, ভূতসমূহ, খেচরগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছেন, তাহারা সকলে আমাকে সিদ্ধি দান করুন এবং আমাকে রক্ষা করুন। ৩৩-৩৫

তৎপর মূলমন্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তৎপর শ্মশানাধিপতি, ভৈরব ও কাল-ভৈরবকে প্রণাম করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। তৎপর মহাকালকে যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে যত্নপূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদানে পূজা করিয়া, তৎপর তাহার উদ্দেশ্যে বলি নিবেদন করিবে। ৩৬-৩৭

তৎপর—"ওঁ হূং শ্মশানাধিপ শ্মশানাধিপতয়ে বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয়

১। গুহ্যকসিদ্ধাঃ। ২। সিদ্ধিদাস্তে। ৩। মনুমনেন। ৪। শ্মশানাধিপতিঞ্চৈব। ৫। মন্ত্রজ্ঞো। ৬। শব।

প্রণবাদ্যেন মনুনা প্রথমো বলিরীরিতঃ।
মায়ান্তে[১] ভৈরবং পশ্চাৎ ভয়ানক ততঃ পরম্ ॥ ৪০
পূর্ব্ববন্মন্ত্র[২]-মুদ্ধৃত্য দক্ষিণে বলিমাহরেৎ[৩]।
হুং মন্ত্রে[৪] চ মহাকালি পশ্চাৎ পূর্ব্ববদুদ্ধরেৎ[৫] ॥ ৪১
পশ্চিমে কামদেবায় প্রণবাদ্যেন দাপয়েৎ।
শব্দান্তে কালশব্দান্তে ভৈরবেতি ততঃ পরম্ ॥৪২
শ্মশানাধিপ ইত্যেবং পূর্ব্ববচ্চ বসিং হরেৎ[৬]।
চিতামধ্যে ততো দদ্যাৎ বলিত্রয়মনুত্তমম্ ॥ ৪৩
কালরাত্রি মহাকালি কালিকে ঘোরনিঃস্বনে।
গৃহাণেমং বলিং মাতর্দেহি মে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৪৪

গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা"—এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ৩৮-৩৯

তৎপর—ওঁ হ্রীং ভৈরব ভয়ানক বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ন-নিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে ভৈরবকে প্রদান করিবে। ৪০

তৎপর —ওঁ হুং মহাকালি বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্রে মহাকালকে বলি প্রদান করিবে। ৪১

তৎপর—ওঁ হুং কামদেব বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্রে পশ্চিম দিকে কামদেবকে বলি প্রদান করিবে।

তৎপর—ওঁ হুং কালভৈরব শ্মশানাধিপ বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্রে কালভৈরবকে বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর চিতামধ্যে কালরাত্রি, কালি ও মহাকালিকে "ওঁ হুং কালরাত্রি মহাকালি কালিকে ঘোরনিঃস্বনে গৃহাণেমং বলিং মাত র্দেহি মে সিদ্ধিমুত্তমাং স্বাহা"—এই মন্ত্রে তিনটি বলি প্রদান করিবে। ৪২-৪৪

১। মায়ান্তং। ২। পূর্ব্ববন্মনু। ৩। বলিমুদ্দরেৎ। ৪। ক্রমা সা
৫। হুঁ অন্তে তং মহাকালাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদুদ্ধরেৎ। ক্রুং অন্তেপুনঃ ক্রূং তং মহাকালাৎ পূর্ব্ববদুদ্ধরেৎ। ৬। পূর্ব্ববচ্চোত্তরে হরেৎ; পূর্ব্বামষ্টোত্তরে হরেৎ।

কালিকায় বলিং দত্ত্বা ভূতনাথায় দাপয়েৎ।
শব্দান্তে ভূতনাথান্তে শ্মশানাধিপ ইত্যপি[১] ॥ ৪৫

প্রণবাদ্যেন মনুনা দাপয়েৎ বলিমুত্তমম্। *
হুঁ-শব্দান্তে সর্ব্বগণনাথান্তেঽধিপ ইত্যপি[২] ॥ ৪৬

শ্মশান্ মস্তকে[৩] দত্ত্বা পূর্ব্ববচ্চ সমুদ্ধরেৎ।
তারাদ্যেন বলিং দত্ত্বা পঞ্চগব্যেন সুন্দরি ॥ ৪৭

অদ্ভিশ্চ[৪] প্রোক্ষণং কৃত্বা পীতবস্ত্রং ন্যসেত্ততঃ[৫]।
ভূর্জ্জে বা বটপত্রে বা তত্র পীঠমনুং ন্যসেৎ[৬] ॥ ৪৮

পীঠমাস্তীর্য্য তস্মিন্ বৈ বদ্ধবীরাসনস্ততঃ।
বীরার্দনেন মনুনা রক্ষাং দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ[৭]* ॥ ৪৯

কালিকাকে বলি প্রদান করিয়া ভূতনাথকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ভূতনাথের বলিমন্ত্র হুং শব্দের পর সর্বগণনাথ, তাহার পর শ্মশান শব্দের পর অধিপ শব্দ দিয়া পূর্ব্ববৎ ইমং বলিং ইত্যাদি উদ্ধার করিবে। তাহাতে মন্ত্রটী হইবে ঃ—ওঁ হুং ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা—প্রণবাদি এই মন্ত্রে ভূতনাথকে উত্তম বলি প্রদান করিবে। তৎপর গণাধিপকে—ওঁ হুং সর্ব্বগণনাথ শ্মশানাধিপ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু কুরু সিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ স্বাহা, এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ৪৫-৪৭

হে সুন্দরি! তাহার পর পঞ্চগব্য ও জলের দ্বারা চিতা বা শবদেহ প্রোক্ষণ করিয়া পীতবস্ত্র পাতিবে। তাহার পর ভূর্জ্জপত্রে বা বটপত্রে জপ্যমান মন্ত্রের পীঠমন্ত্র লিখিয়া তাহা চিতা বা শবদেহোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি আসন পাতিয়া বীরাসনে উপবেশন করিবে। হে দেবেশি! তৎপর বীরার্দনমন্ত্রে চতুর্দ্দিক রক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত যথাযথভাবে করিবে। ৪৮-৪৯

১। শব্দান্তে ভূতনাথায় শ্মশানাধিপ ইত্যর্থঃ। ২। শব্দান্তে শব্দ গণনাথায়ান্তে হ্যধিপস্য চ। ৩। মস্তকে। ৪। অদ্ভিঃসিং। ৫। পঠেন্মন্ত্রং লিখেত্ততঃ। ৬। ভূর্জ্জে বা বটপাত্রে বা তত্র পীঠমনুং ন্যসেৎ। ৭। ত্রিতয়ং ততঃ; ত্রিতয়ং পুনঃ।

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

কূর্চ্চবীজদ্বয়ং দেবি মায়া-যুগ্মমনন্তরং।
কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে চ প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে ॥ ৫০
দানবান্ দারয়েত্যুক্ত্বা হনেতি দ্বিতয়ং ততঃ[১]।
শবশরীরে[২] মহাবিঘ্নং ছেদয়-দ্বিতীয়ং পুনঃ[৩] ॥ ৫১
দ্বিঠান্তো বর্ম্ম চাস্ত্রান্তো[৪] বীরার্দ্দন-মনুর্ম্মতঃ।
অনেন মন্ত্রিতং লোষ্ট্রং দশদিক্ষু বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৫২
তন্মধ্যে ভৈরবো দেবো ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে।
যদি প্রসাদাদ্দেবেশি সাধকো ভয়বিহ্বলঃ।
কৃতৈ-[৫] স্তৈ-স্তৈঃ সুহৃদ্বর্গৈ রক্ষিতো নাভিভূয়তে ॥ ৫৩
অর্কেন্দু-সিত-বাট্যাল-তুল্যৈ-র্নির্ম্মিত-বর্ত্তিকম্ ॥ ৫৪
প্রদীপং তত্র সংস্থাপ্য অস্ত্রং তত্র প্রপূজয়েৎ।
তদধশ্চাস্ত্রমন্ত্রেণ নিখনেৎ কুলদীপকম্[৬] ॥ ৫৫
হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে।
তত্তৎকল্পোক্ত-বিধিনা ভূতশুদ্ধ্যাদিকং চরেৎ ॥ ৫৬

"হূং হূং হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শবশরীর মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূং ফট্"—এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে। ইহাই বীর সাধনায় দিক্ রক্ষা মন্ত্র। এইরূপে দশ দিক্ সুরক্ষিত করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে ভৈরবরূপী সেই সাধক কখনও কোন বিঘ্ন দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হন না। যদি কোন প্রমাদবশতঃ সাধক ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত তাহার শস্ত্রপাণি সুহৃদ্বর্গ তাহাকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে সাধক ভয়ে অভিভূত হইবে না। আকন্দবৃক্ষজাত তুলা, শ্বেতবেড়েলা বৃক্ষজাত তুলা, ও কর্পূর দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া, ঐ বর্ত্তিকা দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া, সে স্থলে অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবে। মূলমন্ত্রের অন্তে ফট্ যোগকরতঃ সেই মন্ত্রযোগে ঐ প্রদীপকে শবদেহের সন্নিকটে মৃত্তিকার উপরিভাগে [শবাধঃ দেশে] দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ করিবে। যদি ঐ মহাদীপ নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে সাধককে নানাবিধ বিঘ্নদ্বারা অভিভূত হইতে হয়। প্রত্যেককে স্ব-স্ব-কল্পোক্ত বিধি অনুসারে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবে। ৫০-৫৬

১। শবশরীর। ২। ততঃ। ৩। রসশব্দান্তো ৪। তত্র।
৫। কুলদীপিকাং।

মাতৃকাক্ষর-সংযুক্তাং বিদ্যাং ষড়্‌ধা ন্যসেৎ পুনঃ।
ক্রমাৎ বুৎক্রমযোগেন তারা ষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৭
ষোঢ়া বিন্যস্তদেহস্তু সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরো ভবেৎ।
ষোঢ়াং বা তারিকাং বাপি বিন্যস্য পূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৮
মন্ত্রধ্যানপরো ভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
একাক্ষরো যদি ভবেৎ দিক্‌সহস্রং ততো জপেৎ ॥ ৫৯
দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রং তু ত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকং।
ততঃ[১] পরন্তু মন্ত্রজ্ঞে গজান্তক-সহস্রকম্ ॥ ৬০
নিশায়াং জপমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ।
জপাদৌ তু বলিং দত্ত্বা পশ্চাদপি বলিং হরেৎ ॥ ৬১
জপান্তে জপমধ্যে বা দেহি দেহীতি ভাষতে।
তদাপি চ বলিং দদ্যাৎ মহিষং বাপি ছাগলম্ ॥ ৬২

মাতৃকাবর্ণ সংযুক্ত [পুটিত] করিয়া মূল মন্ত্রদ্বারা ছয়বার ন্যাস করিবে। তৎপর বিপরীত ক্রমে পুনরায় ন্যাস করিবে। ইহাকে তারাষোঢ়া বলা হয়। ৫৭

স্বীয়দেহে ষোঢ়ান্যাস দ্বারা সাধক স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তুল্য হইয়া থাকেন। তৎপর শবদেহে তারা ষোঢ়া বা তারা মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। পূজান্তে মন্ত্রধ্যান-পরায়ণ হইয়া সাধক একাগ্রচিত্তে অনন্যমনা হইয়া মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। যদি সাধ্যমন্ত্র একাক্ষর হয়, তাহা হইলে দশসহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ৫৮-৫৯।

যদি সাধ্যমন্ত্র দুই অক্ষর হয়, তাহা হইলে অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। যদি সাধ্যমন্ত্র দুই অক্ষরের বেশী হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। ৬০

নিশাকালে [পূজান্তে] জপ আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে। জপারম্ভের পূর্ব্বে একবার এবং জপান্তে পুনর্বার বলি প্রদান করিবে। ৬১

জপান্তে বা জপমধ্যে "দেহি দেহি" [প্রার্থিত বস্তু বা বর দান কর] উচ্চারণ করিবে। তৎপর ছাগ বা মহিষ বলি প্রদান করিবে। ৬২

১। অতঃ।

ন দিক্ষু বীক্ষণং কিঞ্চিৎ ন চ বন্ধু-সমাগমঃ[১] ।
[জলাগ্নি-দুষ্টসর্পানাং গজানাং রাক্ষসাংস্তথা[২]] ॥ ৬৩
পক্ষি-কীট-পিশাচানাং যদ্ যদ্ বা মনসি[৩] স্থিতম্ ।
তৎ সর্ব্বং স্বপ্নবৎ বুদ্ধ্যা ভয়ং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৪
সমাপ্য সাধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধি ।
গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ[৪] ।। ৬৫
সম্যক্ সিদ্ধ্যেকমন্ত্রস্য[৫] নাসাধ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
বহুমন্ত্রবতঃ[৬] পুংসঃ কা কথা শিব এব সঃ ॥ ৬৬
যতঃ সর্ব্বত্র দেবেশি গুরুপূজা গরীয়সী ।
তদগ্রে মন্ত্রতন্ত্রাণাং ভাষণং নৈব কারয়েৎ ॥ ৬৭
পূজিতে গুরুপাদে বৈ সর্ব্বদৈব সুখী ভবেৎ ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্র-তন্ত্রাণাং পিতা সোঽয়ং সদাশিবঃ ॥ ৬৮

[শবাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর] কোন দিকে দৃক্‌পাত করিবে না, এমন কি কোন বন্ধু ব্যক্তি সে স্থলে আগমন করিলেও তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে না। [শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া জপ আরম্ভ করার পর] সাধকের মনশ্চক্ষে, জল, অগ্নি, দুষ্টসর্প বা গজ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পিশাচ, বা অন্য যাহা কিছুই দৃষ্ট হউক না কেন, সেই সমস্তকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করিবে এবং [শব সাধন কালে] সর্ব্বত্র ভয় পরিহার করিবে । ৬৩-৬৪

হে দেবি ! সাধন সমাপ্ত করিয়া সাধক স্বীয় বিভবানুযায়ী, গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । ৬৫

[শব সাধনায়] মন্ত্র সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। বহুমন্ত্রসিদ্ধির ত কথাই নাই, একমন্ত্র সিদ্ধ হইলেও সাধক শিবতুল্য হইয়া থাকে । ৬৬

[মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত] গুরুপূজা গরীয়সী । সুতরাং গুরুর সম্মুখে মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে আলাপ করিবে না । ৬৭

গুরুকে পূজা করিলে সাধক সর্ব্বকালে সুখী হইয়া থাকে । স্বয়ং সদাশিবই সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রের পিতা । ৬৮

১। বন্ধুৎ সমাগমঃ। ২। দংষ্ট্রিভিস্তথা। ৩। সমরে।
৪। প্রদাপয়েৎ ৫। মন্ত্রেণ। ৬। মন্ত্ররতঃ।

অন্যদেব-সপর্য্যা বা অন্য-[১]দেবস্য কীর্ত্তনং।
গুরুপূজাং[২] বিনা দেবি তদগ্রে নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৯
[শবারূঢ়ো যদি ভবেৎ তদ্বিশেষো ইহোচ্যতে।
শূন্যাগারে বিল্বমূলে নদীতীরে চতুষ্পথে ॥ ৭০
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাদ্ যদি বা পঞ্চ বা তরুণং যদি।
সপ্তমাষ্টম-মাসীয়ং গর্ভজং যদি বা শবং ॥ ৭১
চণ্ডালং চাভিভূতং বা[৩] শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্।
আনীয় স্নাপয়েদাদৌ ন্যাসজালং সমাচরেৎ ॥ ৭২
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা[৪]।
অভ্যর্চ্চ্য চাসনং দত্ত্বা রক্ষা আত্মনি কারয়েৎ ॥ ৭৩
ততঃ শবাস্যে বিধিবদ্দেবতা-পূজনং ততঃ[৫]।
ততো জপ্ত্বা সর্ব্বমন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭৪

অগ্রে গুরুকে পূজা না করিয়া, অন্য সমপর্য্যায় দেবতা বা অন্য যে কোন দেবতার বিষয় কীর্ত্তন করিলে সাধক নরক গমন করে। ৬৯

সাধক যদি শবারূঢ় হইয়া শবসাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিতেছি। শূন্যাগারে, বিল্বমূলে, নদীতীরে বা চতুষ্পথে শব সাধনা করিবে। ৭০

[শব সাধনার্থ গৃহীত] শব যদি দুই বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকের বা পঞ্চম বর্ষীয় বালকের বা কোন তরুণ পুরুষের হয়, অথবা যদি সপ্তম বা অষ্টম মাসের গর্ভজাত শব হয়, অথবা গৃহীত শব যদি চণ্ডাল বা অন্য কোন অতিশয় নীচ জাতীয় পুরুষের শব হয়, তাহা হইলে, সেই শব শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শবকে সাধনার স্থলে আনয়ন করিয়া প্রথমে তাহাকে স্নান করাইবে। তৎপর সমস্ত ন্যাস [ন্যাসজাল] সম্পন্ন করিবে। প্রথমে পীঠমন্ত্র লিখিবে। তৎপর গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিবে। তৎপর সাধক স্বয়ং আত্মরক্ষা করিবে। ৭১-৭৩

তৎপর যথাবিধি শবের মুখে দেবতার পূজা করিবে। পূজান্তে মন্ত্র জপ করিলে সাধক সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে। ৭৪

১। অন্যদেবস্য পর্য্যা বা চান্য। ২। গুরুদেবং।
৩। চাণ্ডালং চাভিভূতস্য ; চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ। চাণ্ডালং চাতিভূতঞ্চ। চাণ্ডালং চাতিভূমিঞ্চ। ৪। স্তুতঃ। ৫। দেবতাপ্যায়নং ততঃ।

তারশব্দং[১] মৃতকায় নমোঽন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ[২] ॥ ৭৫

শবস্নাপন-মন্ত্রোঽয়ং শবাসন-মনুং ততঃ[৩] ।

মন্ত্রান্তে[৪] ভুবনেশী স্যাৎ ফড়ন্তো[৫] মনুরীরিতঃ[৬] ॥ ৭৬

মহানীল[৭]-ক্রমং দেবি সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্

ন কস্যচিৎ প্রবক্তব্যম্ গোপ্তব্যং প্রীতয়ে মম[৮] ॥] ৭৭

যদুক্তং হি ভবে সর্ব্বান্ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং ।

বীরসিদ্ধি-বিধানন্তু দেবদেবেন শম্ভুনা ॥ ৭৮

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ স্বল্পভাবেন সিদ্ধ্যতি ।

অহোরাত্রৈককালে তু হেলয়া সাধকোত্তমঃ ॥ ৭৯

মন্ত্রং নত্বা গুরোঃ পার্শ্বে গুরুভক্তি-পরায়ণঃ ।

মন্ত্র-শ্রোত্রাস্য-হৃন্নেত্র-প্রাণান্ বিজ্ঞায় যত্নতঃ ॥ ৮০

মন্ত্রস্য কীলকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যান্মন্ত্র-পুরস্ক্রিয়াং ।

পুরশ্চরণ-সম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ৮১

ওঁ মৃতকায় নমঃ—উচ্চারণ করিয়া তৎপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শবকে স্নান করাইবে। তৎপর মূল মন্ত্রান্তে হ্রীং ফট্ যোগ করিয়া তদুচ্চারণে শবাসন গ্রহণ করিবে। [পাঃ—মতে ওঁ মৃতকায়ায় নমঃ হ্রীং ফট্—ইহাই শবাসন গ্রহণ করার মন্ত্র] ৭৫-৭৬

হে দেবি! মহাবীর সাধনা পদ্ধতি সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। ইহা কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। আমার প্রীতির নিমিত্ত ইহা সর্ব্বদা গোপন করিবে। ৭৭

দেবদেব শম্ভু বীরসিদ্ধির যে বিধান বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে অর্থাৎ কোন তন্ত্রেই বীরসিদ্ধির বিধান উল্লিখিত হয় নাই। ৭৮

বীরসিদ্ধির বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে অতি সামান্য আয়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। সাধক অহোরাত্র-কালমধ্যে অবহেলায় বীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। ৭৯

গুরুভক্তি-পরায়ণ সাধক মন্ত্রকে নমস্কার করিয়া গুরুর নিকটে গমন করিয়া তাহার নিকট হইতে যত্নসহকারে মন্ত্রের কর্ণ, মুখ, হৃদয়, নেত্র, প্রাণ এবং মন্ত্রের কীলক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে। তৎপর মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে। পুরশ্চরণ-সম্পন্ন মন্ত্র দ্বারাই বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ৮০-৮১

১। তারং শবাং; তারং শব্দং। ২। মন্ত্রমুচ্চরণ। ৩। মনুর্ম্মতঃ।
৪। নমোঽন্তে। ৫। ফড়ন্তে। ৬। মন্ত্রদ্দরিতঃ।
৭। মহাবীর; মহাচীন। ৮। [ ] তৃতীয় বন্ধনাস্থাঃ শ্লোকাঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যন্তে।

সম্যক্ পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাস্থিতা।
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ র্বীরসাধনা ॥ ৮২
পুত্র-দার-ধন-স্নেহ-লোভ-মোহ-বিবর্জ্জিতঃ।
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্ ॥ ৮৩
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ।
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্ দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ ॥ ৮৪
শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্ব্বত-নন্দিনি ॥ ৮৫
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্ ॥ ৮৬
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্তু[1] স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্ বীরসাধনম্ ॥ ৮৭
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাদ্ যদি বা পঞ্চ বা[2] তরুণং যদি ॥ ৮৮

[যে কোন মন্ত্র সাধনে] সম্যক্ পরিশ্রম সত্ত্বেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে সাধকের পক্ষে বীর সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে স্ত্রী, পুত্র এবং ধনের প্রতি মমত্ববোধ, লোভ ও মোহ সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্র সাধন করিব কিংবা শরীর পাত করিব এই দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মন্ত্রসাধনার্থ বলি দ্রব্যাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে। যে মন্ত্র সাধনার্থ যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন সাধক তত্তদ্ দ্রব্যাদি তৎপর সংগ্রহ করিবে। ৮২-৮৪

হে পর্ব্বতনন্দিনি। হে দেবেশি! [শবসাধনার্থ] শবলক্ষণ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ ও গোময় পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন জন্তুর শবই বীর সাধনার্থ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সাধনার্থ মহাশবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও প্রধান। কিন্তু মহাশব মধ্যে ব্রাহ্মণ ও নারীশব পরিত্যাগ করিয়া বীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ৮৫-৮৭

মহাশব সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্তই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োগ কর্ত্তার জন্য প্রশস্ত। মহাশব যদি দুই বৎসরের অধিক বৎসর বয়স্ক পুরুষের বা পঞ্চম বর্ষীয়

১। ব্রাহ্মণস্তু ২। পঞ্চধা

সপ্তমাষ্টম-মাসীয়ং গর্ব্ভজং যদি বা শবং।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্ ॥ ৮৯

যষ্টি-প্রভৃতিভির্বিদ্ধং অন্যং বা বিজনে মৃতম্।
[শবমানীয় কর্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতং।]
স্ত্রী-রমণ-পতিতং চাস্পৃশ্যং বর্জ্জ্যং হি তৎ শবং ॥ ৯০

কুষ্ঠাদি-রোগসংযুক্তং বৃদ্ধচ্ছিন্নং শবং হরেৎ।
ন দুর্ভিক্ষ-মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজন-সদৃশং রূপং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯১

অথ বীর-সাধনার্থ-স্থান-নির্ণয়ঃ—

শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে।
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোদ্ধৃত্য ভূষয়েৎ ॥ ৯২
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ ॥ ৯৩

সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুষং দিব্যরূপিণং।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ ন্যাসজালং সমাচরেৎ ॥ ৯৪

বা তরুণ পুরুষের শব হয়, অথবা চণ্ডাল বা অতিশয় নীচজাতীয় পুরুষের শব হয়, তাহা হইলে সাধনায় অতিশীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। ৮৮-৮৯

যষ্ঠ বর্ষীয় বা নির্জ্জনে মৃত পুরুষের শব প্রভৃতি সাধনার্থ বিদ্ধ বা বর্জ্জনীয়। স্ত্রীরমণকালে মৃত বা ক্লীব পুরুষের শবকেও সাধনার্থ বর্জ্জনীয় ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে। ৯০

কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত বা বৃদ্ধ, বা দুর্ভিক্ষহেতু মৃত বা যাহার মৃত্যুর পর একদিবা রাত্রি অতীত হইয়াছে [পর্য্যুসিত শব] বা স্ত্রীজন-সদৃশ রূপধর পুরুষের শব সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। ৯১

অনন্তর বীর সাধনার্থ স্থান কথিত হইতেছে। শূন্যাগারে, নদীতীরে, বিল্বমূলে, চতুষ্পথে বা নির্জ্জনস্থানে, অরণ্যে বিশেষভাবে শ্মশানে শব দেহ লইয়া যাইবে এবং তাহাকে যথাবিহিতভাবে ভূষিত করিবে। ৯২-৯৩

শবকে প্রথমে কুশ শয্যায় স্থাপন করিয়া তৎপর ন্যাসজাল সম্পন্ন করিবে। ৯৪

পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ্য চাসনং দত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ ॥ ৯৫

ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী ফড়ন্তা স্যুঃ কথিতা মনবোত্তমাঃ ॥ ৯৬

ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরবাচ্চ ভয়ং ভবেৎ ॥ ৯৭

এলা-লবঙ্গ-কর্পূর-জাতী-খদির-সার্দ্রকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্ ॥ ৯৮

স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদি-কট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ ॥ ৯৯

মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টক-সমন্বিতং।
পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎকল্প বিধানতঃ।
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলান্তরিতং ন্যসেৎ ॥ ১০০

তৎপর পীঠ মন্ত্র লিখিয়া এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা [শবকে] অর্চ্চনা করিয়া আসন প্রদান করিবে। তৎপর রক্ষামন্ত্র দ্বারা সাধক আত্মরক্ষা করিবে। ৯৫

তৎপর শবমুখে যথাবিধি দেবতার আপ্যায়ন অর্থাৎ দেবতার পূজা করিবে ফট্ অন্ত ভুবনেশী অর্থাৎ হ্রীং ফট্ উত্তম মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯৬

তৎপরে শবকে প্রক্ষালন করিয়া সযত্নে যথাস্থানে স্থাপন করিবে। যদি সাধকের যত্ন সত্ত্বেও শব স্থিরভাবে অবস্থান না করে, তাহা হইলে ভৈরব হইতে ভয় হইবে। ৯৭

শবমুখে এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতিফল, খদির (খয়ের), আর্দ্রক ও তাম্বূল প্রদান করিয়া শবকে অধোমুখ করিবে। ৯৮

শবকে অধোমুখে স্থাপন করিয়া তাহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ চন্দন দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। তৎপর বাহুমূল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত শবের পৃষ্ঠদেশে সমচতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। মধ্যে অষ্টদলবিশিষ্ট পদ্ম ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। মধ্যে ওঁ হ্রীং ফট্ মন্ত্রের সহিত তত্তৎ কল্পোক্ত বিধানে পীঠমন্ত্র লিখিবে। তৎপর তদুপরি বস্ত্র, কম্বল, মৃগচর্ম্মাসন পাতিয়া ন্যাস করিবে। ৯৯-১০০

পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকং।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য ততশ্চারোহণং বিশেৎ ॥ ১০১

কুশান্ পদতলে দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবদ্ধ্য ঝুটিকাং তঞ্চ দেবস্বরূপিণম্ ॥ ১০২

তস্য দেহং সুসংপূজ্য পঠেদুত্থায় সম্মুখে।
ওঁ ভীমভীরু ভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক ॥ ১০৩

ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণং যন্ত্রমালিখেৎ ॥ ১০৪

তেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্য পাদয়োঃ ॥ ১০৫

হস্তয়োঃ কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্য স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০৬

সদা দেবীং হৃদি ধ্যাত্বা মৌনী জপমথাচরেৎ।
চলচ্ছবাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্তু তম্ ॥ ১০৭

পূজা দ্রব্যাদি, শবদেহের সন্নিকটে এবং কিছুদূরে উত্তর সাধককে সংস্থাপন করিয়া তৎপর শবকে অর্চ্চনা করিয়া সাধক শবারোহণ করিয়া উপবেশন করিবে। ১০১

শবদেহের পদতলে কুশ প্রদান করিবে। তৎপর শবের কেশরাজি প্রসারিত করিয়া তাহা দ্বারা ঝুটিকা বন্ধন করিবে। অনন্তর সেই দেবরূপী শবদেহকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া সাধক আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ শবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 'ওঁ ভীমভীরু ভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ ॥'—এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর শবের পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ১০২-১০৪

তাহা হইলে শব উঠিতে সমর্থ হইবে না এবং নিশ্চল হইবে। তখন পুনরায় শবের উপরে উপবেশন করিয়া বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের উপর কুশ বিস্তার করিয়া বাহুদ্বয়ের উপর পদদ্বয় স্থাপন করিবে। ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর যুক্ত করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়সকল স্থির করতঃ সাধক হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া মৌনী হইয়া জপ আরম্ভ করিবে।

যং প্রার্থয়সি দেবেশি ! দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে ॥ ১০৮
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ ॥ ১০৯
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥ ১১০
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধ্বা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্ ॥ ১১১
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদ-বন্ধনম্ ॥ ১১২

যদি শব চলিত হইতে থাকে অর্থাৎ নড়িতে থাকে তাহা হইলেও সাধক ভীত হইবে না। যদি সাধক ভীত হয়, তাহা হইলে সে সংস্কৃত ভাষায় বলিবে—

যং প্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥

হে দেবেশি ! তুমি হস্তী প্রভৃতি যাহা কিছু দাতব্য প্রার্থনা কর, আমি দিনান্তরে তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। তোমার নাম কি, তাহা তুমি আমাকে বল। ১০৫-১০৮

সংস্কৃত ভাষায় ইহা বলিয়া সাধক পুনরায় নির্ভয়চিত্তে জপ করিতে থাকিবে। তাহাতে যদি মধুর ভাষায় স্বীয় নাম বলে, তবে মধুর ভাষায় বলিবে। ১০৯

তখন সাধক মনুষ্য তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হন বা বর প্রদান না করেন, তাহা হইলে সংযত ও একাগ্রচিত্তে সাধক পুনরায় জপ করিতে থাকিবে। যদি তিনি নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরদান করেন, তখন সাধক জপাদি পরিত্যাগ করিবে। ১১০-১১১

সাধনায় ঈপ্সিত ফল লাভ হইয়াছে জানিয়া সাধক তদনন্তর শবের ঝুটিকা বন্ধন মোচন করিবে এবং সযত্নে শবদেহ প্রক্ষালন করিয়া যথারীতি শবকে স্থাপন করিবে এবং পাদদ্বয়েরও বন্ধন মোচন করিবে। ১১২

পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ॥ ১১৩

ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দদ্যাৎ দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোঽহং বলিং প্রিয়ম্ ॥ ১১৪

তেন গৃহ্নন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিমং বলিং।
ততো বৈ যাচিতানশ্বান্ নর-কুঞ্জর-শূকরান্ ॥ ১১৫

দত্ত্বা পিষ্টময়ানন্তে কর্ত্তব্যং সমুপোষণং।
পরেঽহ্নি নিত্যমাচর্য্য পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥ ১১৬

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকান্।
সপ্ত-পঞ্চবিহীন বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি ॥ ১১৭

ততঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ ॥ ১১৮

পাদচক্র (পাদবন্ধন) মোচন করিয়া সমস্ত পূজা-দ্রব্যই জলে নিক্ষেপ করিবে। তৎপব ঐ শবকে জলে বা গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সাধক স্বয়ং স্নান করিবে। ১১৩

তৎপর স্বগৃহে গমন করিয়া সাধক দিনান্তরে দেবীকে পূজা করিয়া পূর্ব-প্রতিশ্রুত বলি প্রদান করিবে। 'হে দেবি! তুমি যে প্রিয় বলি কামনা করিয়াছিলে, আমি যাচিত হইয়া তৎসমুদয় বলি প্রদান করিতেছি, আমার প্রদত্ত এই বলি আপনারা সকলে গ্রহণ করুন।' তৎপর সাধক দেবীর প্রার্থিত অশ্ব, নর, কুঞ্জর, শূকর প্রভৃতি বলি সকল প্রদান করিয়া শেষে পিষ্টকময় ঐসকল বলি দিয়া উপবাস করিবে। পরবর্ত্তী দিবস নিত্যকর্ম্ম আচরণ করিয়া তৎপর সাধক পঞ্চগব্য পান করিবে। ১১৪-১১৬

তৎপর পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে পাঁচ বা সাত বাদ দিয়া ন্যূনতমপক্ষে দশজন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। ১১৭

তৎপর সাধক স্নানাহার করিয়া উত্তম স্থানে বাস করিবে। যদি সাধক ব্রাহ্মণভোজন না করায়, তাহা হইলে সে ধনহীন হয়। ১১৮

তেন চেন্নির্ধনং ন স্যাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্‌রাত্রং নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ ॥ ১১৯
স্ত্রী-শয্যাং যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ ॥ ১২০
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাস্য মূকতা ভবেৎ।
পঞ্চদশ-দিনং যাবৎ দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ ॥ ১২১
ন স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধপুষ্প বহির্যাতি যদা যদা।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্ণীয়াদ্বসনান্তরম্ ॥ ১২২
গো-ব্রাহ্মণ-বিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দুর্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন।
দেব-গো-ব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ ॥ ১২৩
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে ॥ ১২৪

যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইবার জন্য সে ধনহীন নাও হয়, তাহা হইলেও দেবী তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হন। [সিদ্ধিলাভের পরবর্ত্তী] তিন রাত্রি, ছয় রাত্রি বা নয় রাত্রি পর্য্যন্ত সাধক তদীয় সিদ্ধির বিষয় গোপন রাখিবে। ১১৯

সিদ্ধিলাভের পর পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত দেবতা [বা দেবী] সাধকশরীরে অবস্থান করেন। ঐ সময়ে সাধক যদি নারীর শয্যায় গমন করে, তাহা হইলে তাহা তাহার ব্যধিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ঐ সময়-মধ্যে কোন সময়ে গান শ্রবণ করিলে বধির হয়, নৃত্য দর্শন করিলে অন্ধ হয়। যদি দিবসে কথা বলে, তবে তাহার মূকতা হয় অর্থাৎ সে মূক হয়। ১২০-১২১

ঐ পঞ্চদশ দিবস মধ্যে সাধক গৃহ হইতে যখন যখন বাহিরে যাইবে তখন গন্ধ পুষ্প গ্রহণ করিবে না এবং গৃহ হইতে বহির্গমনকালে সর্ব্বদাই পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিবে। ১২২

ঐ পঞ্চদশ দিবস মধ্যে কখনও গো বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না। দুর্জন, পতিত ও ক্লীবকে কখনও স্পর্শ করিবে না। প্রত্যহ শুচি হইয়া দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে। ১২৩

এই সময়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালীন নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া বিল্বপত্রোদক পান করিবে। তৎপর ঐ পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইয়া ষোড়শ দিবস উপস্থিত হইলে ঐদিন সাধক গঙ্গা স্নান করিবে। ১২৪

স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য তর্পণান্তে[1] নমঃ-পদং।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবান্[2] সংতর্পয়েজ্জলৈঃ॥ ১২৫
স্নান-তর্পণশূন্যস্য ন স্যাৎ দেবস্য তর্পণং।
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥ ১২৬
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদং।
[পঞ্চগব্যন্তু ভোক্তব্যং মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং[3]॥ ১২৭]

[প্রকারান্তর-পুরশ্চরণম্]

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
কুজে বা শনিবারে চ নরমুণ্ডং সমাহৃতম্॥ ১২৮
পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদ্যৈর্বিশেষতঃ।
নিক্ষিপ্য ভূমৌ হস্তার্দ্ধ-মানতঃ কাননে বনে॥ ১২৯
তত্র তদ্দিবসে রাত্রৌ সাহস্রং যদি সাধকঃ।
একাকী প্রজপেন্মন্ত্রং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ॥ ১৩০

গঙ্গাস্নান করিয়া মূল মন্ত্রান্তে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তর্পয়ামি নমঃ বলিবে। এরূপভাবে তিন শতের উর্দ্ধ সংখ্যায় জলে দেবতার তর্পণ করিবে। ১২৫

স্নান না করিয়া এবং [অন্যান্য] তর্পণ না করিয়া দেবতার তর্পণ করিবে না। এই বিধানানুসারে কার্য্য করিলে সাধক শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। ১২৬

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের ফলে সে ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ভোগসমূহ ভোগ করিয়া অন্ত্যকালে শিবলোকে গমন করে। [সাধক মূলমন্ত্র সহযোগে পঞ্চগব্য সেবন করিবে]। ১২৭

[প্রকারান্তর পুরশ্চরণ]

অনন্তর প্রকারান্তর পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। শনি বা মঙ্গলবারে নরমুণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহা প্রথমে বিশেষভাবে চন্দন দ্বারা এবং তৎপর পঞ্চগব্য দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া কোন দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী বনে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ভূমির নিম্নে ঐ মুণ্ড নিক্ষেপ করিবে। তৎপর সেই শনি বা মঙ্গলবারেই রাত্রিকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া সাধক এক সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। একাকী এইরূপে মন্ত্র জপ করিলে সাধক স্বয়ং কল্প-পাদপ তুল্য হইয়া থাকে। ১২৮-১৩০

১। তর্পয়ামি। ২। বৈ। ৩। মন্ত্রবিৎ।

অন্যপ্রকারং দেবেশি কালীতন্ত্রোক্তং সর্ব্বশঃ।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে চৈব শুচিঃ পূর্ব্বমুপাসিতঃ॥ ১৩১
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ।
গ্রহণাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমং চরেদ্বুধঃ॥ ১৩২

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে শবসাধন-পুরশ্চরণকথনং নাম
ষোড়শঃ পটলঃ॥ ১৬॥

হে দেবেশি! কালীতন্ত্রোক্ত অন্য প্রকার পুরশ্চরণ সর্বতোভাবে বলিতেছি। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে শুচি হইয়া পূর্বদিবসে উপবাস করিয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণের আরম্ভ হইতে মোক্ষকাল পর্যন্ত সমাহিতচিত্ত মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর জ্ঞানী (সাধক) তাহার দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে। ১৩১-১৩২

পরমরহস্য শ্রীনীলতন্ত্রে শবসাধন এবং পুরশ্চরণ কথন নামক
ষোড়শ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ পটলঃ

[মন্ত্রক্রমঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেব-দেব মহাদেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক।
ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্রক্রমমনুত্তমম্॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি নীলায়াঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
তেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ॥ ২
মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নিসংযুতম্।
মায়া-বিন্দ্বীশ্বর-যুতং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ৩
কূর্চ্চবীজং তৃতীয়ঞ্চ ফট্কারং তদনন্তরম্।
সম্পূর্ণসিদ্ধমন্ত্রস্তু রশ্মিপঞ্চকসংযুতঃ॥ ৪
অনুত্তরং সমুদ্ধৃত্য মায়োত্তরং ততঃ পরম্।
প-পঞ্চম-সমাযুক্তং পঞ্চরশ্মিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫

দেবী কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় স্বরূপ, আপনি সর্ব্বদেবতার এবং সর্ব্বদেহীর একমাত্র গতি। অধুনা আমি (নীল-সরস্বতীর) সর্বোত্তম মন্ত্রক্রম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

ঈশ্বর কহিলেন—অনন্তর আমি সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী নীলসরস্বতীর ভেদ সমূহ বলিতেছি। নীলসরস্বতীর এই সকল ভেদ [বিভিন্নতা] সম্বন্ধে বিজ্ঞানমাত্রেই সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২

মায়াবীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিয়া বহ্নি (র) সংযুক্ত ও মায়া (ঈ) ও বিন্দুকলা (ँ) বিভূষিত তকার হইলে দ্বিতীয় বীজ (ত্রীং) উদ্ধৃত হয়। ৩

কূর্চবীজ (হুং) তৃতীয়। তাহার পর ফট্কার। এই রশ্মিপঞ্চক (বর্ণপঞ্চক) সংযুক্ত (হ্রীং ত্রীং হুং ফট্) সম্পূর্ণ মন্ত্রটী সিদ্ধ মন্ত্র। ৪

অনুত্তরকে (অকারকে) উদ্ধার করিয়া অতঃপর মায়োত্তর উ (মায়া—ঈকার, তাহার উত্তরবর্ণ উকার) ও পবর্গের পঞ্চমবর্ণ মকার ও নাদবিন্দুকলা মিলিত হইলে ওঁ্ং পঞ্চরশ্মি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৫

প্রথমং সপরং দত্ত্বা চতুর্থস্বর-ভূষিতম্ ।
রেফারূঢ়ং স্ফুরদ্দীপ্তমিন্দুবিন্দু-বিভূষিতম্ ॥ ৬
ত্রকারঞ্চ ততো দত্ত্বা চতুর্থস্বর-ভূষিতম্ ।
দীর্ঘোকার-সমাযুক্তং হকারং যোজয়েত্ততঃ ।
ফট্‌কারঞ্চ ততো দদ্যাৎ পূর্ণসিদ্ধিমনুত্তমাম্ ॥ ৭
বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তিকরী সদা ।
তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী ॥ ৮
তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমন্নীলসরস্বতী ।
সর্ব্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ৯
শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ।
এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা ॥ ১০
বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগ্‌রূপা সর্ব্বতোমুখী ।
এষা ক্রমগতা প্রাপ্তা মতভেদাদনেকধা ॥ ১১

প্রথমে সকারের পরবর্ত্তী হকারকে দিয়া তাহাকে রেফারূঢ় করিয়া চতুর্থ স্বর ঈকারদ্বারা ভূষিত ও নাদবিন্দু বিভূষিত করিবে। তাহা হইলে হ্রীং হইবে।৬

তাহার পর চতুর্থস্বর ভূষিত রেফারূঢ় নাদ বিন্দু বিভূষিত ত্রকারকে দিয়া (তাহা হইলে ত্রীং হইবে) তাহার পর দীর্ঘ উকার যুক্ত নাদ বিন্দু বিভূষিত হকারকে যোগ করিবে। (তাহাতে হূং হইবে)। তাহার পর ফট্‌কার দিবে। ইহা সর্বোত্তম পূর্ণসিদ্ধি দান করে। ৭

এই বিদ্যা যখন তার (প্রণব) রহিত হইবে, তখন উহা একজটার বিদ্যা হয়। উহা সর্বদা মুক্তিকরী। উহা তার ও অস্ত্ররহিত হইয়া যখন ত্র্যক্ষরা হয়, তখন উহা মহানীল সরস্বতী নামে অভিহিত হয়। ৮

এই পঞ্চাক্ষরা বিদ্যা তারাদি (প্রণবাদি) হইলে শ্রীমন্নীলসরস্বতীর বিদ্যা হয়। উহা শুদ্ধ সমস্ত ভাষাময়ী ও সমস্ত বেদকর্ত্তৃক প্রশংসিতা। ৯

এই বিদ্যা যখন শ্রীবীজাদি হয় অর্থাৎ এই বিদ্যার আদিতে শ্রীবীজ (শ্রীং) যোগ করিলে সর্ব্বতোমুখী শ্রীলাভ হয়। এই বিদ্যার (মন্ত্রের) আদিতে মায়াবীজ (হ্রীং) যোগ করিলে তাহা সকল ইষ্ট ফল দান করে। ১০

এই বিদ্যার আদিতে বাগ্‌ভব বীজ (ঐং) যোগ করিলে ঐ বিদ্যা বাগ্দেবীস্বরূপিণী হয় এবং সর্ব্বতোমুখ ফল প্রদান করে। সম্প্রদায়ক্রমে

বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলপ্রদা।
অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ॥ ১২
চন্দ্রবীজং ত্রপান্তস্থ-বীজোপরি নিয়োজিতম্।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধূরিব যশস্বিনী॥ ১৩
ফলিনী সর্ব্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়কাঙ্ক্ষিণাম্।
বিষক্ষয়করী বিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী॥ ১৪
মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভুবি জায়তে।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি তারাং ভুবনতারিণীম্॥ ১৫
স্মরণাৎ সর্ব্বজন্তূনাং ভয়মাশু বিনাশয়েৎ।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা-বীজমুদ্ধরেৎ॥ ১৬
গগনং শেষসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্।
কূর্চবীজঞ্চ হৃদয়ং তারায়ৈ চ সমুদ্ধরেৎ॥ ১৭

সাধকগণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মতভেদ অনুসারে এই বিদ্যা অনেক প্রকার হইয়াছে। ১১

বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া এই বিদ্যা অর্থাৎ নীলসরস্বতী মন্ত্র শীঘ্র ফল প্রদান করেন নাই। তজ্জন্য বশিষ্ঠ মুনি এই বিদ্যাকে সুদারুণ শাপ প্রদান করেন। তাহার পর হইতে নীলসরস্বতী মন্ত্র কাহাকেও ফলদান করে না। ১২

তখন বশিষ্ঠ ত্রপাবীজ হ্রীংকারের পর তাহার অন্তস্থবীজ ত্রীংকারের উপরে চন্দ্রবীজ সকার যোজনা করেন। তাহাতে বিদ্যাটী হয়—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। তাহার পর হইতে এই বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় যশস্বিনী হইয়াছে। ১৩

তদবধি এই বিদ্যা সর্ব্বমন্ত্রের ফলদান এবং জয়াভিলাষীদিগকে জয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বিদ্যা বিষক্ষয়-করী এবং অমৃতত্ব প্রদায়িনী। ১৪

এই মন্ত্রের বিজ্ঞানমাত্রে অর্থাৎ মন্ত্রের তত্ত্বার্থ জ্ঞানমাত্রেই সাধক পৃথিবীতে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। অনন্তর ভুবনতারিণী অর্থাৎ ভবতারিণী তারার প্রকারান্তর মন্ত্র অর্থাৎ অন্য মন্ত্র বলিতেছি। ১৫

এই মন্ত্রের স্মরণমাত্রেই সর্ব্বপ্রাণীর ভয় আশু অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া হৃল্লেখাবীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিবে। পরে শেষ (আকার) সংযুক্ত নাদবিন্দু বিভূষিত গগন (হকার) অর্থাৎ হাং উদ্ধার করিবে।

সকল-দুস্তরং চৈব তারয় তারয় পুনঃ।
তারযুগ্মং বহ্নিজায়া-মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ ॥ ১৮
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সাক্ষাদ্দেবো ন সংশয়ঃ।
চতুর্লক্ষ-জপেনাস্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ১৯
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি বরাননে।
তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা ॥২০
উষ্মবর্ণগতোঽজীবো নিগম-স্বর-সংযুতঃ।
নাদ-বিন্দু-সমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মি-সমন্বিতঃ ॥ ২১
কপিলো বামকর্ণস্থো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ।
পার্শ্বান্তঞ্চ তথা ঞান্তং শরান্তং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২

তাহার পর কূর্চবীজ (হূং) ও হৃদয় (নমঃ), তাহার পর তারায়ৈ উদ্ধার করিবে। তাহার পর সকল দুস্তরং তারয় তারয় এই বলিয়া দুইটী প্রণব ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) বলিবে। তখন এই বিদ্যাটী হইবে—ওঁ হ্রীং হাং হূং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয়* ওঁ ওঁ স্বাহা॥ এই বিদ্যাটী কল্পবৃক্ষতুল্যা। ১৬-১৮

এই বিদ্যা গদ্য-পদ্যময়ী বাণীস্বরূপ। উহা সাক্ষাৎ দেবতা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিদ্যার চারি লক্ষ জপ করিলে সাধকের অষ্টসিদ্ধি (অষ্ট ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবশায়িত্ব) লাভ হয়। ১৯

হে বরাননে! অন্য প্রকার তারিণীর ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই আটজন তারিণী নামে পরিচিতা। ২০

অজীব হকারটি উষ্মবর্ণ রকার যুক্ত ও নাদবিন্দু দ্বারা এবং নিগমস্বর ঈকারের দ্বারা বিভূষিত হইবে। তাহাতে হ্রীং হইবে। উহা তত্ত্বরশ্মি স্ত্রীংকার-যুক্ত হইবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হইবে। তাহার পর কপিল হকার বামকর্ণ উকার দ্বারা ও নাদ এবং বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হূং হইবে। তাহার পর পার্শ্বান্ত ফ-কার ও ঞান্ত টকার (ফট্), ও শরান্ত (ফট্কারান্ত) হইবে। তাহাতে ফট্ ফট্ হইবে। তাহাতে মন্ত্রটী হইল—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ফট্। উহা তারার মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২১-২২

মধ্যাদি-মায়া-কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুত্তমম্ ।
বিপরীতং ত্রিধা জ্ঞেয়ং কূর্চ্চাদ্যঞ্চ তুরীয়কং ॥ ২৩
মায়াদি-কবচান্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
মায়া মধ্যগতং ষষ্ঠং দ্বিতীয়ান্তঞ্চ সপ্তমম্ ।
অষ্টমং কূর্চমধ্যং স্যাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ ॥ ২৪
ত্র্যক্ষরস্য বিশেষোঽয়ং ফটৌ[১] যত্র ন তত্র বৈ ।
জপ্যে তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং ন্যাসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৫
ঋষিঃ স্যাদষ্টকশ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ চ দেবতা তথা ।
শম্ভুপত্নী মহেশানি চতুর্ব্বর্গেষু যোজয়েৎ ॥ ২৬

উক্ত মন্ত্রের মধ্যটী আদি হইলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজটী প্রথম, তাহার পর মায়া বীজ (হ্রীং), কবচবীজ (হূং) ও ফট্ হইলে উহা দ্বিতীয় উগ্রার উত্তম মন্ত্র হয়। উহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ মন্ত্রের আদি বীজ অন্তে ও অন্তবীজ আদিতে স্থাপন করিলে অর্থাৎ প্রথমে কূর্চবীজ হূং তাহার পর বধূবীজ স্ত্রীং, তাহার পর মায়াবীজ (হ্রীং) ও ফট্ দিলে অর্থাৎ হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ এই হইলে এইটী তৃতীয় মহোগ্রার মন্ত্র হইবে। কূর্চবীজ আদিতে অর্থাৎ হূং হ্রীং স্ত্রীং ফট্—এই হইলে উহা চতুর্থ বজ্রার মন্ত্র হইবে। ২৩

উহা মায়াদি কবচান্ত হইলে অর্থাৎ প্রথমে মায়াবীজ হ্রীং, তাহার পর বধূ-বীজ স্ত্রীং, তাহার পর ফট্ ও অন্তে কূর্চবীজ হূং হইলে উহা পঞ্চম নীলার মন্ত্র হয়। মায়া মধ্যগত হইলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজ, মায়াবীজ, ফট্ ও কূর্চবীজ হইলে উহা ষষ্ঠ সরস্বতীর মন্ত্র হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীবীজকে অন্তে দিলে অর্থাৎ মায়াবীজ, কূর্চবীজ, স্ত্রীবীজ ও ফট্ পর পর হইলে উহা সপ্তম কামেশ্বরীর মন্ত্র হয়। কূর্চবীজ মধ্যে হইলে অর্থাৎ স্ত্রীবীজ, কূর্চবীজ, মায়াবীজও ফট্ পর পর হইলে উহা অষ্টম ভদ্রকালীর মন্ত্র হয়। এই প্রকারে আটটি ভেদ হইয়া থাকে। ২৪

উক্ত পঞ্চাক্ষীর মন্ত্রের যেখানে ফ ও ট্ থাকে না, সেখানে হ্রীং স্ত্রীং হূং এই ত্র্যক্ষরের এই বিশেষ জানিবে যে, জপ কার্য্যে ত্র্যক্ষর মন্ত্র এবং ন্যাসাদিতে সমস্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হইবে। ২৫

এই সকল মন্ত্রের ঋষি অষ্টক, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা শম্ভু পত্নী তারা, উগ্রা, মহোগ্রা প্রভৃতি। চতুর্বর্গসাধনে ইহার বিনিয়োগ হয়। ২৬

১। ফটো।

কাললক্ষং জপেন্মন্ত্রং পুরশ্চরণমারভেৎ।
তথাপচ্ছমনীং তারাং বক্ষ্যে তৎ শৃণু তত্ত্বতঃ।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ অঘমাশু বিনাশয়েৎ॥ ২৭

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তদনন্তরম্।
ততঃ স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং পঞ্চাক্ষর উদাহৃতঃ॥ ২৮

ধ্যানং শৃণু প্রবক্ষ্যামি সমস্তাপন্নিবারণম্।
যস্মিন্ সর্ব্বত্র তোয়েষু বাধা ন ভবতি স্মৃতে॥ ২৯

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বর-পঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভি-র্বহুরূপাভিরাবৃতাং॥ ৩০

শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মের-মৌক্তিক-ভূষণাম্।
রত্নপাদুকয়োর্ন্যস্ত-পাদাম্বুজ-যুগাং স্মরেৎ॥ ৩১

বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং নিয়মেন যথাবিধি।
বিদ্যান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে॥ ৩২

পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। যথাবিধানে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে। এই আপদ্-বিনাশিনী তারার বিষয় তত্ত্বতঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার স্মরণমাত্রে শীঘ্র পাপ বিনাশ করে। ২৭

প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া তাহার পর তারে দিয়া, তাহার পর স্বাহা দিবে। তাহা হইলে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ তারে স্বাহা। তারার এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ২৮

এই মন্ত্রের সমস্ত আপৎ নিবারক ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাকে স্মরণ করিলে সকল স্থলে জলেও কোন বাধা হয় না। ২৯

এই মন্ত্র দেবতাকে শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না ও দ্বিভূজা, একহস্তে বর মুদ্রা ও অন্য হস্তে পঙ্কজধারিণী বহুবর্ণা বহুরূপা শক্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিতা সহাস্যবদনা, সমুজ্জ্বল মুক্তামণ্ডিত ভূষণের দ্বারা বিভূষিতা, রত্ননির্মিত পাদুকাদ্বয়ে পাদপদ্মদ্বয় স্থাপন করিয়া বিরাজমানা ধ্যান করিবে। ৩০-৩১

যথাবিধি নিয়মে এই মন্ত্র দশ লক্ষ জপ করিবে। হে প্রিয়ে। তারার বিদ্যান্তর বলিতেছি। তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩২

বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা।
হৃল্লেখা চাস্ত্র-মন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ[১]।
অষ্টাক্ষর-মনুঃ প্রোক্তো বেদমাতুরনুত্তমঃ ॥ ৩৩
পঞ্চাঙ্গান্যস্য মন্ত্রস্য পঞ্চবীজৈঃ প্রকল্পয়েৎ।
অস্ত্রং শেষাক্ষরৈর্ন্যস্য কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
ধ্যানপূজাদিকং দেবি পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে নীলায়াঃ বিভিন্ননাম-মন্ত্রক্রম-
কথনং নাম সপ্তদশঃ পটলঃ ॥ ১৭ ॥

বাগ্ভববীজ ঐং, কুলদেবী ভুবনেশ্বরী বীজ হ্রীং, তার (ওঁ), বাগ্ভববীজ ঐং, হৃল্লেখা হ্রীং, অস্ত্র-মন্ত্রের অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) পর্য্যন্ত মন্ত্র। ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বেদমাতা নীলসরস্বতীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রঃ। ৩৩

এই মন্ত্রের প্রথম পাঁচটি বীজের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গের ন্যাস করিবে। শেষ অক্ষর সমূহের দ্বারা অর্থাৎ ফট্ স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রন্যাস করিয়া সাধক মনুষ্য কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। হে দেবি! পূর্বোক্ত বিধানে ধ্যান ও পূজাদি করিবে। ৩৪

পরমরহস্য নীলতন্ত্রে নীলসরস্বতীর বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন মন্ত্র কথন নামক
সপ্তদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। বহ্নিজায়া বধূর্মনুঃ।

অষ্টাদশঃ পটলঃ

[শিব-শক্ত্যোরভেদ-কথনম্]

শ্রীদেব্যুবাচ—

পৃচ্ছাম্যেকং মহাভাগ কৃপয়া বদ মে প্রভো।
বিনা ধ্যানং কুম্ভকঞ্চ প্রাণায়ামঞ্চ কুল্লুকাম্[১] ॥ ১
জপং তপো ধারণঞ্চ সেতুঞ্চৈবঞ্চ বিনা করং।
বিনা হংসং বিনা পিণ্ডং বিনা ভাবং বিনা পদম্।
কথং বা জায়তে সিদ্ধির্বদ নাথ জগদ্‌গুরো ॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ।
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষত্রিয়াঃ ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩

পার্ব্বতী কহিলেন—হে মহাভাগ! হে প্রভো! আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উহার উত্তর প্রদান করুন। হে জগ্‌গুরু! ধ্যান, কুম্ভক, প্রাণায়াম, কুল্লুকা বিনা কিরূপে সিদ্ধি হয়। ১

জপ, তপস্যা, ধারণা, সেতু, হস্ত, হংস মন্ত্র, পিণ্ড, পদ ও ভাব ব্যতীতও কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা আমাকে বর্ণনা করুন। ২

মহাদেব কহিলেন—হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি

---

(১) ইষ্টমন্ত্র জপের পূর্বে কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু ও মুখশোধন মন্ত্রের জপ কর্ত্তব্য। দেবতাভেদে কুল্লুকা, মহাসেতু ও মুখশোধন মন্ত্রের ভেদ আছে? সরস্বতী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে: তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি! মহানীল সরস্বতী। পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। বর্ণভেদে সেতুর ভেদ সেখানে উক্ত হইয়াছে—বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ। বৈশ্যানাঞ্চৈব ফট্কারো মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে॥ মহাসেতু সম্বন্ধে সেখানে উক্ত হইয়াছে: মহাসেতুঞ্চ দেবেশি! সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী। কালিকায়াঃ স্ববীজঞ্চ তারায়াঃ কূর্চবীজকম্। অন্যাসান্তু বধূবীজং মহাসেতুর্বরাননে। মুখশোধন সম্বন্ধে সেখানে উক্ত হইয়াছে: অশুদ্ধ জিহ্বয়া দেবি! যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মুখশোধন মাচরেৎ। তারার মুখশোধন সম্বন্ধে সেখানে উক্ত হইয়াছে: তারায়াঃ শৃণু চার্বাঙ্গ! অপূর্ব-মুখশোধনম্। জীবনং মধ্যমং লজ্জাং ভুবনেশীং ততঃ প্রিয়ে। ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়াঽমৃতবর্ষিণা। মস্তকে কুল্লুকা, হৃদয়ে সেতু ও কণ্ঠে মহাসেতু মন্ত্রের জপ কর্ত্তব্য। বীজাচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চণ্ডি সর্ব্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
ব্রাহ্মণা শঙ্করাশ্চণ্ডি ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ ॥ ৪

রক্তপুষ্পৈর্জগদ্ধাত্রীং পূজয়েন্নীললোচনাম্।
বজ্রপুষ্পেণ দেবেশি দেবীং নীলাম্বরেশ্বরীম্ ॥ ৫

পূজয়েদ্ভক্তিভাবেন মহামোক্ষবিধায়িনীং।
নরসম্পর্কহীনায়া লতায়াঃ কামমন্দিরে ॥ ৬

জাতকুসুমমাদায় মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি! রক্ত-চন্দন-সংজ্ঞকম্ ॥ ৭

যথা শোণিতপুষ্পঞ্চ রক্তপুষ্পং বরাননে।
অনুকল্পং লোহিতস্য চন্দনং হরবল্লভে ॥ ৮

কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কদাচিৎ ভুক্তিরেব চ।
এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তির্মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৯

জাতি লক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি শাক্ত সে-ই ব্রাহ্মণ। হে চণ্ডি! শাক্তধর্ম্মাবলম্বী হইলে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্যও ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। হে চণ্ডি! যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর শঙ্কর। ৩-৪

হে দেবেশি! রক্তপুষ্প দ্বারা জগদ্ধাত্রী নীললোচনাকে (নীলাকে) পূজা করিবে। মহামোক্ষবিধায়িনী দেবী নীলাম্বরেশ্বরীকে (নীলাকে) বজ্রপুষ্পদ্বারা ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিবে। পুরুষসম্পর্কহীনা লতার (কুলযুবতীর) কাম-মন্দিরজাত কুসুম (শোণিত) মহাদেবীকে (শক্তিকে) নিবেদন করিবে। শক্তিপূজায় স্বয়ম্ভুকুসুমই (স্ত্রীরজঃ) রক্তচন্দন নামে গণ্য হয়। ৫-৭

হে বরাননে! মহাশক্তির আরাধনায় শোণিত পুষ্প যেরূপ, রক্তপুষ্পও সেইরূপ অর্থাৎ স্বয়ম্ভুকুসুম রক্তপুষ্পের তুল্য। হে হরবল্লভে! লোহিতের অনুকল্প রক্তচন্দন। ৮

অন্যান্য সাধনায় কদাচিৎ কেহ মুক্তি বা কদাচিৎ কেহ ভোগ লাভ করে। কিন্তু যাহারা এই মহাবিদ্যার অর্চ্চনা করে, ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই তাহার করতলগত হয়। ৯

যোগী স্যান্নহি ভোগী স্যাদ্ভোগী স্যান্নহি যোগবান্।
যোগভোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ কৌলং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১০
শিবশক্তিং বিনা দেবি যো ধারয়তি মূঢ়ধীঃ।
ন যোগী স্যান্ন ভোগী স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১
রুদ্রস্য চিন্তনাদ্ রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
তারায়াশ্চিন্তনাত্তারা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২
যথা শক্তিস্তথা নীলা যথা নীলাস্তথা শিবঃ।
তত্র যঃ কুরুতে ভেদং স এব মূঢ়ধীর্নরঃ ॥ ১৩
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং পাপপুরুষঃ ॥ ১৪
নহি দুর্গাসমা পূজা নহি দুর্গাসমং ফলং।
নহি দুর্গাসমং জ্ঞানং নহি নীলাসমং তপঃ ॥ ১৫

যোগী কখনও ভোগী হয় না এবং ভোগী ব্যক্তিও যোগী হয় না। কিন্তু যিনি কৌল, তিনি যোগী এবং ভোগী। তজ্জন্য কৌলকে অর্চ্চনা করিবে। ১০

শিব ও শক্তি ভিন্ন যে মূঢ়ধী অন্য ধারণায় প্রবৃত্ত হয়, সে শতকোটিকল্পেও যোগীও হয় না বা ভোগীও হয় না। ১১

সাধক রুদ্রকে চিন্তা (ধ্যান) করিলে স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ এবং বিষ্ণুকে চিন্তা (ধ্যান) করিলে স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ এবং তারাকে চিন্তা (ধ্যান) করিলে স্বয়ং তারাস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ১২

যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই নীলা (নীল সরস্বতী), যিনি নীলা তিনিই শিব। যে ব্যক্তি এই উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান আরোপ করে, সে ব্যক্তিই মূঢ়ধী (মোহগ্রস্থ) মনুষ্য। ১৩

আদ্যাশক্তি, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতির একত্ব (অভিন্নত্ব) চিন্তা করিবে। যে ব্যক্তি তাহাদের বিভেদ চিন্তা করে, সেই পাপপুরুষ রৌরব নামক নরকে গমন করে। ১৪

দুর্গাপূজার সমান পূজা নাই, দুর্গাপূজার সমান ফল লাভও অন্য কিছুতেই হয় না। দুর্গাসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সমান আর জ্ঞান নাই এবং নীলার তপস্যার ন্যায় তপস্যা নাই। ১৫

নীলায়াশ্চরিতং যত্র তত্র কৈলাসমন্দিরং ।
ইদং সত্যমিদং সত্যমিদং সত্যং বরাননে ।
স্বর্গমর্ত্ত্য-তলে চণ্ডি নাস্তি শাক্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৬

শৃণু দেবি বরারোহে নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ ।
শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মস্বরূপকঃ ॥ ১৭

আরাধিতা যেন নীলা তারা ত্রিভুবনেশ্বরী ।
ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী ॥ ১৮

আরাধিতা মহেশানি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ।
অতিগোপ্যং বরারোহে শাক্তানাং পরমং পদম্ ॥ ১৯

যো জানাতি পৃথ্বীতলে স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ।
ব্রহ্মাদ্যর্চ্চিত-পাদাব্জং যো ভজেৎ সততং সদা ॥ ২০

স যাতি চিরকালেন মুক্তিমন্দিরমেব হি ।
একা বিদ্যা চ প্রকৃতিরেকস্তু পুরুষঃ শিবঃ ॥ ২১

যে স্থানে নীলার চরিত্র কীর্ত্তন (গুণকীর্ত্তন) হয়, তাহাই কৈলাস মন্দির। হে বরাননে। ইহা সত্য। ইহা সত্য। ইহা সত্য। হে চণ্ডি! স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-তল মধ্যে শাক্ত অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কিছুই নাই। ১৬

হে দেবি! হে বরারোহে! শ্রবণ কর। শাক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মানব নাই। শাক্ত সাক্ষাৎ শঙ্কর ও সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মস্বরূপ। ১৭

হে মহেশানি! যে ব্যক্তি নীলা, তারা, ত্রিভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, বগলা বা ছিন্নমস্তার আরাধনা করে, সে ব্যক্তি স্বয়ং শিবস্বরূপ ; ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হে বরারোহে! শাক্তগণের আরাধ্য পরম পদ অতিশয় গোপনীয়। ১৮-১৯

পৃথ্বীতলে যে ব্যক্তি অতিগোপনীয় শাক্তগণের পরম পদকে জানেন, তিনি শিব ; তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ব্রহ্মাদির অর্চ্চিত দেবীর পাদপদ্ম ভজনা করে, সে ব্যক্তি অনন্তকালের জন্য মুক্তি মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। বিদ্যারূপা প্রকৃতি এক এবং পুরুষরূপী শিবও এক। ২০-২১

একোঽহং বৈ ত্বঞ্চ এক একমেব প্রভাষতে।
এবঞ্চ মনসা দুর্গাং যো ভজেদ্ধরবল্লভাম্[১] ॥ ২২
পূজয়েদ্ যন্ত্রপুষ্পৈস্তু সাধকো ভুবি মণ্ডলে[২]।
স ভবেৎ সাধকস্তত্র স শাক্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩
কাকচঞ্চুং বিধায়ৈনং প্রাণায়ামং বিশুদ্ধিদম্।
কুম্ভকং মাতৃকান্যাসং প্রাণায়ামং পুনঃ পুনঃ।
প্রাণায়াম এষ ভদ্রে অধমোত্তম-মধ্যমঃ ॥ ২৪
অধমাৎ জায়তে স্বেদো মধ্যমাদ্ গাত্র-জননং।
উত্তমাচ্চ ক্ষিতিত্যাগো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৬
প্রাণায়ামেন সর্ব্বেষাং বিশ্রামো জায়তে তু সঃ।
জবাপুষ্পৈর্দ্রোণপুষ্পৈঃ করবীরৈর্মনোহরৈঃ ॥ ২৭

তুমি এক এবং আমি এক। উভয়েই এক অভিন্ন বলিয়াই কথিত হয়। এইরূপে মনে মনে যিনি হর ও হরবল্লভা দুর্গাকে এক ও অভিন্নরূপে ভজনা করেন এবং এইরূপে শিব ও শক্তির অভিন্নতা চিন্তা করিয়া যন্ত্র-পুষ্পাদি দ্বারা হরবল্লভা দুর্গাকে পৃথ্বীতলে পূজা করেন, তিনিই ভূমণ্ডলে প্রকৃত সাধক ও প্রকৃত শাক্ত নামে অভিহিত হন। ২২-২৩

কাকচঞ্চুর অনুষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধিপ্রদ এই প্রাণায়াম করিবে। কুম্ভক, মাতৃকা ন্যাস ও পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম করিবে। হে ভদ্রে! উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ। ২৪

অধম প্রাণায়ামের দ্বারা দেহে স্বেদ উৎপন্ন হয়; মধ্যম প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের পুষ্টি লাভ হয় এবং উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক ভূমিতল ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ২৫

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ প্রকার বায়ু। এই পাঁচটি যথাক্রমে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অভিহিত হয়। ২৬

প্রাণায়ামের দ্বারা সকলের সেই বিশ্রাম প্রাপ্তি হয়। সেই পরমেশ্বরী

১। ভবেৎ হরবল্লভাম্। ২। ভুবিমণ্ডলে।

কৃষ্ণাপরাজিতা-পুষ্পৈ রক্তৈশ্চ মুনিপুষ্পকৈঃ।
পূজয়েৎ তাং নীলাং ভক্ত্যা চণ্ডিকাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৮

কালীং করাল-বদনাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং।
প্রণমেদ্ ভক্তিভাবেন পূজয়েদ্ হরবল্লভাম্ ॥ ২৯

... ... সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ।
রক্তাম্বর-পরিধানো রক্তমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৩০

ক্রমেণৈব মহেশানি সোঽহমিত্যেব চিন্তয়ন্।
এবং কুশাসনে দুর্গাং স্থিত্বা চ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩১

শ্মশানে শবমারুহ্য মধ্যস্থো নর-সাধকঃ।
জপ্ত্বা মহামনুং গুহ্যং বসেৎ কৈলাসমন্দিরে ॥ ৩২

শিবোঽহঞ্চ শিবোঽহঞ্চ সদা সাধকো ভাবয়ন্।
আদ্যামাদ্যাং সমাস্থায় ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সদা ॥ ৩৩

চণ্ডিকা নীলাকে ভক্তির সহিত মনোহর জবা পুষ্প, দ্রোণ পুষ্প, করবীর পুষ্প, কৃষ্ণা অপরাজিতা পুষ্প ও রক্ত বক পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ২৭-২৮

হরবল্লভা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা করালবদনা কালীকেও এইরূপে এই সকল পুষ্পদ্বারা ভক্তিভাবে পূজা ও প্রণাম করিবে। ২৯

পূজাকালে সাধক রক্তাম্বর পরিধান করিয়া রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপনে অনুলিপ্ত হইয়া দেহকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ৩০

হে মহেশানি! তাহার পর ক্রমশঃ সাধকশ্রেষ্ঠ নিজেকে 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই আরাধ্য শক্তি—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুশাসনে উপবেশন করিয়া এইরূপে দুর্গাকে অর্চ্চনা করিবে। ৩১

যে সাধক মানব শ্মশানে শবোপরি আরোহণ করিয়া মধ্যস্থলে আসীন হইয়া অতিগুপ্ত এই মহামন্ত্র জপ করে, সে সাধক কৈলাসে বাস করে। ৩২

সাধক সর্ব্বদা 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' অর্থাৎ আমিই শিব, আমিই শিব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আদিভূতা আদ্যাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। ৩৩

কদাচিত্তারিণীং বিদ্যাং দুর্গাং তারকতারিণীং।
পূজয়েৎ ক্রিয়য়া ভক্ত্যা ব্রহ্মবিদ্যাং মনোরমাম্ ॥ ৩৪
সহস্রারে মহাপদ্মে নীলকণ্ঠং সদাশিবং।
ব্রহ্মাদি-গোপ্যং দেবেশি ধ্যায়েচ্ছক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৩৫
ইদঞ্চ দুর্লভং তন্ত্রং মন্ত্রং যন্ত্রং মহীতলে।
বাক্যং পরমনির্ব্বাণং দাম্ভিকে পশুসঙ্কটে ॥ ৩৬
গোপ্তব্যং বৈ বরারোহে স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।
দিবা রাত্রৌ মহাভাগে প্রজপেৎ পরমং মনুম্ ॥ ৩৭
জপ্ত্বা ভবেন্মহাজ্ঞানী গাণপত্যং লভেত্তু সঃ।
অহমেব শিবো ব্রহ্ম শিবোঽহং তু ভবাম্যহম্ ॥ ৩৮
ভৈরবোঽহং ভৈরবোঽহং রমণী মম ভৈরবী।
মনসা জ্ঞানমাসাদ্য সাধকেন্দ্রো ভবেদ্ভুবি ॥ ৩৯
এবং জ্ঞানং পরং নিত্যং নির্বিকারং মনোরমং।
প্রাপ্যৈবং সর্ব্বদা জীবো বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪০

সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মনোরমা তারকতারিণী দুর্গা, তারিণী প্রভৃতি মহাবিদ্যাদিগকে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে পূজা করিয়া তৎপরে সহস্রার মহাপদ্মে শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মাদি দেবগণের গোপনীয় সদাশিব নীলকণ্ঠকে ধ্যান করিবে। ৩৪-৩৫

হে দেবেশি! এই নীলতন্ত্র এবং এই সকল মন্ত্র ও যন্ত্র ভূতলে দুর্লভ। হে পার্ব্বতি! হে বরারোহে! এই সকল পরম-নির্ব্বাণদায়ক বাক্য দাম্ভিক ও পশু সাধকের নিকট স্বযোনিবৎ সর্ব্বথা সংগোপন করিবে। দিবারাত্রি সকল সময়েই মহাশক্তির পরম মন্ত্র জপ করিবে। ৩৬-৩৭

দিবারাত্রি সকল সময়ে এই মহামন্ত্র জপ করিয়া গাণপত্য লাভ করে। আমি শিব, আমিই ব্রহ্ম, আমি স্বয়ং শিবত্ব লাভ করিব, আমিই ভৈরব, আমিই ভৈরব এবং আমার রমণী (স্ত্রী) আমার ভৈরবী—মনে মনে এই জ্ঞান লাভ করিয়া ভূতলে সাধকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। এইরূপ মনোরম পরম, নিত্য ও নির্ব্বিকার পরম জ্ঞান এইরূপে লাভ করিয়া জীব সর্বদা পৃথ্বীতলে বিচরণ করে। ৩৮-৪০

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং।
সদানন্দঃ শিবো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধকঃ॥ ৪১

ভক্ত্যা চ ক্রিয়য়া চণ্ডীং প্রণমেদ্ যস্তু কালিকাং।
জীবঃ শিবত্বং লভতে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৪২

ক্ব যমঃ ক্ব তপো বিষ্ণুঃ ক্ব কলিঃ কর্ম্মহিংসকঃ।
সর্ব্বেষাং মানদং দেবং সদা সত্যং বিভাবয়েৎ॥ ৪৩

এবং বিধানমাসাদ্য প্রজপেৎ ভাবয়েৎ সুধীঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন শিবত্বং লভতে জনঃ॥ ৪৪

সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়য়া সিদ্ধিমুত্তমাং।
প্রাপ্নোতি চ সদা সিদ্ধির্মতস্য শ্রবণং ত্যজেৎ॥ ৪৫

শ্মশানসিদ্ধির্বৈরাগ্যং শবসিদ্ধির্বরাননে।
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ॥ ৪৬

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তিকে অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ অর্চনা করে, তাহাকে সদানন্দময় শিবস্বরূপ ও সর্ব্বধর্ম্মার্থের সাধকস্বরূপ জানিবে। ৪১

ভক্তিযুক্ত ক্রিয়া দ্বারা যে ব্যক্তি চণ্ডিকা কালিকাদেবীকে প্রণাম করে, সে ব্যক্তি জীব হইলেও শিবত্ব লাভ করে। ইহা সত্য, সত্য। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ৪২

যমই বা কোথায়, বিষ্ণুই বা কোথায় এবং কর্ম্মহিংসক কলিই বা কোথায় এবং তপস্যাই বা কোথায়? সকলের মানদাতা দেবকে সত্য বলিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। ৪৩

এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া সুধী সাধক সর্ব্বদা পূজা ও ধ্যান করিবে। তাহা হইলে সে অচিরেই শিবত্ব লাভ করে। ৪৪

সর্ব্বদা যথাবিহিত বিধানে কর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম দ্বারাই উত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। অন্য প্রকার মত কখনও শ্রবণ করিবে না অথবা অবলম্বন করিবে না। তাহা হইলেই সর্ব্বদা সিদ্ধিলাভ হয়। ৪৫

হে বরাননে। শ্মশান-সিদ্ধি, বৈরাগ্য ও শব-সিদ্ধি হইয়া থাকে। দিব্য প্রায় দেবতুল্য ও বীর উদ্ধতমনাঃ হয়। ৪৬

পশুভাবস্তথা দেবি শুদ্ধশ্চ ধরণীতলে।
শ্রুত্বা হসন্তী সা কালী করালী কমলা কলা॥ ৪৭
দিগম্বরা চাট্টহাসা প্রাহ দেবং ত্রিলোচনং।
গোপ্যং যৎ কথিতং বাক্যং শ্রুতং পরম-সাদরাৎ।
অতিগোপ্যং রহস্যঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং পুনঃ॥ ৪৮

ইতি শ্রীনীলতন্ত্রে পরমরহস্যে শিবশক্ত্যোরভেদ-কথনং নাম
অষ্টাদশঃ পটলঃ॥ ১৮॥

হে দেবি! ধরণীতলে পশুভাবও শুদ্ধ—এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলা কলা করালরূপিণী কালী হাস্য করেন। ৪৭

দিগম্বরী, অট্টহাসা কালিকা ত্রিলোচন সদাবিশকে কহিলেন—আপনি গোপনীয় বাক্য যাহা বলিয়াছেন, আমি পরমাগ্রহে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। আমি পুনরায় অতিশয় গুপ্তরহস্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪৮

পরমরহস্য নীলতন্ত্রে শিবশক্তির অভেদ-কথন নামক
অষ্টাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনত্রিংশঃ পটলঃ

[সর্বতন্ত্র-সাধারণ বিধিঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

দিব্যঞ্চ তুর্ল্লভং নাথ বীরো জাতিরহিংসকঃ।
পশোর্নারাধিতা বিদ্যা বীরতন্ত্রে পুরা শ্রুতং।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মবাক্যং সদাশিব ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শুভং ভৈরবতন্ত্রঞ্চ যোনিতন্ত্রং কুলার্ণবং।
কুলাচারং তথা গুপ্ত-সাধনং গুরুতন্ত্রকম্ ॥ ২
নির্ব্বাণং সময়াচার-বীরতন্ত্রং শ্রুতং পুরা।
ডামরং ডামরোড্ডীশং শ্রুতং কালীবিলাসকম্ ॥ ৩
সপ্তকোটি-মহাতন্ত্রং মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং।
যামলং দেবি ব্রহ্মাদ্যং যামলং বিষ্ণু-যামলম্ ॥ ৪
শিব-যামলকং দেবি যামলং মিশ্রযামলং।
শক্তি-যামলকং দেবি কথিতঞ্চ শ্রুতং ত্বয়ি ॥ ৫

পার্ব্বতী কহিলেন—হে নাথ! দিব্যভাব অতিদুর্লভ। বীরজাতি অহিংসক হইয়া থাকেন এবং পশুভাবের সাধকগণ কর্ত্তৃকও বিদ্যা আরাধিতা হন না। ইহা আমি বীরতন্ত্রে পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। হে সদাশিব। অধুনা আমি ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

শিব কহিলেন—শুভদায়ক ভৈরবতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, যোনিতন্ত্র, কুলাচারতন্ত্র, গুপ্তসাধনতন্ত্র, গুরুতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, সময়াচারতন্ত্র, বীরতন্ত্র, ডামরতন্ত্র; ডামরোড্ডীশতন্ত্র, কালীবিলাসতন্ত্র ইতি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছ। ২-৩

আমার মুখ হইতে বিনির্গত সপ্তকোটি মহাতন্ত্র শুনিয়াছ। হে দেবি! যামল, ব্রহ্মাদিযামল, বিষ্ণুযামল, শিবযামল, মিশ্রযামল ও শক্তিযামল প্রভৃতিও বলিয়াছি। তুমি ইতিপূর্ব্বেই সেগুলি শ্রবণ করিয়াছ। ৪-৫

তথাপি হৃদয়গ্রন্থিরস্তি তে পরমেশ্বরি।
পুরা সুকথিতং তন্ত্রং পুরা দেবি ত্বয়া শ্রুতম্ ॥ ৬
সঙ্কেতং সময়াচারং তন্ত্রসঙ্কেতকং তথা।
কুলসঙ্কেতকং নাম সঙ্কেতং বহুবিস্তরম্ ॥ ৭
শ্মশানসাধনং ভদ্রে শবসাধনমেব চ।
এতত্তে কথিতং দেবি নানাভাবং পৃথগ্বিধম্ ॥ ৮
কিন্ত্বেকং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কথয়ামি সমাসতঃ।
মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ ॥ ৯
বিদ্যানাঞ্চৈব বীরাণাং সাধনং ভবনাশনং।
ন মদ্যং প্রপিবেদ্বিপ্রো ন মুদ্রাং ভক্ষয়েৎ সদা ॥ ১০
ন মৈথুনমগম্যাসু কর্ত্তব্যং সিদ্ধিনাশনং।
অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ ॥ ১১

হে পরমেশ্বরি! তথাপি তোমার হৃদয়গ্রন্থি[১] (অজ্ঞান) বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে দেবি! ইতিপূর্ব্বে আমি তন্ত্র সুন্দরভাবে বলিয়াছি। তুমিও তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। ৬

আমি সঙ্কেত, সময়াচার, তন্ত্রসঙ্কেত, কুলসঙ্কেত নামক সঙ্কেত বহু বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। ৭

হে ভদ্রে! শ্মশানসাধন এবং শবসাধন—ইহাও তোমাকে বলিয়াছি। পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবও বর্ণনা করিয়াছি। ৮

কিন্তু হে চার্ব্বঙ্গি! একটি বিষয় তোমাকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বীরগণের পক্ষে মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন বিদ্যাসমূহের ও সংসারের নাশক। বিপ্র কখনও মদ্যপান করিবে না এবং সর্ব্বদা (কখনও) মুদ্রা ভক্ষণ করিবে না। ৯-১০

অগম্যা স্ত্রীসমূহে সিদ্ধিনাশক মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে না। অবধূত সাক্ষাৎ শিবতুল্য এবং অবধূতই সদাশিব। ১১

হে দেবি! অবধূতী শিবানীস্বরূপা। অবধূতাশ্রমের বিবরণ শ্রবণ কর। আশ্রমচতুষ্টয় মধ্যে অবধূত আশ্রমই মহান্ আশ্রম। ১২

১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

অবধূতী[১] শিবা দেবি! অবধূতাশ্রমং শৃণু।
চতুরাশ্রমিণাং মধ্যে অবধূতাশ্রমো মহান্ ॥ ১২
অবধূতো[২] দ্বিবিধঃ স্যাদ্ গৃহস্থশ্চ চিতানুগঃ।
সচেলশ্চাপি দিগ্বাসা বিধিযোনি-বিহারবান্ ॥ ১৩
সদারঃ পরদারস্থোহট্টহাসো দিগম্বরঃ।
গৃহাবধূতো দেবেশি দ্বিতীয়স্তু সদাশিবঃ ॥ ১৪
ন কলৌ শোধনং মদ্যং প্রত্যক্ষং বরবর্ণিনি।
গৃহাবধূতো মৈথুনং ন কর্ত্তব্যং দিগম্বরঃ ॥ ১৫

অবধূত* দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—গৃহস্থাবধূত ও চিতানুগ (শ্মশানবাসী) অবধূত। গৃহস্থ অবধূত বস্ত্র-পরিধায়ী বা দিগম্বর, উভয়বিধ হইতে পারে। গৃহস্থ অবধূত বিধি-বিহিত যোনিতে উপগত হন। গৃহস্থাবধূত স্বকীয় স্ত্রী-সমন্বিত, চিতানুগ অবধূত পরদারযুক্ত অট্টহাস্যকারী ও দিগম্বর হইয়া থাকে। হে দেবেশি! দ্বিতীয় চিতানুগ অবধূত সদাশিব। ১৩-১৪

হে বরবর্ণিনি! কলিতে প্রত্যক্ষ মদ্যশোধন কর্ত্তব্য নহে। গৃহাবধূত কখনও দিগম্বর হইয়া মৈথুনে লিপ্ত হইবে না। ১৫

১। শিবা দেবী।

২। (ক) বর্ণাশ্রমধর্ম্মহীন সংসারাসক্তিরহিত সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসাশ্রমী।

(খ) সংসারাসক্তিশূন্য বর্ণাশ্রমচিহ্নহীন গৃহাবধূত।

(গ) সংসার মায়ামুক্ত শৈব-সম্প্রাদয় বিশেষ। ইঁহারা জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ, ষট্‌কর্ম্ম সাধন ও নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করেন। তন্ত্রমতে অবধূত চারি প্রকার—শিবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত (পরমহংস বা পূর্ণভক্তাবধূত), পরিব্রাট্ (অপূর্ণ ভক্তাবধূত)। বন, অরণ্য, আশ্রম, ভারতী, গিরি, পুরী ইত্যাদি ইঁহাদের উপাধি।

যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমবর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥

যথা—(i) অবধূতঃ সদাশিবঃ (মুণ্ডমালাতন্ত্র)।
(ii) (স্ত্রী) অবধূতী শিবাদেবী (মুণ্ডমালাতন্ত্র)।

অবধূতী বা সন্ন্যাসিনীগণ অবধূতানী নামে অভিহিতা হয়েন। ইঁহারা সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈবচিহ্ন ধারণ করেন। তীর্থপর্য্যটন ও ভিক্ষা দ্বারা ইঁহারা জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, অবধূতানীও তদ্রূপ অবধূতীদিগের গুরু। গঙ্গাগিরি নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোক প্রথম অবধূতানী হন (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য)।

অতএব বরারোহে মিশ্রাচারং প্রকল্পয়েৎ।
এবমাচারমিশ্রেণ পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাম্ ॥ ১৬
সন্তুষ্টা সা জগদ্ধাত্রী যোগমার্গবিধায়িনী।
স্বকরস্থশ্চ[1] ভোগশ্চ স্বকরস্থশ্চ মোক্ষকঃ ॥ ১৭
দেবীমন্ত্রপ্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
সুরাণাঞ্চ নরাণাঞ্চ কিন্নরাণাঞ্চ পার্ব্বতি ॥ ১৮
শরণ্যং তারিণীপাদ-পদ্মং মোক্ষপ্রদায়কং।
জবাপরাজিতা-দ্রোণ-করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ ॥ ১৯
গন্ধৈর্মালুর-পত্রৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি।
এবং বিধিবিধাতব্যা ক্রিয়া সিদ্ধিকরাত্মিকা ॥ ২০
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্জীবন্মুক্তঃ সদাশিবঃ।
নারিকেলোদকং চান্দ্রং জলং সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ২১
কাংস্যে গুড়ে মধুকে বা কৃত্বা কারণ-কল্পনং।
তদা পূজা বিধাতব্যা মদ্যেন নগনন্দিনি[2] ॥ ২২

হে বরারোহে! এই কারণে মিশ্রাচার কল্পনা করিবে অর্থাৎ আংশিক-ভাবে গৃহাবধূতের আচার এবং আংশিকভাবে চিতানুগ অবধূতের আচার অবলম্বন করিবে। এইরূপভাবে মিশ্রাচারে যিনি কালিকার উপাসনা করেন, যোগমার্গ-বিধায়িনী জগদ্ধাত্রী তাহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। ভোগ ও মোক্ষ—উভয়ই মিশ্রাচারী অবধূতগণের করতলগত হইয়া থাকে। ১৬-১৭

হে পার্ব্বতি! দেবীর মন্ত্র-প্রসাদে ভূতলে কি না সিদ্ধ হয়? সুর, নর বা কিন্নর—সকলের পক্ষেই মোক্ষ-প্রদায়ক তারিণীর পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়। জবা, অপরাজিতা, দ্রোণ, করবীর, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র এবং বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা এইরূপ বিধি অনুসারে দেবীর সিদ্ধিকরী অর্চ্চনা ক্রিয়া করিবে। ১৮-২০

এইরূপে ক্রিয়া করিলে তখনই সিদ্ধি জন্মে। তখন জীবন্মুক্ত হইয়া সদাশিব হইয়া থাকে। নারিকেলোদক বা কর্পূর-মিশ্রিত জল সর্ব্বার্থসাধন করে। ২১

কাংস্য পাত্রে গুড় বা মধুকে মদ্যরূপে কল্পনা করিবে। হে নগনন্দিনি! তখন মদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ২২

১। তৎ-করস্থশ্চ।
২। এই পটলের বিষয়গুলি পরস্পর সঙ্গতিযুক্ত নহে। দ্বাবিংশ শ্লোকের প্রারম্ভিক উক্তির সহিত পূর্ব্ববর্তী বিষয়ের কোন সঙ্গতি নাই। ২২শ (দ্বাবিংশ) শ্লোকের প্রারম্ভেক

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রী চ সর্ব্বমঙ্গলা।
শুক্লা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা ভদ্রময়ীরিতা ॥ ২৩
শুক্লপুষ্পং ব্রাহ্মণে তু রক্তপুষ্পঞ্চ ক্ষত্রিয়ে।
বৈশ্যে চ পীতপুষ্পঞ্চ শূদ্রে কৃষ্ণন্তু শস্যতে।
এবং কৃত্বা ভজেদ্ যো বৈ স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪

ইতি নীলতন্ত্রে পরমরহস্যে সর্ব্বতন্ত্রোক্তসাধারণবিধি-
কথনং নাম উনবিংশঃ পটলঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা রমণী সর্ব্বমঙ্গলা—ইহারা যথাক্রমে শুক্লা, রক্তা, পীতা ও কৃষ্ণা। ইহাঁরা মঙ্গলময়ী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ২৩

ব্রাহ্মণের শুক্লপুষ্প, ক্ষত্রিয়ের রক্তপুষ্প, বৈশ্যের পীতপুষ্প এবং শূদ্রের কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা প্রশস্ত। যে ব্যক্তি এরূপভাবে কালিকার অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি যে সিদ্ধি লাভ করে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। ২৪

পরমরহস্য নীলতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোক্ত সাধারণ-বিধি-কথন নামক
উনবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বে যে কতকগুলি শ্লোকের পতন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূলপুঁথিতে যেরূপ আছে, এস্থলে তাহাই মুদ্রিত হইল।

বিংশঃ পটলঃ

[যোনিমুদ্রাদি-প্রশংসা]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি জগদ্ধাত্রি সাবধানাবধারয়।
যোনিমুদ্রা-প্রকরণং পূর্ব্বৈব গদিতং ময়া ॥ ১
ত্রিকোণং গুণসংযুক্তং যোনিং পরমকারণং।
স গচ্ছেত্তু শিবাবুদ্ধ্যা শিবরূপী ন সংশয়ঃ ॥ ২
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ[1] স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৩
জীবানাং পরমোদ্বেগঃ ক্ব ভোগঃ ক্ব চ দারুণঃ।
তস্মাত্তারাং জগদ্ধাত্রীং পূজয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৪
ভস্মজটা-ব্যাঘ্রচর্ম্ম-বারি পরমপাবনং।
নিরন্তরং জপেদ্ যস্তু সাধকেন্দ্রো ধরাতলে ॥ ৫
স ধন্যঃ স চ বীরোঽপি দিব্যশ্চ পরমঃ শুভঃ।
ভাবশুদ্ধির্জ্ঞানশুদ্ধিঃ শবশুদ্ধিশ্চ তে স্মৃতা ॥ ৬

মহাদেব কহিলেন—হে দেবি জগদ্ধাত্রি! আমি পূর্ব্বেই যোনিমুদ্রা প্রকরণ বলিতেছি ; তুমি তাহা শ্রবণ কর। অবহিতচিত্তে অবধারণ কর। ১

গুণসংযুক্ত ত্রিকোণ যোনি পরমকারণ-স্বরূপা। তাঁহাকেই শিবাস্বরূপ জানিয়া যে গমন করে, সে ব্যক্তি শিবরূপী, তাঁহাতে কোন সংশয় নাই। ২

তুষের দ্বারা আবদ্ধ হইলে ধান্য হয়। তুষ পরিত্যক্ত হইলেই তাহা তণ্ডুল হয়। তদ্রূপ কর্ম্মবদ্ধ হইলে জীব হয় এবং কর্ম্ম-মুক্ত হইলেই সদাশিব হয়। ৩

কোথায় ভোগ, কোথায় প্রচুর অর্থ, এ বিষয়ে জীবের পরম উদ্বেগ আছে। অতএব জগদ্ধাত্রী তারাকে ভক্তিভাবে পূজা করিবে। ৪

ভস্ম, জটা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও জল—এগুলি সবই পরম পবিত্র। যে সাধকেন্দ্র নিরন্তর ধরাতলে তারামন্ত্র জপ করেন, তিনিই ধন্য। তিনি বীর হইলেও পরম শুভ দিব্য। ভাবশুদ্ধি, জ্ঞানশুদ্ধি, শবশুদ্ধি, চিতাশুদ্ধি, পীঠশুদ্ধি ও শিবারূপিণী

১। ব্রীহিঃ—ধান্যমাত্রম্।

চিতাশুদ্ধিঃ পীঠশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিস্তু মচ্ছিবা ।
জ্ঞাত্বা পরমতত্ত্বং বৈ জ্ঞানং মোক্ষৈকসাধনম্ ॥ ৭
ভজেত্তু পরয়া বুদ্ধ্যা জীবঃ শিবত্বমাপ্নুয়াৎ ।
বিহারে জগদম্বায়া সহস্রারে মনোরমে ॥ ৮
সদাশিবেন সংযোগং যঃ করোতি স পণ্ডিতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চ মতং বক্ষ্যে জ্ঞানিনাঞ্চ পথং মুদা ॥ ৯
জ্ঞানাজ্ঞান-পরিত্যক্তঃ সর্ব্বদা বিহরেদ্ভুবি ।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী বিধুস্তত্রাপি তিষ্ঠতি ॥ ১০
দক্ষে চ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যস্তত্রাপি তিষ্ঠতি ।
মধ্যে সুষুম্না তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মনোহরা ॥ ১১
মধ্যগং খং বিদধ্যাদ্ যো জনো মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ।
চিত্রিণী-মধ্যগং বায়ু-পূরণং রেচনং যদা ॥ ১২
করোতি বামনাসাগ্রৈঃ সত্যঞ্চৈব সুরেশ্বরি ।
দক্ষে তু দক্ষিণা বামা বিরামা চলিতা সিতা ॥ ১৩

মন্ত্রশুদ্ধি তোমাকে বলিয়াছি। পরমতত্ত্ব জানিয়া মোক্ষলাভ করে, কারণ পরম তত্ত্বের জ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন। ৫-৭

তারাকে (শক্তিকে) পরা বুদ্ধি দ্বারা ভজনা করিবে, তাহাতে জীব শিবত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি জগদম্বার বিহারভূমি মনোহর সহস্রারে জগদম্বাকে সদাশিবের সহিত সংযুক্ত করেন, তিনিই পণ্ডিত (বিবেক-বিচার দ্বারা সদসৎ জ্ঞাতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী)। আনন্দের সহিত জ্ঞানীদিগের মত ও পথ বলিব। ৮-৯

সর্ব্বদা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এতদুভয়কেই পরিহারপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিহার করিবে। দেহের বামপার্শ্বে ইড়ানাড়ী অবস্থিত। ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র অবস্থান করেন। ১০

দেহের ডানদিকে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত। পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য অবস্থান করেন। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। ঐ সুষুম্নামধ্যে মনোহর ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। ১১

ঐ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যস্থিত আকাশকে যে সাধক জানে, সে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! যে যখন চিত্রিণী মধ্যগত বায়ুকে বাম নাসাগ্রের

নাড়ী বামে কপোলা চ বিজিহ্বা শূলকারিণী।
কলঙ্কা নিষ্কলঙ্কা চ সব্যদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৪
ভিত্ত্বা চ ক্রমশশ্চক্রং যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যকম্।
নভোমধ্যগতং চক্রং সহস্রাব্জং মনোরমম্ ॥ ১৫
কালীপুরং তত্র রম্যং সর্ব্ববর্ণাত্মকং প্রিয়ে।
বিধায়চৈনাং মনসা বুদ্ধ্যা কায়েন[১] চণ্ডিকাম্ ॥ ১৬
তত্রৈব ধ্যান-মনসা প্র[২] করোতি জপার্চ্চনং।
যদি ধ্যানং বরারোহে করোতি সততং মুদা ॥ ১৭
তদৈব জায়তে সিদ্ধি-র্মুক্তিরব্যভিচারিণী।
ন ধ্যানং ন চ বা পূজা ন স্তুতিঃ পরমার্থিকা ॥ ১৮
পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং কুসুমৈর্মানসোদ্ভবৈঃ।
কামরূপে দ্বিজাগারে শ্বপচস্য গৃহেঽথবা ॥ ১৯
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ বিমুক্তিঃ পাবনীমুখে।
যত্র কুত্র মৃতো জ্ঞানী তত্রৈব মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

দ্বারা রেচন ও পূরণ করে, সে সাধক মৃত্যুঞ্জয় হয়, ইহা সত্য। দক্ষিণভাগে দক্ষিণা, বামা, বিরামা, চলিতা ও সিতা—এই পাঁচটি নাড়ী আছে। ১২-১৩

বামে কপোলা, বিজিহ্বা, শূলকারিণী, কলঙ্কা ও নিষ্কলঙ্কা আছে। এই নাড়ীগুলি যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণে আছে। ১৪

এই সকল চক্র ভেদ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অলভ্য নভোমধ্যগত মনোহর সহস্রদল কমল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫

হে প্রিয়ে! সেই সহস্রদল কমল মধ্যে সর্ব্ববর্ণাত্মক মনোহর কালীপুর বিদ্যমান। সেইখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণায়ামাদি করিয়া মনঃ, বুদ্ধি ও দেহের দ্বারা এই চণ্ডিকাকে ধ্যান যুক্ত মনের দ্বারা জপ ও পূজা করিবে। হে বরারোহে! যদি সাধক ঐ সহস্রদল কমল মধ্যস্থিত কালীপুরে চণ্ডিকাকে আনন্দে সতত ধ্যান করে, তবে তখনই সিদ্ধি ও অব্যভিচারিণী মুক্তি লাভ হয়। অন্য প্রকার ধ্যান, অন্য প্রকার পূজা বা স্তুতি পারমার্থ সাধক হয় না। ১৮-১৮

মানসোদ্ভব কুসুম দ্বারা সেই জগদ্ধাত্রীকে কামরূপে, দ্বিজগৃহে অথবা চণ্ডালগৃহে, পূজা করিবে। হরিদ্বারে, প্রয়াগে বা গঙ্গামুখে মুক্তি হয়। যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক, জ্ঞানী সেইখানেই মোক্ষ লাভ করে। ১৯-২০

১। হস্কারেণ? ২। পুঁথিতে "প্রা" আছে।

নীলাস্মরণজং পুণ্যং নীলাস্মরণজং ফলম্ ।
নীলায়াঃ স্মরণেনৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২১

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো বা গিরিনন্দিনি ।
ভজেন্নীলাং স্মরেত্তারাং জপেদ্দুর্গাং হরপ্রিয়াম্ ।
তৎক্ষণাদেব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২২

ক্ষীরোদ্ধৃতং* তত্র ক্ষিপ্তং পূর্ব্ববৎ তদ্ ভবেৎ সুধীঃ ।
পৃথক্ত্বয়া গুণেভ্যঃ স্যাত্তদ্বদাত্মা ইহোচ্যতে ॥ ২৩

ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমেব যথা ভবেৎ ।
অবিশেষো ভবেত্তত্র জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥ ২৪

যথা চন্দ্রার্কয়োর্বিম্বৌ জলপূর্ণ-ঘটেষু চ ।
ঘটে ভগ্নে জলেষু চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যকৌ ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে আত্মা তু পরমেশ্বরি ! ॥ ২৫

নীলসরস্বতীকে স্মরণ করিলে পুণ্য হয়; তাঁহার ধ্যান জন্য অনন্ত ফল লাভ হয়। নীলসরস্বতীর স্মরণ করিলে ভূতলে কিনা সিদ্ধ হয়? ২১

হে গিরিনন্দিনি! শৈব, বৈষ্ণব বা শাক্ত—যিনি নীলসরস্বতীকে ভজনা করিবেন, তারাকে ধ্যান করিবেন বা হরপ্রিয়া দুর্গাকে জপ করিবেন, হে দেবেশি! তিনি তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ২২

পাত্র হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিয়া সেই পাত্রে তাহা নিক্ষেপ করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ ক্ষীরই হয়, অন্য হয় না। সেইরূপ গুণ সকল হইতে আত্মা যখন ভিন্ন হন, তখন তিনি আত্মা বলিয়া কথিত হন। ২৩

ক্ষীরের সহিত জল মিশিয়া যেমন ক্ষীরই হইয়া যায়। তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অবিশেষ হইয়া যায়। জল পূর্ণ ঘট সমূহে চন্দ্র ও সূর্য্যের যেমন প্রতিবিম্বমাত্র হয়, জন্ম হয় না। ঘট ভগ্ন হইলে বা চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইলে যেমন প্রতিবিম্বের বিনাশ হয়, চন্দ্র সূর্যের বিনাশ হয় না। হে পরমেশ্বরি। তদ্রূপ আত্মার জন্ম নাই। বিনাশ নাই। ২৪-২৫

---

* এস্থলে গ্রন্থ পতন হইয়াছে। কারণ পরবর্ত্তী পংক্তির ভাবধারার সহিত এই পংক্তির ভাবধারার কোন সঙ্গতি নাই। পুথিতে যেরূপ আছে, এস্থলে তাহাই মুদ্রিত হইল।

আত্মজ্ঞানং সমাসাদ্য সংসারার্ণব-লঙ্ঘনে।
ভবত্যেবং সদা চণ্ডি জীবঃ শিবত্বমালভেৎ॥ ২৬
পার্ব্বতীচরণদ্বন্দ্ব-ভজনাৎ কিং নরো ভবেৎ।
স্বর্গো ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিমু॥ ২৭
শাক্তানাং চৈব নিন্দাং তু যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং শোণিতপানং বৈ কুর্ব্বন্তি বহুরক্তপাঃ॥ ২৮
শাক্তান্ হিংসন্তি গর্জন্তি নিন্দন্তি বহুজল্পকাঃ।[১]
ভৈরবাশ্চৈব ভৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্॥ ২৯
ছিনত্তি তেষাং দেবেশি শিরাংসি শিববল্লভা।
শাক্তানামুত্তমো নাস্তি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে॥ ৩০
শাক্তস্তু শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ।
স্বয়ং গঙ্গাধরো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ৩১
নাস্তি তন্ত্র-সমং শাস্ত্রং ন ভক্তঃ কেশবাৎ পরঃ।
ন যোগী শঙ্করাজ্ জ্ঞানী ন দেবো নীলায়াঃ পরঃ॥ ৩২

হে চণ্ডিকে! আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াই সংসারার্ণব উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। আত্মজ্ঞান লাভের ফলেই জীব সর্বদা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৬

পার্ব্বতীর চরণযুগল ভজনা করিলে নর কিনা হয়? অর্থাৎ সমস্তই হয়। শাক্তগণের স্বর্গ, ভোগ ও মোক্ষ কি লাভ হইবে না? অর্থাৎ অবশ্যই হইবে। ২৭

যে নরাধম শাক্তগণের নিন্দা করে, বহুশোণিতপায়ী জীবগণ তাহার রক্ত পান করে। ২৮

বহুভাষিগণ শাক্তগণের হিংসা করেন, শাক্ত সম্বন্ধে গর্জন ও নিন্দা করেন। ভৈরবগণ ও ভৈরবীগণ সর্ব্বদা শাক্তনিন্দাকারী ঐ নরাধমদিগকে হিংসা করিয়া থাকেন। ২৯

হে দেবেশি! শিববল্লভা সেই নরাধমদিগের শিরচ্ছেদ করেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও রসাতলে শাক্ত অপেক্ষা উত্তম সাধক আর নাই। ৩০

শাক্তকে সাক্ষাৎ ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর শঙ্কর বলিয়া জানিবে। শাক্ত স্বয়ং গঙ্গাধর হইয়া ভূতলে বিচরণ করেন। ৩১

তন্ত্র-তুল্য শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই; কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাই; শঙ্কর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী নাই এবং নীলা অর্থাৎ নীল সরস্বতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবও নাই। ৩২

দক্ষিণাহশেষ-দীক্ষাণাং গুরোরগ্রমধঃ ক্ষিপেৎ।
রক্তির্মৃত্যুঃ পলার্দ্ধোর্দ্ধং খেদমুক্তা চ মুক্তিদা॥ ৩৩

নীলায়া মন্ত্রনিকরং নানাতন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতম্।
নানাতন্ত্রে ন কুত্রাপি কথিতং ন শ্রুতং ত্বয়া॥ ৩৪

জীবঃ শিবঃ শিবা বামা ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি।
ভৈরব্যা ভুবনায়াশ্চ চরিতং মুক্তিদায়কম্॥ ৩৫

শক্তিঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ কুবেরো বরুণো যমঃ।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন বেত্তি স পাতকী॥ ৩৬

শক্তিশয্যাং জ্ঞানময়ীং সদা সন্তোষকারিণীং।
তেনৈব ভাবমাসাদ্য গচ্ছেদ্দুঃখ-বিনাশিনীম্॥ ৩৭

জপনং পার্ব্বতীদেব্যা পূজনং পার্ব্বতীপদে।
অন্যপূজা ন কর্ত্তব্যা ন স্তুতির্ন চ ভাবনা॥ ৩৮

সমস্ত দীক্ষার রক্তিকা (কুঁচফলের) পরিমাণ দক্ষিণা। উহা গুরুর অগ্রে অধোভাগে প্রদান করিবে। পলার্দ্ধের অর্দ্ধ দক্ষিণা মৃত্যুস্বরূপ। খেদরহিত দক্ষিণা ত্রিমুক্তিপ্রদ হয়। ৩৩

নীল সরস্বতীর মন্ত্রসমূহ তুমি নানাবিধ তন্ত্রেই শ্রবণ করিয়াছ। কিন্তু মৎকথিত বিবিধতন্ত্রে কুত্রাপি ইহা বলা হয় নাই যে, জীবই শিব, বামাই শিবা। (সুতরাং তুমিও তাহা শ্রবণ কর নাই।) হে সুন্দরি! ত্রিপুরা-সুন্দরী, ভৈরবী ও ভুবনেশ্বরীর চরিত মুক্তি প্রদান করেন। ৩৪-৩৫

চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ ও যম শক্তি-স্বরূপ। সমস্ত জগতই সেই শক্তির স্বরূপ। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত নহে, সে পাতকী (পাপী)। ৩৬

জ্ঞানময়ী শক্তিশয্যাকে সর্ব্বকালেই সন্তোষকারিণী জানিবে। সাধক সেই ভাব আশ্রয় করিয়া দুঃখবিনাশিনী ঐ শক্তিশয্যার নিকট গমন করিবে অর্থাৎ শক্তিকে আশ্রয় করিবে। ৩৭

পার্ব্বতী-মন্ত্রই সাধক সর্বদা জপ করিবে এবং পার্ব্বতী-পাদপদ্মই সর্ব্বদা পূজা করিবে। সাধক কখনও অন্য দেবীর পূজা ও স্তব করিবে না বা চিন্তাও করিবে না। ৩৮

ন চ ধ্যানং যোগসিদ্ধির্নান্যমন্ত্রস্য বীক্ষণাৎ।
কেবলং কালিকাপাদ-পদ্মং ভববিঘট্টনম্ ॥ ৩৯
নান্যো দেবো ন বা তীর্থং ন ধ্যানং ন চ জল্পনং।
ন তীর্থভ্রমণং চণ্ডি ন বা চ যোগধারণম্ ॥ ৪০
এবং শক্তিময়ং বিশ্বং যো বেত্তি ধরণীতলে।
শ্মশানসিদ্ধিং লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪১
শূন্যাগারং শ্মশানং বা শূন্যং পরমকোবিদঃ।
যো বা গচ্ছতি তত্রৈব স বিশ্বেশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪২
পঞ্চমেন যজেদ্দেবি বিল্বমূলে দিবানিশং।
তদা বাক্‌সিদ্ধিমাপ্নোতি ক্ষুদ্রো বাচস্পতির্ভবেৎ* ॥ ৪৩

[আসনকথনম্]

আসনং দ্বাদশং বিধং সঙ্কেতাসনমুত্তমম্।
ভদ্রাসনং পদ্মাসনং পরং সিদ্ধাসনং তথা ॥ ৪৪

অন্য দেবীর ধ্যান করিবে না। অন্য মন্ত্রের দর্শন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ হয় না। কেবলমাত্র কালিকা-পাদপদ্ম লাভই ভববন্ধন হইতে মুক্তিদান করে। ৩৯

হে চণ্ডি! অন্যান্য দেবগণ দেবতা নহে, অন্য তীর্থ তীর্থ নহে, অন্য ধ্যান ধ্যান নহে, অন্য স্তুতি স্তুতি নহে। অন্য তীর্থে ভ্রমণ বা অন্য যোগের ধারণা করিবে না। ৪০

ধরাতলে যে ব্যক্তি বিশ্বকে শক্তিময় বলিয়া জানে, সে ব্যক্তি শ্মশান-সিদ্ধি লাভ করে, ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই। ৪১

শূন্যাগার বা শ্মশান বা শূন্য স্থান সকলই তুল্য। যে পরম জ্ঞানী সেখানে গমন করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বেশ্বর হইয়া থাকেন। ৪২

পঞ্চ-মকার দ্বারা যে ব্যক্তি দিবানিশি বিল্বমূলে মহাশক্তিকে অর্চ্চনা করে, হে দেবি! সে ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে, ক্ষুদ্রও বাচস্পতি (বৃহস্পতি, বাগ্মী) হয়। ৪৩

[আসনকথন]

আসন দ্বাদশ প্রকার। (১) সঙ্কেতাসন যেরূপ উত্তম (২) ভদ্রাসন, (৩) পদ্মাসন, (৪) সিদ্ধাসনও সেইরূপ শ্রেষ্ঠাসন, (৫) সিদ্ধি-সিদ্ধাসন, (৬)

---

* বাচস্পতি—বাচঃ (বাক্যের)+পতি (প্রভু) বিসর্গস্থানে 'স'। অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি (বৃহস্পতি) অর্থাৎ বাক্‌পটু, বাগ্মী।

সিদ্ধ-সিদ্ধাসনং দেব্যাসনঞ্চ কুক্কুটাসনং।
বীরাসনং পরং ভদ্রে চাসনং বরদাসনম্ ॥ ৪৫
সিংহাসনং পরং দেবি শ্মশানাসনমুত্তমং।
শবাসনং বরারোহে দেবানামপি দুর্লভম্।
যমাশ্রয়েৎ[১] পরং ব্রহ্মাসনং পরম-ভূষিতম্ ॥ ৪৬

[শক্তিস্থাপনম্]

বামভাগে স্ত্রিয়ং স্থাপ্য ধূপামোদ-সুগন্ধিভিঃ।
তাম্বূল-চর্ব্বণাদ্যৈশ্চ পূজয়েদ্ ভবগেহিনীং ॥ ৪৭
ভবানীং তারিণীং বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মনোহরাং।
স্তুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তৎক্ষণাদেব সুন্দরি ॥ ৪৮

[স্তুতিঃ]

বিশ্বমূর্ত্তে[২] জয়াধারে বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
করালবদনে ঘোরে চন্দ্রশেখর-বল্লভে ॥ ৪৯
মাং তারয় মহাভাগে দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাং।
কামকল্পলতারূপে কামেশ্বরি কলামতে।
কামরূপে চ বিজয়ে নিস্তারে শববাহিনি ॥ ৫০

দেব্যাসন, (৭) কুক্কুটাসন, (৮) বীরাসন (৯) বরদাসন শ্রেষ্ঠ আসন। হে ভদ্রে। (১০) সিংহাসন (১১) শ্মশানাসনও উত্তম আসন। হে দেবি! (১২) শবাসন দেবতাদিগেরও দুর্লভ। হে বরারোহে! যখন পরম বিশেষণে বিশেষিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আসনকে আশ্রয় করিবে, তখন পরব্রহ্মকে পাইবে। ৪৪-৪৬

বামভাগে স্ত্রীকে (শক্তিকে) স্থাপন করিয়া ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাম্বুল চর্ব্বণ সহকারে ভবগেহিনীকে পূজা করিবে। মহাবিদ্যা-রূপিণী মনোহরা ভবানী তারিণী বিদ্যাকে স্তব করিয়া, হে সুন্দরি! তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভ করেন। ৪৭-৪৮

[স্তুতি]

হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে জয়াধারে! হে বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। হে ঘোররূপে! হে করালবদনে! হে চন্দ্রশেখরবল্লভে! (শিবপ্রিয়ে!) আমাকে উদ্ধার করুন। হে মহাভাগে! হে কামকল্প-লতারূপে! হে

১। যদাশ্রয়েৎ (?) ২। বিশ্বমতে।

গৃহীত্বা শবচাণ্ডালং ধৃত্বা ভালং মুখং শিরঃ।
নাসাং কর্ণৌ চ হৃৎপদ্মং নাভিং লিঙ্গং গুদং তথা ॥ ৫১
বাহূ পৃষ্ঠঞ্চ জঠরং ধৃত্বা ধৃত্বা মুহুর্মুহুঃ।
আদৌ মায়া পুনর্মায়াং পুনর্মায়াং নিযোজয়েৎ ॥ ৫২
বায়ুস্তম্ভং বহ্নিস্তম্ভং কৃত্বা চৈব নগাত্মজে।
তৎক্ষণাদেব দেবেশি জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩
শূন্যাগারে মহেশানি ভজেদ্ ধনদ-দিঙ্মুখঃ।
শঙ্খমালা গৃহীতব্যা স্ফাটিকী বাথ রাজতী
চামীকরময়ী মালা প্রবালঘটিতাঽথবা ॥ ৫৪
মূর্দ্ধ্নি দেশে কুল্লুকাঞ্চ জপ্ত্বা শতমনুত্তমং।
তদা মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী মহেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
স শাক্তঃ শিবভক্তশ্চ ভৈরবশ্চ সদাশিবঃ।
কুলীনশ্চ কুলজ্ঞশ্চ যো জপেত্তারিণীমনুম্ ॥ ৫৬
হৃৎপদ্মগাং জগদ্ধাত্রীং মূর্দ্ধ্নি সংস্থাং সুরেশ্বরীম্।
ভুজঙ্গিনীং জাগরিণীং ভুজঙ্গাদি-বিভূষিতাম্ ॥ ৫৭

কামেশ্বরি! হে কলামতে! হে কামরূপে। হে বিজয়ে! হে নিস্তারে! হে শববাহিনী! আপনি আমাকে উত্তম সিদ্ধি প্রদান করুন। ৪৯-৫০

চণ্ডালের শব গ্রহণ করতঃ তাহার শির, কপাল, মুখ, নাসা, কর্ণ, হৃৎপদ্ম, নাভি, লিঙ্গ ও বাহু, পৃষ্ঠ ও জঠর ধারণ করিয়া মুহুর্মুহু "হ্রীং হ্রীং হ্রীং" জপ করিবে। হে দেবেশি! নগাত্মজে! বায়ু ও অগ্নিংস্তম্ভিত করিয়া ইহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ৫১-৫৩

হে মহেশানি! শূন্যাগারে উত্তরাভিমুখ হইয়া ভজনা করিবে। শঙ্খমালা, ফটিকমালা, রজতমালা, স্বর্ণমালা অথবা প্রবালমালা গ্রহণ করিবে। ৫৪

শিরোদেশে কুল্লুকা জপ করিয়া তখন একশত বার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলে সাধক শিব হইয়া থাকে। ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় বা সন্দেহ নাই। ৫৫

যে কুলজ্ঞ কুলীন সাধক তারিণী মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি শাক্ত, সে শিব ভক্ত ভৈরব ও সদাশিব। ৫৬

অশ্বত্থমূলে অথবা বিল্বমূলে অথবা নিজের স্ত্রীর গৃহে হৃৎপদ্মস্থিত

নারদাদ্যৈঃ সাধকেন্দ্রৈঃ সেবিতাং সিদ্ধসেবিতাং।
অশ্বত্থে বিল্বমূলে বা স্বজায়ামন্দিরেঽথবা ॥ ৫৮
দেবীং বা কামিনীং বাপি ধ্যায়েৎ পরমদেবতাং।
আদ্যাং জ্যোতির্ম্ময়ীং বিদ্যামভয়াং বরদাং শিবাম্ ॥ ৫৯
প্রণমেৎ স্তুতিভিশ্চণ্ডীং সর্ব্বদোষনিকৃন্তনীং।
শ্মশানস্থঃ শবস্থো বা প্রপঠেৎ কবচোত্তমম্ ॥ ৬০
তদ্ধি শ্মশানে দেবেশি শবে বা বরবর্ণিনি।
সিদ্ধির্ভবিষ্যতি তদা পরপক্ষা ন ভৈরবাঃ ॥ ৬১
উন্মত্তঃ ক্রোধনশ্চণ্ডো ভৈরবো বটুকাত্মকঃ।
সংহারো ভীষণশ্চৈব তথা চ কালভৈরবঃ।
মহাকাল-ভৈরবশ্চ এতে বৈ বসুসংখ্যকাঃ ॥ ৬২
দৃষ্ট্বা শ্মশানং দেবেশি শবসাধনমেব চ।
নৃত্যন্তি ভৈরবাঃ সর্ব্বে গর্জ্জন্তি রক্তলোচনাঃ।
অদ্য মৎসদৃশো বাপি অদ্য বা বাতুলোঽপি বা ॥ ৬৩

জগদ্ধাত্রীকে মস্তকস্থ সুরেশ্বরী সর্পাদিভূষিতা নারদাদি মুনিগণের সেবিতা সিদ্ধগণ কর্তৃক অর্চিতা জাগরিণী ভুজঙ্গিনী দেবীকে ধ্যান করিবে। ৫৭-৫৮

আদ্যা জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যারূপিণী অভয়া বরদা শিবা পরমদেবতাকে বা দেবী কামিনীকে ধ্যান করিবে। ৫৯

সর্বদোষ-নিকৃন্তনী (ছেদিনী) চণ্ডীকে স্তুতির সহিত প্রণাম করিবে। শ্মশানে বা শবাসনে বসিয়া কবচোত্তম পাঠ করিবে। ৬০

হে দেবেশি! হে বরবর্ণিনি! শ্মশানে বা শবাসনে ঐরূপে কার্য্য করিলে এই সাধক সিদ্ধিলাভ করে। ভৈরবগণ তখন তাঁহার শত্রু পক্ষ হয় না, অনুকূল হয়। ৬১

উন্মত্ত, ক্রোধ, চণ্ড, বটুক, সংহার, ভীষণ, কালভৈরব ও মহাকাল—এই আটজন 'অষ্ট-ভৈরব' নামে কথিত হন। ৬২

হে দেবেশি! শ্মশান ও শবসাধনা দর্শন করিয়া রক্তলোচন সমস্ত ভৈরবই গর্জ্জন করিতে করিতে নৃত্য করিতে থাকেন। তাহারা বলিতে থাকেন—হে সাধক! অদ্য আমাদের সদৃশ কেহ নাই অথবা অদ্য আমাদের মত বাতুলও কেহ নাই। ৬৩

শব-শ্মশানয়োর্ম্মধ্যে বিভেদো ন[১] কথঞ্চন।
মা ভৈষী ভৈরবাঃ সর্ব্বে বদিষ্যন্তি চ বন্ধনাৎ ॥ ৬৪
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাদ্যাঃ কে বা গর্জ্জন্তি সর্ব্বতঃ।
মা ভৈষীশ্চৈব মা ভৈষী মা ভৈষীশ্চৈব সাধকঃ।
যো বা বদিষ্যতি পুরঃ সদ্-গুরুস্তত্ত্বকোবিদঃ ॥ ৬৫
বিনা তন্ত্রপরিজ্ঞানাৎ বিনা গুরুনিষেবণাৎ।
বিনা প্রাণায়ামাদ্ধ্যানাদ্ বিনা মন্ত্রবিচারণাৎ ॥ ৬৬
বিনা জ্ঞানাদ্বিনা ন্যাসাদ্বিনা চ শববন্ধনাৎ।
বিনা বলিপ্রদানাচ্চ বিনা শ্মশানসাধনাৎ ॥ ৬৭
বিনা যোগাদ্বিনা ভোগাদ্বিনা করণ-কারণাৎ।
বিনা শক্ত্যা বিনা ভক্ত্যা বিনা যুক্তিনিবন্ধনাৎ ॥ ৬৮
বিনা ভাবাদ্বিনা লাভাদ্বিনা সৎসঙ্গসেবনাৎ।
বিনা তপো বিনা জপাদ্বিনাপি কামমন্দিরাৎ।
ন হি সিধ্যতি দেবেশি ন চ বিদ্যা প্রসীদতি ॥ ৬৯

শব ও শ্মশান এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সমস্ত ভৈরবগণ বলিবেন—সংসার বন্ধন হইতে ভয় করিও না। ৬৪

সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহাদি কাহারা চতুর্দিকে গর্জ্জন করিতেছে। হে সাধক! তাহাতে ভীত হইও না, ভীত হইও না, ভীত হইও না। যে সাধকের সাক্ষাতে ইহা বলেন, তিনি সদ্‌গুরু, তিনিই তত্ত্ববিৎ। ৬৫

হে দেবেশি! তন্ত্রের সম্যক্‌জ্ঞান ব্যতীত, সদ্‌গুরুর সেবা ব্যতীত, ব্যতীত, প্রাণায়াম ব্যতীত, ধ্যান ব্যতীত, মন্ত্রবিচার ব্যতীত, জ্ঞান ব্যতীত, ন্যাস ব্যতীত, শববন্ধন ব্যতীত, বলি ব্যতীত, শ্মশানসাধনা ব্যতীত, যোগ-ব্যতীত, ভোগব্যতীত, করণ-কারণ ব্যতীত, শক্তি, ভক্তি ও যুক্তি ব্যতীত, ভাব ব্যতীত, লাভ ব্যতীত, সংসঙ্গ-সেবা ব্যতীত, তপ ব্যতীত, জপ ব্যতীত, কামমন্দির ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। হে দেবেশি! বিদ্যা ও সুপ্রসন্ন হয় না। ৬৬-৬৯

১। ন জানামি

যদি ভাগ্যবশদাদ্দেবি প্রত্যক্ষং হরবল্লভা ।
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্মহাবিদ্যা প্রসীদতি ॥ ৭০

ইতি নীলতন্ত্রে পরমরহস্যে যোনিমুদ্রা-শাক্তপ্রশংসা-দেবীপূজা-
প্রশংসা-সাধনপদ্ধতি-সিদ্ধিলাভপদ্ধতি-কথনং
নাম বিংশঃ পটলঃ ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! যদি ভাগ্যবশে হরবল্লভা সাধকের প্রত্যক্ষভূতা হন, কেবলমাত্র তাহার ফলেই সিদ্ধিলাভ হয় এবং মহাবিদ্যাও সুপ্রসন্ন হন। ৭০

পরমরহস্য নীলতন্ত্রে যোনিমুদ্রা, শাক্ত প্রশংসা, দেবীপূজা প্রশংসা, সাধন ও সিদ্ধিলাভ পদ্ধতি কথন নামক বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশতিঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব বিশ্বনাথ সদাশিব।
পৃচ্ছামি জগদীশান শৃঙ্গারমঘমর্ষণম্ ॥ ১
কিংবিধং বাপি ভো নাথ কস্মিন্ কালে মহেশ্বর।
শিবশক্তিময়ং ব্রহ্ম নিত্যানন্দময়ং বপুঃ ॥ ২
নব-কন্যা-পূজনঞ্চ শ্রুতং বিশ্বেশ্বর প্রভো।
কুমারীপূজনং দেব শ্রুতং তব প্রসাদতঃ ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

শৃঙ্গারং দ্বাদশ-বিধং বিপরীতং চতুর্ব্বিধং।
চতুর্ব্বিধঞ্চ দেবানাং নরেষু চ বরেষু চ ॥৪
যো ন জানাতি দেবেশি স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ।
পশোরগ্রে ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥ ৫
পশুস্তু দারুণঃ শত্রুঃ সর্ব্বভাব-বিলোপকৃৎ।
কল্পকোটি-শতেনাপি বৎসরেণাপি শঙ্করি।
ন হি সিধ্যতি বিশ্বেশি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে বিশ্বনাথ। হে সদাশিব। হে জগদীশ্বর! আমি পাপনাশক শৃঙ্গার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১

হে নাথ! হে মহেশ্বর! কোন কালে কি প্রকার শৃঙ্গার হয়, জিজ্ঞাসা করিতেছি। ব্রহ্ম শিবশক্তিময় নিত্যানন্দময় শরীর শুনিয়াছি। ২

হে প্রভো! হে বিশ্বেশ্বর! নবকন্যা পূজার কথা শ্রবণ করিয়াছি। হে দেব। তোমার প্রসাদে কুমারীপূজা শুনিয়াছি। ৩

শ্রীশিব বলিলেন—শৃঙ্গার দ্বাদশ প্রকার। বিপরীত শৃঙ্গার চারি প্রকার। দেবগণ ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণের মধ্যে চারিপ্রকার। ৪

হে দেবেশি। যে ইহা না জানে, সে পশু, ইহাতে সংশয় নাই। পশুর অগ্রে ইহা প্রকাশ্য নহে, কোন প্রকারে ইহা প্রকাশ্য নহে। ৫

পশু দারুণ শত্রু, সমস্তভাবের বিলোপকারী। হে শঙ্করি। একশত কোটি কল্প বৎসরেও পশু সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হে বিশ্বেশি। ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি। ৬

শৃঙ্গার-রস-লাবণ্যং যো ন জানাতি পণ্ডিতঃ।
স মুর্খঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু শক্তিভ্রষ্টো ন সংশয়ঃ ॥ ৭
শৃঙ্গার-রস-লাবণ্যে শাক্তানন্দো যথা ভবেৎ।
ন শৈবে বৈষ্ণবে নাপি সৌরে বা গাণপত্যকে।
তথানন্দো মহেশানি জায়তে ন কথঞ্চন ॥ ৮
শিবো জাতিঃ শিবো গোত্রং শিবো ধর্ম্মঃ শিবো মতিঃ।
শিবো ভক্তিঃ শিবো মুক্তিঃ শিবঃ শক্তিঃ শিবাত্মিকা ॥ ৯
শিবোঽহং নাত্র সন্দেহো জীবোঽয়ং শিব এব হি।
ইত্যেব যস্য মনসি বর্ত্ততে শৈলনন্দিনি ॥ ১০
তদৈব জায়তে সিদ্ধির্মুক্তিরব্যভিচারিণী।
শক্তিমার্গে বরারোহেঽবধূতঃ শঙ্করঃ স্বয়ং ॥ ১১
অবধূতী যস্য বামাঽবধূতস্তু স্বয়ং ভবেৎ।
যত্র কুত্র নিবাসী চ কৈলাসো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
মন্দিরং তস্য কৈলাসং স্তম্ভং মণিময়ং স্মৃতং।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব সর্ব্বেষাং শূদ্রাঃ সর্ব্বপ্রিয়ে শিবে ॥ ১৩

যে পণ্ডিত শৃঙ্গার রসের লাবণ্য জানেন না, সে সমস্ত শাস্ত্রে মূর্খ, সে শক্তি-ভ্রষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই। ৭

হে মহেশানি। শৃঙ্গার রসের লাবণ্যে যেরূপ শাক্তানন্দ হয়। শৈবে, বৈষ্ণবে সৌরে, গাণপত্যে সেরূপ আনন্দ কোন প্রকারে জন্মায় না। ৮

শিব জাতি, শিব গোত্র, শিব ধর্ম, শিব মতি, শিব ভক্তি, শিব মুক্তি, শিব শিবাত্মিকা শক্তি। ৯

আমি শিব, এই জীব শিবই ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে শৈলনন্দিনি! এইরূপ ভাব যাহার মনে থাকে, তখন সিদ্ধি ও অব্যভিচারিণী মুক্তি হয়। হে বরারোহে! শক্তিমার্গে স্বয়ং শঙ্কর অবধূত। ১০-১১

যাহার স্ত্রী অবধূতী, সে স্বয়ং অবধূত হইয়া থাকে। সে যে কোন স্থান-নিবাসী হউক, সে স্থান কৈলাস, ইহাতে সংশয় নাই। ১২

তাহার গৃহকে কৈলাস জানিবে, গৃহস্তম্ভ মণিময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে সর্বপ্রিয়ে। হে শিবে! ব্রহ্মাদি সকল অবধূতের শূদ্র (সেবক)। ১৩

ক্ষুদ্রাশ্চ বান্ধবা রুদ্রাঃ সুপ্রধানাঃ সদাশিবাঃ।
ভৈরবাঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে ভৈরব্যশ্চেটিকাদিকাঃ ॥ ১৪

এবং কৈলাসভবনং সর্ব্বানন্দকরং পরং।
মনোহরং সুখময়ং সর্ব্বশক্তিময়ং তথা ॥ ১৫

সর্ব্বপ্রিয়ং গুণময়ং সর্ব্বসৌখ্যাদি-সম্ভবং।
এবং সর্ব্বময়ং সৌখ্যং যো বেদ ক্ষ্মাতলে প্রিয়ে।
সর্ব্বশক্তিযুতো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ১৬

কৃষ্ণাষ্টম্যাং নবম্যাং বা প্রজপেদযুতং নিশি।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি মন্ত্রধ্যান-পুরঃসরং ॥ ১৭

এবং ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা গুপ্তা গুপ্ততরা স্মৃতা।
গুপ্তা গুপ্ততরা পূজা প্রকটাৎ সিদ্ধিনাশিনী ॥ ১৮

অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥ ১৯

ক্ষুদ্র বান্ধবগণ রুদ্রস্বরূপ, সুপ্রধান বান্ধবগণ সদাশিবস্বরূপ। সমস্ত ভৈরব ভৃত্যস্বরূপ, দাসী প্রভৃতি ভৈরবীস্বরূপ। ১৪

এইরূপ কৈলাসভবন সর্বানন্দকর, পরম মনোহর, সুখময় ও সর্বশক্তিময় জানিবে। ১৫

এই কৈলাসভবন সর্বপ্রিয় গুণময় ও সমস্ত সৌখ্যের উৎপত্তিভূমি। যাহারা এই পৃথিবীতলে এই কৈলাস ভবনকে সর্বময় সুখপ্রদ জানে, হে প্রিয়ে! তাহারা সমস্ত শক্তিযুক্ত হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করিবে। ১৬

কৃষ্ণা অষ্টমী বা কৃষ্ণা নবমীর রাত্রিতে মন্ত্রধ্যানপূর্বক অযুত মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র জপ করিলে তখন মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৭

এইরূপে জপাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহা গুপ্ত হইতে গুপ্ততর বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুপ্ত হইতে গুপ্ততর পূজা প্রকাশিতা হইলে সিদ্ধিনাশিনী হইয়া থাকে। ১৮

কৌলগণ নানারূপ ধারণ করেন। অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভায় বৈষ্ণব হইয়া এই মহীতলে কৌলগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। ১৯

এবংবিধানসম্ভূতং শ্রুতং তন্ত্রঞ্চ মোহনং।
কুলোড্ডীশং কুলীনস্য যোগিনীহৃদয়ং শ্রুতম্ ॥ ২০
সম্মোহনং বীরতন্ত্রং শ্রুতং শ্রীতন্ত্রমুত্তমং।
কুলার্ণবং তথা কালীতন্ত্রং কালীবিলাসকম্ ॥ ২১
শ্রীকালী-কল্পলতিকা শ্রুতা পরমসাদরাৎ।
মতভেদে চ গুপ্তা সা পূজা প্রকটনাশিনী ॥ ২২
অন্তঃশাক্তা বহিঃশাক্তা ক্রিয়া-শাক্তা বরাননে।
ভক্তিশাক্তাঃ ধ্যান-শাক্তাঃ কামশাক্তা মহেশ্বরি ॥ ২৩
রতি-শাক্তাঃ শক্তি-শাক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু নান্যথা।
অন্তঃ শৈবা বহিঃ শৈবা সভায়াং বা গৃহেঽথবা ॥ ২৪
বৈষ্ণবাস্তাদৃশা এব সর্ব্বকালেষু শঙ্করি।
ইত্যেবং পরমো ভাবো গদিতঃ সর্ব্বযোনিষু ॥ ২৫
এবংভাবং সমাশ্রিত্য শাক্তাঃ পরমপূজকাঃ।
নিত্যানন্দময়াঃ সর্ব্বে ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ ॥ ২৬

এইরূপ বিধানের উপদেশক মোহন তন্ত্র শুনিয়াছি। কুলীনের কুলোড্ডীশ ও যোগিনী-হৃদয় শুনিয়াছি। ২০

সম্মোহন তন্ত্র, বীরতন্ত্র ও উত্তম শ্রীতন্ত্র শুনিয়াছি। এইরূপ শ্রীকুলার্ণবতন্ত্র, কালীতন্ত্র ও কালীবিলাসতন্ত্র শুনিয়াছি। ২১

পরম আদরের সহিত শ্রীকালী কল্পলতিকা শুনিয়াছি। মতভেদে সেই গুপ্তা পূজা প্রকটা হইলে সিদ্ধিনাশিনী হইয়া থাকেন। ২২

হে বরাননে! হে মহেশ্বরি! অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শাক্ত, ক্রিয়াতে শাক্ত, ভক্তিতে শাক্ত, ধ্যানে শাক্ত, কার্য্যেও শাক্ত। ২৩

রতিতে শাক্ত, শক্তিতে শাক্ত, সমস্ত কর্মে শাক্ত; অন্য প্রকার অর্থাৎ বৈষ্ণব হন না। হে শঙ্করি! গৃহে বা সভায় শৈবগণ অন্তরে শৈব এবং বাহিরেও শৈব হইবেন। ২৪

বৈষ্ণবগণ সর্বকালেই তাদৃশ হইয়া থাকেন। হে শঙ্করি! সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে এইরূপ পরমভাব কথিত হইল। ২৫

এইরূপ ভাব সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া পরম পূজক সকল শাক্তগণ নিত্যানন্দময় ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর হইয়া থাকেন। ২৬

সদা শক্তি-বিহারঞ্চ সদানন্দ-পরিপ্লুতাঃ।
সদানন্দাঃ পরিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বকর্ম্মসু কৌশলাঃ ॥ ২৭
কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যে বসন্তি মহীতলে।
তে শিবাস্তাঃ শিবা দেব্যো ভবন্তি কুলধর্ম্মতঃ ॥ ২৮
কুলীনঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ কুলীনস্তু হরিঃ স্বয়ং।
কুলীনো বাসবো দেবঃ কুলীনস্তু পিতামহঃ ॥ ২৯
কুলীনা মুনয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ।
কিন্নরাশ্চ কুলীনাশ্চ নরাণাং পশুজীবিনঃ ॥ ৩০
অসুরাশ্চ কুলীনাশ্চ কুলজা ন কুলীনকাঃ।
যতো ন ভক্তির্ন মুক্তিরসুরাণাং কদাচন ॥ ৩১
রাক্ষসাশ্চ কুলীনাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সর-যক্ষজাঃ।
দেবীভক্তিং সমাস্থায় কৃতার্থাশ্চ মহীতলে ॥ ৩২
বিনা দুর্গাপরিজ্ঞানাদ্বিফলং জীবনং তপঃ।
মূর্খো বা পণ্ডিতো বাপি ব্রাহ্মণো বা বরাননে ॥ ৩৩

তাঁহারা সর্বদা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া শক্তির সহিত বিহার করেন। তাঁহাদিগকে সদানন্দময় ও সমস্ত কর্মে কুশল (দক্ষ) জানিবে। ২৭

যে ব্যক্তিগণ পৃথিবীতলে কুলধর্মকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন, তাঁহারা কুলধর্ম প্রভাবে শিবস্বরূপ হন। তাঁহাদের স্ত্রীগণ শিবাস্বরূপা হইয়া থাকেন। ২৮

শঙ্করকে কুলীন জানিবেন। হরি স্বয়ং কুলীন। দেব বাসব (ইন্দ্র) কুলীন। পিতামহও কুলীন। ২৯

সমস্ত মুনিগণ কুলীন। পিতৃগণও কুলীন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কিন্নরগণও কুলীন। মনুষ্যগণের মধ্যে পশুজীবিগণও কুলীন। ৩০

অসুরগণ কুলীন। কুলীনবংশজাত হইলেই কুলীন হয় না। যেহেতু অসুরগণের কখনও ভক্তি নাই, মুক্তি নাই। ৩১

রাক্ষসগণ কুলীন। গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষবংশধরগণ এই মহীতলে দেবী-ভক্তি অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ। ৩২

দুর্গার পরিজ্ঞান ব্যতীত জীবন বিফল, তপস্যাও বিফল। হে বরাননে! হে বরবর্ণিনি! ব্রাহ্মণ মূর্খ হউক, পণ্ডিত হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্যজ, শূদ্র

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যজঃ শূদ্রশ্চাণ্ডালো বরবর্ণিনি।
সর্ব্বে তুল্যাশ্চ শাক্তাশ্চ এতৎ সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৩৪
মহাপীঠাশ্রমং যাতি মহাপীঠস্য দর্শনে।
মহাপীঠে যজেদ্দেবীং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৫
পূজয়েদ্ রক্তপুষ্পৈশ্চ রক্তগন্ধানুলেপনৈঃ।
বিল্বপত্রৈস্তথা পুষ্পৈর্মুনিপুষ্পৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ৩৬
রক্তাম্বুজৈ রক্তমাল্যৈ রক্তাভরণভূষণৈঃ।
মহিষৈশ্চ যজেদ্দেবীং মেষজৈঃ ক্ষতজৈরপি ॥ ৩৭
ছাগলৈর্লোহিতৈর্দ্দেবীং গাত্রজৈস্তু তথাপরে।
এবং বিধিবিধানেন পূজনং তত্র সুন্দরি ॥ ৩৮
কর্ত্তব্যং জীবলোকেষু গ্রাহ্যং তব মহেশ্বরি।
এবং বিধিবিধাতব্যা পূজা ত্রিভুবনেশ্বরি ॥ ৩৯
তদা সিদ্ধেশ্বরো ভূত্বা গাণপত্যং লভেত্তু সঃ।
ন প্রকাশ্যং পশোরগ্রে মম দিব্যং সুরেশ্বরি ॥ ৪০

চাণ্ডাল শাক্ত হইলে সকলেই তুল্য হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত অর্থের সাধক। ৩৩-৩৪

এই শাক্তগণ মহাপীঠের দর্শনের জন্য মহাপীঠাশ্রয়ে গমন করে। পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাপীঠে দেবীকে পূজা করিবে। ৩৫

রক্ত গন্ধ লিপ্ত রক্ত পুষ্পের দ্বারা, বিল্বপত্রের দ্বারা, বিল্বপুষ্পের দ্বারা, মুনিপুষ্প ও চম্পকের দ্বারা পূজা করিবে। ৩৬

রক্ত পদ্ম, রক্তমাল্য, রক্ত আভরণ ও ভূষণ, মহিষ, মেষজ রক্তের দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। ৩৭

ছাগলের রক্তের দ্বারা, ছাগলের দেহ দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। অন্যেও দেবীকে পূজা করিবে। হে সুন্দরি! এইরূপ বিধি-বিধানে তোমার পূজা কর্ত্তব্য। হে মাহেশ্বরি! তাহা হইলে তাহা তোমার গ্রাহ্য হইবে। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! এইরূপ বিধিবিহিতা পূজা কর্ত্তব্য। ৩৮-৩৯

যে এই বিধানে পূজা করে, সে সিদ্ধেশ্বর হইয়া গাণপত্য লাভ করে। হে সুরেশ্বরি! আমার দিব্য, পশুর অগ্রে ইহা কখনই প্রকাশ করিবে না। ৪০

পশুদর্শনমাত্রেণ নশ্যন্তি বীরসিদ্ধয়ঃ।
মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী ॥ ৪১
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্বা জীবত্ব-পরিনাশিনী।
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥ ৪২
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্ব্বাপদ্বিনিবারিণী।
সর্ব্বদোষক্ষয়করী সর্ব্বশত্রুনিপাতিনী ॥ ৪৩
সর্ব্বরোগক্ষয়করী সর্ব্ববন্ধনমোচনী।
কেবলানাঞ্চ দিব্যানাং বাহ্যপূজা ন চার্হতি ॥ ৪৪
তোড়লে যামলে দেবি শ্রুতা পূজা চ বিস্তরাৎ।
তথাপি পূজা সংক্ষেপান্ ময়োক্তা গিরিনন্দিনি ॥ ৪৫
স্তুতিপাঠাচ্চ তজ্‌জ্ঞানাৎ পূজনাচ্ছিবসুন্দরি।
সুপ্রসন্না মহাবিদ্যা জপাৎ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
জপাদ্‌ভুক্তির্জপাদ্ভক্তির্জপান্মুক্তির্জপাৎ ক্রিয়া।
জপাত্তন্ত্রং জপান্মন্ত্রং জপাদ্ যন্ত্রং সুরেশ্বরি ॥ ৪৭

পশুর দর্শনমাত্রে বীরগণের সিদ্ধি সমূহ বিনষ্ট হয়। মানসী পূজা মহাসিদ্ধিকরী মুক্তিদায়িনী। ৪১

অন্তর্যাগাত্মিকা সমস্ত পূজা জীবত্বকে বিনষ্ট করে। রাজসী বাহ্য পূজা সমস্ত সৌভাগ্যদায়িনী। ৪২

উহা ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদা; সমস্ত আপদ্‌ নিবারিণী; সমস্ত দোষ-নাশিনী ও সমস্ত শত্রু নিপাত-কারিণী। ৪৩

উহা সমস্ত রোগক্ষয়করী, সমস্ত বন্ধের বিমোচনী। কেবল দিব্যগণের বাহ্যপূজা কর্ত্তব্য নহে। ৪৪

হে দেবি! তোড়লে যামলে বিস্তৃতভাবে পূজা শুনিয়াছ। হে গিরিনন্দিনি! তথাপি আমি এখানে পূজা সংক্ষেপে বলিলাম। ৪৫

হে শিব-সুন্দরি! স্তুতিপাঠের দ্বারা, তাহার জ্ঞানের দ্বারা, পূজনের দ্বারা মহাবিদ্যা সুপ্রসন্না হন। জপ হইতে সিদ্ধি হয়। ৪৬

জপ হইতে ভুক্তি, জপ হইতে ভক্তি, জপ হইতে মুক্তি, জপ হইতে ক্রিয়া, জপ হইতে তন্ত্র, জপ হইতে মন্ত্র, হে সুরেশ্বরি! জপ হইতে যন্ত্র হয়। ৪৭

জপাৎ কান্তির্জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছ্রদ্ধা জপাদ্ দয়া।
জপাত্তুষ্টির্জপাৎ পুষ্টির্জপাদ্ গতির্জপান্মতিঃ ॥ ৪৮
জপাদ্বুদ্ধির্জপাল্ লক্ষ্মীর্জপাজ্জাতির্জপাৎ স্মৃতিঃ।
জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছান্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯

ইতি নীলতন্ত্রে পরমরহস্যে পার্ব্বতীশ্বর-সংবাদে
একবিংশতিঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ॥ ২১ ॥

জপ হইতে কান্তি, জপ হইতে শান্তি, জপ হইতে শ্রদ্ধা, জপ হইতে দয়া, জপ হইতে তুষ্টি, জপ হইতে পুষ্টি, জপ হইতে গতি ও জপ হইতে সুমতি হয়। ৪৮

জপ হইতে বুদ্ধি, জপ হইতে লক্ষ্মী, জপ হইতে জাতি, জপ হইতে স্মৃতি ও জপ হইতে শান্তি হয়, জপ হইতে শান্তি হয়, জপ হইতে শান্তি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৯

পরমরহস্য নীলতন্ত্রের পার্বতীশ্বর সংবাদরূপ একবিংশতি
পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতিঃ পটলঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি বরারোহে সর্ব্বার্থসাধনং পরং।
সুষুম্নামধ্যগাং কালীং করালবদনাং শিবাম্ ॥ ১
প্রণম্য পার্ব্বতীং দেবীং মহানীলসরস্বতীং।
উগ্রতারামহং বক্ষ্যে দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥ ২
ত্রিকোণবলয়াম্ভোজে মহানীলসরস্বতীং।
হৃৎপদ্মে ভাবয়েত্তারাং হৃৎপদ্মে ভাবয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৩
হৃৎপদ্মে ভাবমাসাদ্য পূজয়েদ্বরবর্ণিনীং।
যাবদ্ নানাত্বভাবঞ্চ[১] তাবদেব পৃথগ্ বিধম্ ॥ ৪
তাবৎ ক্রিয়া পৃথগ্ ভাবা তাবন্নানাবিধা মতা।
তাবদ্ভিন্নাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৫
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহ্নির্বরুণ এব ব চ।
কুবেরো দশ দিক্‌পালা এতৎ সর্ব্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি! হে বরারোহে! সর্বার্থের শ্রেষ্ঠ সাধন শ্রবণ কর। আমি সুষুম্না মধ্যগতা করালবদনা শিবা কালীকে, দেবী পার্বতীকে ও মহানীল সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া দেবগণেরও দুর্লভ উগ্রতারার বিষয় বলিতেছি। ১-২

ত্রিকোণ বলয়ের পদ্মে আসীনা মহানীল সরস্বতীকে হৃৎপদ্মে ভাবনা করিবে। হৃৎপদ্মে শিবাকে ভাবনা করিবে। ৩

হৃৎপদ্মে একত্ব ভাব অবলম্বন করিয়া বরবর্ণিনীকে পূজা করিবে। যে পর্য্যন্ত নানাত্ব ভাব থাকে, সে পর্য্যন্ত সমস্তই পৃথক্ পৃথক। ৪

সে পর্য্যন্ত ক্রিয়া পৃথক্, ভাবও নানাবিধ কথিত হয়। সে পর্য্যন্ত দেবগণ ভিন্ন। সে পর্য্যন্তই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিন্ন। ৫

সে পর্য্যন্ত গণেশ, দিনেশ, বহ্নি, বরুণ, কুবের, দশ দিক্‌পাল—এ সমস্তই পৃথক্ পৃথক্। ৬

১। যাবত্ত্বমেব।

তাবন্নানাবিধা নৃষু স্ত্রী পুরুষশ্চ[২] কামুকঃ।
তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি তুলসীদলাৎ॥ ৭
বিভিন্নানি চ দেবেশি যাবৎ বৈ তুলসীদলাৎ।
তাবদ্দিব্যশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশুভাবকঃ॥ ৮
তাবত্তন্ত্রে ভেদবুদ্ধিস্তাবদেব পৃথক্ ক্রিয়া।
হরিহরে ভেদবুদ্ধির্জায়তে জগদম্বিকে॥ ৯
করালবদনা কালী শ্রীমদেকজটা শিবা।
ষোড়শী ভৈরবা ভিন্না ভিন্না চ ভুবনেশ্বরী॥ ১০
ছিন্না ভিন্নাঽন্নপূর্ণা চ ভিন্না চ বগলামুখী।
মাতঙ্গী কমলা ভিন্না ভিন্না বাণী চ রাধিকা॥ ১১
চেষ্টা ভিন্না ক্রিয়া ভিন্না ভিন্না আচার-সংগ্রহাঃ।
যাবন্নৈক্যং পাদপদ্মে ভবান্যা নৈব জায়তে॥ ১২
অদ্বৈতে তারিণী-পাদপদ্মে পরমপাবনে।
জ্ঞানপারে সমুৎপন্নে হৃৎপদ্মনিলয়ে তথা॥ ১৩

সে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণের স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ থাকে। হে দেবেশি! সেই পর্য্যন্ত তুলসীদল হইতে বিল্বদল ভিন্ন। ৭

হে দেবেশি! তুলসীদল হইতে বিল্বদলের যাবদ (যেরূপ) ভেদ, দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাবের মধ্যে সেইরূপ ভেদ। ৮

যে পর্য্যন্ত তন্ত্রে ভেদবুদ্ধি। সে পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া। হে জগদম্বিকে! হরি ও হরে ভেদবুদ্ধি জন্মায়। ৯

করালবদনা কালী, শ্রীমদেকজটা শিবা, ষোড়শী ও ভৈরবী ভিন্না, ভুবনেশ্বরীও ভিন্না। ১০

ছিন্নমস্তা ভিন্না, অন্নপূর্ণা ভিন্না, বগলামুখী ভিন্না, মাতঙ্গী ভিন্না, কমলা ভিন্না, বাণী ভিন্না, রাধিকা ভিন্না। ১১

ভবানীর পাদপদ্মে যে পর্যন্ত ঐক্য জন্মায় না, সে পর্য্যন্ত চেষ্টা ভিন্ন, ক্রিয়া ভিন্ন, আচার সমূহও ভিন্ন। ১২

হে চার্বঙ্গি! হে শঙ্করি! হৃৎপদ্ম নিলয়ে পরম পাবন তারিণীর পাদপদ্মে

২। স্ত্রীনপুংসক।

ঐক্যং ভবতি চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বজীবেষু শাঙ্করি ।
ন চ পাপং ন বা পুণ্যং ন যমো[1] নরকো ন চ ॥ ১৪
ন সুখং নাপি দুঃখঞ্চ ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ।
ন ভয়ং নাপি শোকঞ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মময়াত্মকম্ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বৈশ্যজা শূদ্রজান্ত্যজা ।
তথৈব তারিণী বিদ্যা যথা বিদ্যা তথা তথা ॥ ১৬
এবং জ্ঞানং মহেশানি যদা বৈ জায়তে প্রিয়ে ।
তদৈব বিদ্যা দেবেশি বিদ্যাঽবিদ্যাবিরোধিনী ॥ ১৭
জায়তে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ ।
অদ্বৈতঞ্চ গুণাতীতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ১৮
পরমানন্দ সংযুক্তো মুক্তির্যাস্যতি নিশ্চিতং ।
ইতি সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং বচ্মি বরাননে ॥ ১৯
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি নাস্তি দেবঃ সদাশিবাৎ ।
নাস্তি ভাবস্তু মধ্যস্থান্নাস্তি নীলাসমং পদম্ ॥ ২০

জ্ঞানপার (জ্ঞানাতীত) অদ্বৈত উৎপন্ন হইলে সমস্ত জীব বিষয়ে ঐক্য জ্ঞান হয়। তখন পাপ নাই, পুণ্য নাই, যম নাই, নরকও নাই। ১৩-১৪

তখন সুখ নাই, দুঃখ নাই, রোগ হইতে ভয়ও নাই। অন্য ভয় নাই, শোক নাই। তখন সমস্তই ব্রহ্মময়াত্মক। ১৫

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা যেমন, বৈশ্যজা, শূদ্রজা ও অন্ত্যজাও সেইরূপ। এই তারিণী বিদ্যা যেরূপ ও অন্যান্য বিদ্যাও সেইরূপ অর্থাৎ সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে কোন্ ভেদ থাকে না। সেইরূপ উহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ১৬

হে মহেশানি! হে প্রিয়ে। এইরূপ জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, হে দেবেশি! তখনই বিদ্যা উৎপন্ন হয়। বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধিনী হইয়া থাকে। ১৭

এবিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মায় না। তখন ব্রহ্মানন্দময় হয়। অদ্বৈত গুণাতীত ও নির্গুণ। উহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ১৮

পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেই নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিবে। হে বরাননে! আমি বলিতেছি ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য। ১৯

তত্ত্ব জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নাই, সদাশিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। মধ্যস্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। নীলসরস্বতীর তুল্য পদ নাই। ২০

১। ন নয়োঃ।

সোঽহং সোঽহং পুনঃ সোঽহং সোঽহমিত্যেব জায়তে ।
তদৈব চিরকালেন সোঽহং জ্ঞানং প্রজায়তে ॥ ২১
নানাত্ববুদ্ধিং ত্যক্ত্বা বৈ সাত্ত্বিকীং পরমাত্মিকাং ।
গৃহীত্বা চ বরারোহে জায়তে পরমার্থবিৎ ॥ ২২
জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি নাস্তি চৈব বরাননে ।
জ্ঞানাদেব চ দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২৩
কুলবারে কুলীনস্তু কুলধর্ম্মং কুলব্রতম্ ।
আশ্রয়েৎ পরমানন্দঃ পরমানন্দমেব চ ॥ ২৪
ন কুলীনে পরা বুদ্ধির্ন কুলীনে পরা গতিঃ ।
ন কুলীনে পরা মুক্তির্ন কুলীনে পরা ক্রিয়া ॥ ২৫
এবং বদতি যো জন্তুঃ স মুক্তিং ন চ যাতি বৈ ।
ইহৈব স্বর্গো দেবেশি ইহ কৈলাসমন্দিরং ॥ ২৬
ইহৈব ভুক্তির্মুক্তিশ্চ মুক্তিরব্যভিচারিণী ।
ভোগঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থশ্চৈব শঙ্করি ।
শাক্তানাং ত্রিপুরেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭

সোঽহং সোঽহং পুনরায় সোঽহং সোঽহং এই জ্ঞান জন্মায়। তখনই চিরকালের জন্য সোঽহং জ্ঞান জন্মায়। ২১

হে বরারোহে! নানাত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মিক সাত্ত্বিকী বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া পরমার্থবিৎ হয়। ২২

হে বরাননে! জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই। কেবলমাত্র জ্ঞান হইতেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ২৩

পরমানন্দ কুলীন কিন্তু কুলবারে কুলধর্ম ও কুলব্রত আশ্রয় করিয়া পরমানন্দকে আশ্রয় করে। ২৪

কুলীন ব্যক্তিবর্গে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি নাই। কুলীনে পরা গতি নাই। কুলীনে পরা মুক্তি নাই। কুলীনে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া নাই। ২৫

এইরূপ যে ব্যক্তি বলে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না। হে দেবেশি! এইখানেই স্বর্গ। এইখানেই কৈলাস মন্দির। ২৬

এইখানেই ভোগ, এইখানেই মুক্তি। এইখানেই অব্যভিচারী মুক্তি। হে শঙ্করি! শাক্তগণের ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ হস্তগতই। হে ত্রিপুরেশানি! ইহা সত্য সত্য; সংশয় নাই। ২৭

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

নীলকণ্ঠ মহাদেব মহেশ্বর জগদ্‌গুরো।
পৃচ্ছামি পরমং তত্ত্বং ব্রূহি নাথ জগৎপতে॥ ২৮
কথং বা জায়তে ভুক্তির্মুক্তির্ভক্তির্মহেশ্বরে।
জীবঃ শিবত্বং লভতে কেন রূপেণ শঙ্কর॥ ২৯

শ্রীশিব উবাচ—

বিশ্বেশ্বরি জগদ্ধাত্রি মহামায়ে মহেশ্বরি।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং বাক্যং শৃণুষ্ব নগনন্দিনি॥ ৩০
শান্তং দান্তং কুলীনঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদম্।
এবং গুরুং মহেশানি আশ্রয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ৩১
ততঃ প্রথমতো লব্ধ্বা গুরুং পরমকারণং।
গৃহ্নীয়াৎ পরমং মন্ত্রং দেব্যাশ্চ বরবর্ণিনি॥ ৩২
সেতুঞ্চ কুল্লুকাং কৃত্বা মন্ত্রসঙ্কেতকং তথা।
জবাপরাজিতা-দ্রোণ-করবীরৈর্মনোহরৈঃ॥ ৩৩
পূজয়েদ্ রক্তকুসুমৈঃ সুগন্ধৈশ্চারুশোভনৈঃ।
নানাপুষ্পৈশ্চ দেবেশি পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ॥ ৩৪

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—হে নীলকণ্ঠ! হে মহাদেব! হে মহেশ্বর! হে জগদ্‌গুরু! হে নাথ! হে জগৎপতে! পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। ২৮

কিরূপে ভোগ ও মোক্ষ জন্মায়? মহেশ্বরে কিরূপে ভক্তি জন্মায়? হে শঙ্কর! কিরূপে জীব শিবত্ব লাভ করে? ২৯

শ্রীশিব বলিলেন—হে বিশ্বেশ্বরি! হে জগদ্ধাত্রি! হে মহামায়ে! হে মহেশ্বরি! হে নগনন্দিনি! গুহ্য হইতে গুহ্যতর বাক্য শ্রবণ কর। ৩০

হে মহেশানি! শান্ত, দান্ত, কুলীন ও সর্বশাস্ত্রার্থে পণ্ডিত এইরূপ গুরুকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিবে। ৩১

হে বরবর্ণিনি! তাহার পর প্রথমতঃ পরমকারণ গুরুকে লাভ করিয়া দেবীর পরম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৩২

সেতু ও কুল্লুকা করিয়া সেইরূপ মন্ত্রসংকেত করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। মনোহর জবা, অপরাজিতা, দ্রোণ, করবীর দ্বারা ও সুগন্ধ সুন্দর রক্ত পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। হে দেবেশি! নানাপুষ্পের দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে। ৩৩-৩৪

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈর্নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ ।
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ দীপৈরম্বরভূষণৈঃ ॥ ৩৫
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ তাম্বূলৈঃ সরসোৎকটৈঃ ।
পুনরাচমনীয়ৈশ্চ পূজয়েদ্ জগদম্বিকাম্ ॥ ৩৬
এবং পূজা বিধাতব্যা যথাশক্ত্যা বরাননে ।
পূজয়িত্বা তু প্রণমেদ্ পার্ব্বতীং তন্ত্রজৈস্তবৈঃ ॥ ৩৭
স্তোত্রস্য কবচস্যাপি পঠনাজ্জগদম্বিকে ।
ভক্তিমুক্তিপ্রদা চণ্ডী ভক্তিদা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩৮
বাহ্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ।
অন্তর্যাগাত্মিকা পূজাঽবাহ্যপূজা মহেশ্বরি ॥ ৩৯
সর্ব্বপূজা বিধাতব্যা যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে ।
এবং বিধিপ্রমাণেন জপেন তপসাপি বা ॥ ৪০
মাহেশী সা প্রসন্নাভূৎ স্তবেন কবচেন চ ।
ততো দেবী মহেশানি সিদ্ধবিদ্যা যদা ভবেৎ ॥ ৪১

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়াদি দ্বারা মনোহর নানা দ্রব্যের দ্বারা, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা পূজা করিবে। ৩৫

নৈবেদ্য, বিবিধ দ্রব্য, সরস ও উৎকট তাম্বূল ও পুনরাচমনীয় দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে। ৩৬

হে বরাননে! যথাশক্তি এইরূপভাবে পূজা করিবে। পূজা করিয়া তন্ত্রোক্ত স্তবের সহিত জগদম্বিকাকে প্রণাম করিবে। ৩৭

জগদম্বিকে! স্তোত্র ও কবচের পাঠে সর্বমঙ্গলা চণ্ডী ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তিপ্রদা হইয়া থাকেন। ৩৮

গুরুর বাক্যানুসারে বাহ্য পূজা কর্ত্তব্য। হে মহেশ্বরি! অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা অবাহ্য পূজা অর্থাৎ আন্তর পূজা। ৩৯

যে পর্য্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপ বিধিবিধানে জপ ও তপস্যার সহিত সমস্ত পূজা কর্ত্তব্য। ৪০

স্তব ও কবচের দ্বারা সেই মহেশ্বরী প্রসন্না হইয়া থাকেন। হে মহেশানি! তাহার পর দেবী যখন সিদ্ধ বিদ্যা হন। ৪১

তদৈব পূজয়া সিদ্ধিঃ ক্রিয়য়া ভক্তিযুক্তয়া।
এবং দেব্যনুগ্রহতো জ্ঞানমুৎপদ্যতে খলু ॥ ৪২
তদা কালাত্যয়ে চণ্ডি যা ভক্তিঃ সা চ নিষ্ফলা।
কেবলা প্রেয়সী ভক্তির্মহাদেবস্য ভাবিনী ॥ ৪৩
য এবং ভক্তিমাস্থায় প্রকরোতি ক্রিয়াং শিবে।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪৪
নানাতন্ত্র-প্রকটনাদ্বয়োক্তং গিরিনন্দিনি।
ঐক্যং জ্ঞানং যদা দেবি তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
স্থাবরে জঙ্গমে চৈব যদা তুল্যমনা ভবেৎ।
কিং ন সিধ্যতি দেবেশি পরত্রেহ চ পার্ব্বতি ॥ ৪৬
এবং ভক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ মুক্তিদা জগদম্বিকে।
তত্ত্বজ্ঞানং তদৈবাস্তে ততো নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
এবং তে কথিতং দেবি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমং।
প্রগোপ্তব্যং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।

তখনই ভক্তিযুক্ত পূজা ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি হয়। এইরূপে দেবীর অনুগ্রহ হইতে নিশ্চয়ই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৪২

হে চণ্ডি! কাল অতীত হইলে যে ভক্তি হয়, তখন তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। কেবল ভাবযুক্তা ভক্তিই মহাদেবের প্রেয়সী। ৪৩

হে শিবে! যে এইরূপ ভক্তি অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে, সে সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করে। ৪৪

হে গিরিনন্দিনি! আমি নানা তন্ত্র প্রকাশ করিয়া এই ক্রিয়া বলিয়াছি। হে দেবি! যখন ঐক্য জ্ঞান জন্মে, তখন সিদ্ধিলাভ করে। ৪৫

যখন স্থাবর ও জঙ্গমে তুল্যমনা হয়, হে দেবেশি! হে পার্বতি! তখন কি এমন আছে, যাহা ইহলোকে বা পরলোকে সিদ্ধি না হয়? ৪৬

হে জগদম্বিকে! এই প্রকারে ভোগ ও ভক্তি হইয়া থাকে, জগদম্বিকা তখন মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন। তখনই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তাহার পর নির্বাণ লাভ করে। ৪৭

হে দেবি! সমস্ত উত্তম তন্ত্র হইতেও উত্তম তন্ত্র এই প্রকারে তোমাকে

প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৪৮

ইতি নীলতন্ত্রে পার্ব্বতীশ্বর-সংবাদে পরমরহস্যে দ্বাবিংশঃ
পটলঃ সমাপ্তঃ ॥ ২২ ॥

(সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ।)

(এতাবত্যেব মাতৃকা)

বলিয়াছি। হে পার্বতি! নিজ যোনির ন্যায় ইহাকে উত্তমরূপে গোপন করিবে। ইহার প্রকাশে সিদ্ধিহানি হয়। কদাচ ইহা প্রকাশ্য নহে। ৪৮

পরমরহস্য পার্ব্বতীশ্বর সংবাদরূপ নীলতন্ত্রের দ্বাবিংশ পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

(এই পর্য্যন্ত মূলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে)

॥ নবভারত তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ তন্ত্রসাধনা বিষয়ে

আদি ও মূল তন্ত্ররাজি (টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত (যন্ত্রস্থ) ॥ [illegible]৫'০০
ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬'০০
কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস ॥ ৩০'০০
পরশুরামকল্পসূত্রতন্ত্র— ঐ ॥ ৩৫'০০
নিত্যোৎসবতন্ত্র— ঐ ॥ ৩৫'০০
সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ॥ ৩'০০
ষট্‌চক্রনিরূপণ— ঐ ॥ ৪'০০
গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ॥ ৫'০০
অন্নদাকল্পতন্ত্র— ঐ ॥ ৬'০০
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন ॥ ৪'০০
তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত ॥ ১০'০০
নির্ব্বাণতন্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ॥ ৫'০০
সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ ॥ ৫'০০
নিরুত্তরতন্ত্র— ঐ ॥ ৮'০০
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ ॥ ৬'০০
মাতৃকাভেদতন্ত্র— ঐ ॥ ৭'০০
বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী ॥ ৫'০০
কুব্জিকাতন্ত্র—শ্রীজ্যোতির্লাল দাস ॥ ৬'০০
মায়াতন্ত্র— ঐ ॥ ৭'০০
কুমারীতন্ত্র— ঐ ॥ ৪'০০
কামাখ্যাতন্ত্র— ঐ ॥ ৬'০০
কামধেনুতন্ত্র— ঐ ॥ ১০'০০
যোনিতন্ত্র— ঐ ॥ ৮'০০
ছিন্নমস্তাতন্ত্র—স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী ॥ ৫'০০
যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী ॥ ২৫'০০
তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী ॥ ৩০'০০
মুণ্ডমালাতন্ত্র— ঐ ॥ ১৬'০০
তোড়লতন্ত্র— ঐ ॥ ৬'০০
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র—অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী ॥ ৮'০০